আলোচনা

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

একাদশ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩১৪ সাল { প্রথম সংখ্যা

বর্ষ-সঙ্গীত।

দেবি। নূতন বর্ষে নবীন হর্ষে পূজিবে তোরে
অনেক ভক্ত আসি,
কি নিয়ে জননি, আমি দরিদ্র কেমন ক'রে
তোমার দুয়ারে পশি।
জানত জননি বরষ ধরিয়া,
বিষাদের গান কেবলি গাহিয়া,
শুধু অশ্রুজল হৃদয়ে বহিয়া,
দিবস নিশি—
ভ্রমিয়াছি আমি হাহাকার নিয়ে,
শুধু নিরাশার ভ্রূকুটী কুড়ায়ে,—
শত ব্যথিতের বেদন ছেনিয়ে
সকল দিশি।
নাহি ভাল হোক্, যা' এনেছি দেবি চরণতলে
তুলিয়া লহগো হাসি',

জননীর কাছে—দীন উপহার—মন্দ ব'লে
নহেতো ভস্মরাশি ;
ওগো নহেতো ভস্মরাশি।
তুচ্ছ হ'লেও কৃপাকটাক্ষে
সকলি সফল বাসি ;
তোর আকাশে ঘন অন্ধকারে,
অন্ধ ছিলাম এতকাল ধরে
এবে ঘুরে তোর পথে-প্রান্তরে
সমাজে মিশি—
যা কুড়ায়ে' আমি এনেছি জননি
নহেতো ভস্মরাশি।
শুনেছি তোমার দিক্‌দিগন্তে কাতর গান
গভীর মরম বাণী—
যুগযুগান্ত ধরিয়ে জননি নীরব ম্লান,
রবেনা ও মুখখানি ;

যত অশ্রুজল নয়নে বয়েছে,
যতবার হৃদি যাতনা পেয়েছে,
একজন দেবি, সকলি দেখেছে
করুণা মানি' ;
ছুটেছে তাঁহার স্নেহমণ্ডিত
কল্যাণ-রাশি চিরবাঞ্ছিত,
সঞ্চিত-তাপ হও বিস্মৃত
শান্তি আনি'।

মলিন বদন শত তাড়নার গভীর দাগে,
কৃশ দুর্ব্বল তনু—
গগনে তোমার উষা দেখা যায়, রক্তরাগে
উঠিছে দীপ্ত ভানু ;
ওগো উঠিছে দীপ্ত ভানু।

খণ্ড সন্তান ঘুচাতে বেদনা
মেখেছে চরণ রেণু।
শত বরষের শত শোচনার,
এনেছি তাদের নয়ন আসার,
চরণে তোমার দিতে উপহার,
আর কিছু নাহি পেনু—
ঘুচিল বুঝিবা বিষম আঁধার
উঠিছে দীপ্ত ভানু।

স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা।

——(o)——

স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে, বঙ্গদেশে কেন এই ভারতবর্ষে একটী নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও স্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বদেশের প্রকৃত হিতসাধনের চেষ্টায় সমুৎসুক কম লোকই পাওয়া যাইত। সভা, সমিতি করিয়া বক্তৃতা দিবার লোকের অভাব ছিল না সত্য, কিন্তু তাহা কেবল বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল; বক্তা বক্তৃতা করিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ করিলেন বলিয়া মনে করিতেন, শ্রোতৃবৃন্দও শুনিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেন। ইহা যে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, স্বীয় জীবনের দ্বারা ইহার সফলতা দেখাইতে হইবে, তাহা অনেকেরই মনে আসিত না। একটী উদাহরণ দ্বারা কথাটা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইব। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশের কোনও জেলার একজন কংগ্রেসওয়ালা উকীল বাবুর সহিত আমার এই সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছিল। আমি অবশ্য স্বদেশী বাবুর পক্ষপাতী; যখনই কোনও দেশীয় বস্ত্র বাহির হইয়াছে সংবাদ পাইয়াছি, তখনই তাহা ব্যবহার করিবার অন্ততঃ চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করিয়া পুলকিত হইবার ইচ্ছাটা আমার বহুকাল হইতেই

হৃদয়ে জাগরূক। ইহা আমার স্বভাব; ইহার মধ্যে প্রশংসার কথা কিছু নাই। যখন ঐ স্থানে যাই তখন আমি কুঞ্জ বিহারী সেন কোংর দোকান হইতে ১ থান ফরিদপুরের ছিট আর ২ জোড়া দেশী মোজা কিনিয়া লইয়া গিয়াছিলাম; তখনকার মোজাগুলি রঙ্গিন এবং মোটা কিন্তু বড়ই টেকসহি ছিল। কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম,—"এই দেখুন, আমার গায়ের কোট, দেশী ছিটের তৈয়ারী, ২।০ টাকা খরচ হইয়াছে; আজ ৩ বৎসর ব্যবহার করিতেছি, ইহার কিছুই হয় নাই।" তিনি বলিলেন,—"বটে একি দেশী ছিট! কোথাকার?" আমি বলিলাম,—"ফরিদপুরি।" তিনি বলিলেন,—"দেশী ছিট এমন হয় এ আমার ধারণা ছিল না।" আমি বলিলাম,—"চেষ্টাও বোধ হয় করেন নাই।" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"প্রয়োজন বোধ করি নাই!" আমি বলিলাম,—"আমার কাছে আর একটা নূতন থান আছে, দেখিবেন?" তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। তারপর মোজা দেখাইলাম। "মোজাও দেশী হয়েছে?" বলিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন; তারপর আমি পা হইতে মোজা খুলিয়া দেখিতে দিলাম, তিনি দেখিয়া বলিলেন,—"Yes, but it is too course to be worn by a gentleman." আমি হাসিয়া বলিলাম "তবে আমাকে আপনি ভদ্রলোক স্বীকার করিতে নারাজ?" তিনি একটু অপ্রতিভ হইয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"Oh! excuse me, excuse me, I didn't mean it, তা নয়, তা নয়; আপনি কিছু মনে করিবেন না!" আমি বলিলাম,—"না আমি মনে কিছুই করি নাই, যখন দেশী গেঞ্জি প্রথম বাহির হয় তখন তাহার আকৃতিটা ঠিক মানানসহি ছিল না; আমি তাহা গায়ে দেওয়াতে অনেক বন্ধু আমাকে ঠাট্টা করিয়াছেন, তাও আমি কিছু মনে করি নাই। তবে দেখুন—বাবু, আপনারা স্বদেশ কংগ্রেসাদির সভ্য, অথচ দেশীয় শিল্পের প্রতি আপনাদের হতাদর দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হয়, দেশের শিল্পের যদি জোর করা না হয়, তবে দেশের হিত কিসে হইবে? দেশের প্রস্তুত জিনিস মোটা হইলেও তাহা পরিয়া ভদ্রলোক না হওয়া বিদেশীর জিনিষে ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাক হওয়া অপেক্ষা ভাল বোধ করি।"

বাবু আবার আমাকে বলিলেন,—"আপনি আমার কথাটাকে insult বলিয়া নিয়াছেন দেখ্‌ছি; আমি আপনাকে mean করি নাই, আবার

বলি excuse me ! ' আমি বলিলাম,—' সত্যি আমি কিছু মনে করি নাই, তবু বলি আপনাকে excuse করিতে পারি যদি আপনি আমাকে বলেন, আজ হইতে দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে আপনি চেষ্টা পাইবেন।"

"Most gladly" বলিয়াই তিনি বলিলেন,—"তা করিব ! এই ছিটগুলি তো বেশই !" অনেক কথার পর আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন আমার সেই ছিট দেখিয়া সেখানকার একজন দর্জ্জি আমার দ্বারাই কয়েক খান ছিট আনাইয়া লয় ! তাহাদেরও এ ছিটের অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল না !

সেই জেলাতেই আমি দেশী মিলের কাপড় অনুসন্ধান করিয়া বহুকষ্টে এক মাড়োয়ারীর দোকানে ২ জোড়া কাপড় লই ; মাড়োয়ারী বিনা লাভে আমাকে ঐ কাপড় দিয়া অব্যাহতি পাইল ! কারণ সে বলিল,—"বাবু সাহেব, নমুনা স্বরূপ ৩ জোড়া দেশী কলের কাপড় ছয় মাস পূর্ব্বে আনিয়াছিলাম, অনেক কষ্টে একজোড়া একটা লোককে বিক্রী করেছি, আর দুজোড়া পড়িয়াই আছে ! বাবুরা মোটা বলিযা কেহ লইতে চান্ না " সে জন্যও আমি তথাকার স্থানীয় বাবুদিগের কাহাকেও দুকথা বলিতে ছাড়ি নাই ! সেই একদিন ; আর এই একদিন ; আজ দেখিতেছি সে জেলায় কত শত দোকান দেশীয় জিনিসের, কত দেশীয় জিনিস সেখানে প্রস্তুত হইয়া প্রশংসার্হ পর্য্যন্ত হইয়াছে !

দুই বৎসর পূর্ব্বে যেখানে আমরা উদ্যোগ করিয়া স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া সাধারণের সহানুভূতি অভাবে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, আজ সেই স্থানে বিদেশীর পসারই একবারে মাটি এবং সেই স্থান (চাঁদপুর) স্বদেশী সম্বন্ধে কার্য্যকারিতায় বঙ্গের শ্রেষ্ঠ স্থান সমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এই সব দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই স্বদেশী আন্দোলনের অন্তরালে ভগবানের মঙ্গল-হস্ত নিহিত আছে ; তাঁহারই প্রেরণায়, তাঁহারই ইচ্ছায় ২২শে শ্রাবণ তারিখে বঙ্গদেশের এই নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহারই ইচ্ছায় অশেষ বাধা বিঘ্ন ইহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং হইতেছে ; আবার তাঁহারই ইচ্ছাতেই এই সমুদায় বাধা বিঘ্ন তৃণের ন্যায় এ উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। সাধক সাধনা আরম্ভ করিলে সাধনের দেবতা ভক্তের ঈপ্সিত সিদ্ধি প্রদানের পূর্ব্বে তাহাকে নানারূপে

পরীক্ষা করেন, আমরাও সেই পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াছি, পড়িতেছি এবং পড়িব। সে সময় আমাদিগের চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। হৃদয়ে বল বাঁধিয়া, সাহস আশ্রয় করিয়া ভগবানের চরণ স্মরণ পূর্ব্বক পুরুষের মত বাঁচিতে মরিতে হইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া অকারণে বিপদকে আহ্বান করিবার প্রয়োজন আমি দেখি না। বণিক্জাতি রাজশক্তি স্বদেশীয় বণিকদিগের স্বার্থ হানিকর এই স্বদেশী আন্দোলনকে কখন প্রকৃত ভাল ভাবে দেখিবেন সে বিশ্বাস বড়ই কম, কিন্তু তাহা হইলেও রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ যাহাতে উপস্থিত না হয়, সে দিকে আমরা যতদূর দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে পারি সে দিকে দৃষ্টি রাখা অসঙ্গত নহে। অবশ্য যেখানে আমরা বুঝিতে পারি, যে রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ না করিয়া আমাদের চলা অসম্ভব, সেখানে অবশ্য তাহা করিতে হইবে। কিন্তু সময়াসময় তাহা না করিয়াও যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারা যায়, তবে বৃথা গোলযোগ না বাধালেই কি ভাল হয় না?

তারপর এ বিষয়ে আমাদের এক্ষণে কতকগুলি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন স্বদেশী আন্দোলন এক বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছে, ইহার বর্দ্ধন, রক্ষণ ও পোষণ বিষয়ে কতকগুলি ধারাবাহিক নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যেন কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করি। নতুবা যাহার যেমন ইচ্ছা সেইভাবে কার্য্য করিতে গেলে, নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম ইহার আবশ্যকতা ছিল বটে; যিনি যেমন করিয়া পারেন লোকের হৃদয়ে স্বদেশের শিল্পের প্রতি, স্বদেশের দুর্দ্দশার পক্ষে একটা উদ্দীপনা জাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এখন সেই উদ্দীপনা যাহাতে অব্যাহত থাকিয়া প্রকৃত কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টার প্রয়োজন। ইহা করিতে হইলে, একটা বাঁধা-পথ অবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমরা একজন নেতার অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে এখনও সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হই নাই। এই স্বদেশী সভা সমিতিতে অনেক স্থানে দেখিয়াছি যে, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রত্যেকেই বক্তৃতা দিবার জন্য একটা বেশী রকম আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতা দিবার শক্তি তাঁহার থাকুক বা নাই

থাকুক, স্বরের মাধুর্য্যের যতই কেন তাঁহার অভাব থাকুক না কেন, পূর্ব্ব রজনীর চর্ব্বিতচর্ব্বন তিনি যতই করুন না কেন, তবু তাঁহার একটা বক্তৃতা শ্রোতৃ-মণ্ডলীর স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া চাই-ই। নতুবা তিনি যে এই সভার একজন একটা কিছু, এই আন্দোলনের একজন কর্ম্মীপুরুষ, পাছে তাহা কেহ বুঝিতে না পারে। ইহাদের সম্বন্ধে বেশী বলিবার প্রয়োজন দেখি না; তবে ইহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের বক্তৃতা প্রবৃত্তিটাকে সংযত করিয়া কার্য্যপ্রবৃত্তির মাত্রা দ্বিগুণ করিয়া দিলে তাহাতে সকল পক্ষেরই উপকার হইতে পারিবে। তারপর আর একদল বক্তা আছেন, যাঁহারা দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধে বিবেচনা একেবারেই করেন না। আমি এখানে আসিয়া দুদিন বক্তৃতা দিয়া চলিয়া গেলাম, কিন্তু আমি যে উত্তেজনা জন্মাইয়া দিয়া যাইতেছি, তাহাতে ভাবী ফল কি হইতে পারে, স্থানীয় অধিবাসী বর্গের তৎকালে কোন বৃথা অসুবিধার মধ্যে ফেলিতেছি কি না, এ দায়িত্ব বোধ তাঁহাদের নাই।

আমি আজ অমুক স্থানে আসিয়া "ঢাল তরোয়াল লইয়া নেহাতপক্ষে দা, বঁটি, ছুরী লইয়াও সাহেব তাড়ানর কাজে লাগো ভাই সব" বলিয়া আবেগময়ী, জ্বালাপূর্ণ এক বক্তৃতা দিয়া আগুন জ্বালাইয়া গেলাম; তাহার ফলে যত স্কুলের ছেলে আর নব্য যুবকবৃন্দ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আদেশ পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যদি ছুরী, বঁটি লইয়া সরকারী কর্ম্মচারীদলকে খোঁচাইতে থাকে, তবে তাহার ফলে দেশের উদ্ধার যত হউক আর না হউক, উত্তেজিত দিগের যে ফৌজদারী আইনের তলে নিষ্পেষিত হইতে হইবে এবং তদানুসঙ্গিক অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, এ জ্ঞান আমার থাকা উচিত। বলা বাহুল্য, এইরূপ উত্তেজনায় আমাদের উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্রও সিদ্ধ হইবে না, বরং তাহাতে অনাহুত বাধা আসিয়া উপস্থিত হইবে, অথচ কতকগুলি লোকের কষ্ট ও অসুবিধা হইবে এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের অন্তর ও বাহ্য উভয় স্বার্থে আঘাত লাগিয়া, তাঁহারাও এই আন্দোলনই যত নষ্টের মূল বলিয়া ইহার প্রতি বিরক্ত হইবেন।

এইরূপ বক্তার অস্তিত্ব কাল্পনিক নহে তাহা বলা বাহুল্য। তারপর একজন বক্তা আজ যে ভাবে কার্য্য করিতে পরামর্শ দেন, দুদিন পরে যদি আর একজন আসিয়া তাহা হইতে অন্যভাবে চলিবার উপদেশ দেন,

তাহা হইলে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা আসিয়া পড়িলে, সেজন্য তাহাদিগকে বেশী দোষী করা চলে না। এইরূপই যে না হইয়া থাকে তাহা নহে। আমার বিবেচনায় এ বিষয়েও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

* * * * * *

স্কুলের ছেলেদের এই আন্দোলনে কিরূপভাবে যোগদান করা উচিত এ বিষয়টাও বিশেষরূপে অনুধাবন-যোগ্য। এ বিষয়েও অনেকের অনেক রূপ মত আছে; বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে অধিক আলোচনা সম্ভব নহে। এই প্রবন্ধলেখক শিক্ষা বিভাগে ভুক্ত হওয়ায় এ বিষয়ে বাহুল্যরূপে আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করিবার ইচ্ছা তাঁহার আছে এবং তদ্বিষয়ের সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার দাবীও বোধ হয় তিনি করিতে পারেন। তবে সংক্ষেপতঃ এই কথা আমি বলিতে চাই, কোনও অবস্থাতেই তাহাদিগকে শাসন-গণ্ডীর বাহিরে যাইতে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য নহে। বালকগণের পক্ষে নিয়মানুবর্ত্তিতা অন্ন-পানের ন্যায় প্রয়োজনীয়। সুতরাং তাহা কোনও ক্রমেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। বালকগণের এই কার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেশী রকম যোগ দেওয়া সঙ্গত কি না, তাহার বিচার আমি এক্ষণে করিতেছি না, তবে বালকের অভিভাবক যদি তাঁহার পোষ্যকে তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেশী নিশানা রাখিতে চান, তবে বালককে তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে উৎসাহিত করা এবং সেই বালকের নিকটেই তাহার অভিভাবকের নিন্দা ও ঠাট্টা করা আমি কখনই সংগত বোধ করি না। যে বিদ্যালয়ে বালক অধ্যয়ন করিতেছে, সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় যদি এই আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করেন, তবে সে ক্ষেত্রে অভিভাবকেরও কর্ত্তব্য নহে, যে বালককে সে আদেশ অমান্য করিতে ইঙ্গিত করেন। তাঁহার যদি তাহাতে আপত্তির কারণ থাকে, তবে তাহা লইয়া শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে তিনি বিচার করিতে পারেন, শিক্ষক মহাশয়কে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে তাঁহার পোষ্যকে কখন যেন তিনি প্রশ্রয় না দেন; বরং তাঁহার চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে বালক অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহা মান্য করে; অথবা বালককে তিনি সেই বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারেন।

আমার এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি মনে মনে এই ধারণা একবার পোষণ করে যে, সে নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে, তাহাতে বাধা দিতে কেহ পারে না, তবে তাহাকে শেষে সংযত করা বড় কঠিন হয়। এক বিষয়ে শিক্ষক, কি অভিভাবক, কি অন্য গুরুজনকে অবহেলা করিতে পারিলে, সে অন্য বিষয়েও তাহা করিতে পারে। কিন্তু আমি ছাত্র-জীবনে সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা এই উভয় গুণকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করি; এতদ্দ্বারাই মানবজীবন গঠিত হয়, এতদ্দ্বারাই মানবজীবন সহস্র সহস্র প্রলোভন হইতে, অবিমৃষ্যকারিতা হইতে রক্ষা পায়। এই গুণ বাল্যে অভ্যস্ত না হইলে শেষে প্রবৃত্তি-স্রোতকে বাধা দেওয়া বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে!

ছাত্রবৃন্দ দেশের আশা-ভরসা-স্থল। তাহারাই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান। সুতরাং তাহাদিগের চরিত্র যাহাতে সুগঠিত হয়, তাহারই চেষ্টা সর্ব্বান্তঃকরণে করা প্রয়োজন। উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দানে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। নিয়ম সংযমের গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া, তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দ্বারা সুপরিচালিত করিলে তাহাদিগের দ্বারা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবার আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাদের ভাব-প্রবণ-হৃদয় একবার সংযম ও শৃঙ্খলের বন্ধন মুক্ত হইয়া প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিয়া গেলে তাহা পুনরায় ফিরাইয়া আনা বড় সহজ হয় না। এই জন্যই তাহাদিগকে চালাইয়া লইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। হুজুগে নাচাইয়া দিয়া তাহাদিগের দ্বারা কোন কোন উদ্দেশ্য সফল করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেগুলি অনেকটা বাহিরের কাজ বলিয়াই বোধ হয়। আসল কার্য্য সাধনে চরিত্রের দৃঢ়তা, সংযম, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতির বিশেষ আবশ্যকতা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা অবিলম্বে দেশ হইতে ইংরাজ তাড়নের ধারণা মনে মনে পোষণ করেন, তাঁহাদের স্বদেশভক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেও, তাঁহাদের বুদ্ধির বেশী প্রশংসা করিতে পারি না।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এ পর্য্যন্ত স্বীয় লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থার কোনও চিহ্নই আমি দেখিতে পাইতেছি না। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নিকট আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম,

এখন তাহা কিছুই পাই নাই, তাঁহারাও প্রধানতঃ পরীক্ষা ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত আছেন; তবে যে সমুদয় মহদ্ব্যক্তি ইহার মধ্যে আছেন, তাঁহাদের যোগ্যতা বিবেচনায় এখনও আমরা একটুও নিরাশ হই নাই; ধীরভাবে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতেছি এবং ভবিষ্যৎ আশার অপেক্ষা করিতেছি।

শারীরিক সামর্থ্যের সঞ্চয় উদ্দেশ্যে নানা স্থানে নানারূপ প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহারও একটা বিশেষ নিয়ম প্রণালী আছে কি না—বিশেষ অবগত নহি। দৈহিক উন্নতি যে সর্ব্বাবস্থাতেই প্রয়োজনীয়, একথা বাতুল ভিন্ন অন্য কেহ অস্বীকার করিবে না; তবে তার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের উন্নতিও সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়। বালকগণের দৈহিক উন্নতির ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের উপায়ও বিশেষরূপে করিতে হইবে। নতুবা চরিত্রকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্তে ছাড়িয়া দিয়া কেবল দৈহিক বলের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে, তাহা অনেক অকল্যাণেরজনক হইবে, এ আশঙ্কা করা অন্যায় নহে। ছাত্রজীবন গঠনে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের প্রণালী বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, সেইরূপ স্নেহ মমতার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে সংযম নিয়ম পালনে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহারা ক্রমশঃ প্রকৃত উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নেতৃবৃন্দের অনেকের সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই। অদ্য প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, সুতরাং এ বিষয়ে আরও নানা গুরুতর সমস্যার কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

——(০)——

পোয়ে।

পোয়ে অর্থে নাচ, গান, আমোদ, প্রমোদ। আমাদের দেশে প্রচলিত থিয়েটার, যাত্রা, নাচ, বাউলের গান, কবি প্রভৃতি যত প্রকার আমোদ প্রমোদ আছে, বর্মায় সমস্তই পোয়ে নামে অভিহিত। কোন কোন ইংরাজী গ্রন্থকার Dramatic Performance বলিয়া পোয়ে শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে পোয়ের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না, কেননা বর্মায় Marionette Display বা পুতুল নাচও পোয়ের অন্তর্গত।

পোয়ে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার। আমরা এস্থলে তাহার কয়েকটী মাত্র বর্ণনা করিতে চেষ্টা পাইব।

* * * *

বাঙ্গালীর বাটীতে বিবাহ, উপনয়ন, পূজা প্রভৃতির পর যাত্রা, থিয়েটার, নাচ, ইত্যাদি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজন হয়। বাটী সুসজ্জিত হয়, বন্ধুবান্ধব সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন ও আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে। বাটীর কর্ত্তা সকলকে সঙ্গে করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে বসেন। বর্ম্মা দেশে বিবাহ ইত্যাদি কোন আনন্দের কার্য্য উপলক্ষে পোয়ের আয়োজন হয়। এখানে থিয়েটার দিবার উদ্যোগ হইলে যেরূপ তক্তা বিছাইয়া ষ্টেজ বাঁধা হয়, বর্ম্মায় পোয়ের জন্যও সেইরূপ দুই হাত উচ্চ বাঁশের মাচান প্রস্তুত করিতে হয়। মাচানটী প্রস্থে দুই হাত ও লম্বায় তিন হস্ত পরিমিত হইবে। এই মাচানের উপর একখানি মাত্র সিন চাপান থাকে। নীচে একটু দূরে বাদকের আসন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোলক, বাঁশের বাঁশী, করতাল প্রভৃতি। এখানকার ঢোলক বা তবলার একটু বিশেষত্ব আছে। তাহার আকার বৃহদায়তন হুঁকার বৈঠক বা শ্যাম্পেন গ্লাসের ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে বৈঠকের নীচের থালা অপেক্ষা তবলা বসাইবার গোলাকার কাষ্ঠখানি কিছু ছোট। তবলার খোলটী কখন বা কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং কখন সমস্তই কাংসনির্ম্মিত দেখা যায়। ইহা ব্যতীত আর একটী যন্ত্র আছে তাহা অতি চমৎকার। ইহা আমাদের এখানে, প্রচলিত জলতরঙ্গ বাদ্যের অনুরূপ। জলতরঙ্গ সাধারণতঃ দুই প্রকার, প্রথম কাঁচের বাটীতে জল দিয়া সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি ক্রমে সুর বাঁধিয়া লইয়া যাহা বাজান যায়; দ্বিতীয় ষ্টীলের চাদর হইতে সরু সরু লম্বা টুকরা কাটিয়া পাশাপাশি দড়ি কিম্বা তাঁৎ দিয়া শেষভাগগুলি আবদ্ধ করিয়া ঠিক ঐ প্রকারে সুর বাঁধা। বর্ম্মা দেশে ২য় প্রকার জলতরঙ্গ বাদ্য প্রচলিত। ইহাতে ষ্টীলের পরিবর্ত্তে বাখারি ব্যবহৃত হয়। এই টুকরাগুলি ১৫ ইঞ্চি হইতে পর্য্যায়ক্রমে ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা দেখা গিয়া থাকে। এই বাখারিগুলি কাঠের ফ্রেমে আঁটিয়া দুটী কাটি দিয়া বাজান হয়।

এইত গেল মঞ্চের ও বাদকের কথা। এখানে কিরূপে পোয়ে অভিনীত হয়, তাহা অনেকেই জানিতে উৎসুক হইতে পারেন। এই পোয়েতে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমস্তই স্ত্রীলোক। তাহারা একে একে মঞ্চের উপর উঠে ও নাচ গান করিতে থাকে। গানগুলি অবোধ্য কিন্তু যাঁহাদের বোধগম্য তাঁহারা ইহাতে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। নাচ বড়ই চমৎকার; যে নর্ত্তকীরা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময় মধ্যে অধিক অঙ্গভঙ্গী করিতে পারিবে, সেই উৎকৃষ্ট নর্ত্তকী বলিয়া পরিগণিত হইবে। পোয়ের গীতবাদকেরা সকলেই বেতনভোগী সুতরাং ইহার সহিত যে বিশেষ আর্থিক সংস্রব আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

সামান্য গৃহস্থের বাটীর সম্মুখে পোয়ের আয়োজন হইলে, যে যাহার বাটী হইতে চেটাই আনিয়া পোয়ে শুনিতে বসে। বাদকের নিকটে স্থান পাইবার আশায় অনেকে পূর্ব্বাহ্নে স্থান সংগ্রহ করিয়া রাখে। ক্রমে লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়ে। অপেক্ষাকৃত ধনবানের তত্ত্বাবধানে বসিবার স্থান প্রদত্ত হয়; এবং আলোকমালায় ও যুবক যুবতীর শোভায় চারিদিক পরিশোভিত হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করে। বাহিরে ইঁয়েগে বিলাই (চাই সোডা, লেমনেড, বরফ) পুরে পিয়াজো ইত্যাদি, ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে।

উল্লিখিত পোয়েকে Dramatic performance বা অভিনয় বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও যে চারি প্রকার পোয়ে সাধারণতঃ দেখা যায় তন্মধ্যে পুতুল নাচ ও অবৈতনিক পোয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত বৎসর যুবরাজ Prince of Wales যখন বর্ম্মা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সন্তোষবর্দ্ধনার্থে অভিনয় ও পুতুল নাচের একত্র আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে যুবরাজ যে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে না। সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা সকলেই একবাক্যে পোয়ের নিন্দা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে পোয়ে দেখিতে সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইতে পারেন বটে কিন্তু যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর দ্বিতীয়বার দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না।

পুতুল নাচেরও বিশেষ নিন্দা হইয়াছে। যে দড়ি দিয়া পুতুলগুলি নাচান হইয়াছিল, সে দড়িগুলি স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। সুতরাং ইহাতে সাহেবদিগের মনোরঞ্জন না হইবারই কথা। আমরা ইহা লইয়া বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু বর্ম্মার পুতুল নাচের সপক্ষে একটা কথা বলা যাইতে পারে, তাহা বোধ হয় অনেকেই চিন্তা করেন নাই। এই পুতুল নাচে পুত্তলিকাগুলির অঙ্গসঞ্চালনক্রিয়া এরূপ স্পষ্ট ও ভাবব্যঞ্জক হইয়া থাকে যে, তাহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। সুতরাং তাহ অন্যের চক্ষে যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন ভাবুকের নিকট অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। যেখানে অনুকরণেই কৃতিত্ব, সেখানে অনুকরণ যত উত্তম হয়, ততই সুখ্যাতির কথা।

অবৈতনিক পোয়ে পূর্ব্ববর্ণিত পোয়ে হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিম্ন বাঙ্গালায় সখের যাত্রা বা অপেরার ন্যায় বর্ম্মার এই প্রকার পোয়ের আদরও কম নহে। ইহাতে ষ্টেজ বা মাচান কিছুই আবশ্যক হয় না। রাজা, রাণী ও পারিষদবর্গের বেশ ধারণ করিয়া একদল বাদক সঙ্গে করিয়া আপিযো বা ব্রহ্ম দেশবাসী যুবকেরা বাহির হইয়া থাকে। রাজা চাপকানের মত একটা প্রকাণ্ড জামা, একটা পাজামা পরিধান করেন। রাণীও রাজোচিত বেশ ধারণ করেন। তারপর উভয়ে গীত গাহিতে গাহিতে পথ বাহিয়া চলিতে থাকেন। আমাত্যবর্গ গানের সহিত নাচিতে থাকেন, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই দর্শকের হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। এই পোয়ের পাণ্ডাদিগের অবস্থানুসারে পোষাক পরিচ্ছদ ও বাহ্যাড়ম্বরের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এখনও পল্লীগ্রামে যে ধাধাই বাহির হয়, তাহার সহিত এই পোয়ের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

* * * * * *

এই ভ্রাম্যমান অভিনয় ব্যতীত আর এক প্রকার পোয়ে বা তামাসা দেখা যায়। ইহাতে পুরুষগণ স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করেন এবং হাঁটুর উপর ভর দিয়া কুণ্ডলাকারে নৃত্য করেন। সাধারণের পথ পার্শ্বে, কখন কখন বা কোন ধনবানের গৃহে এই অবৈতনিক পোয়ের আয়োজন হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ নৃত্য অতি কদর্য্য, ইহা নৃত্য না

বলিয়া ব্যায়াম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং ইহার বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক।

পূর্ব্বে আমরা গৃহস্থের বাটীতে কোন উৎসব উপলক্ষে কিরূপ পোয়ে হয় তাহা বলিয়াছি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত জাতীয় উৎসব উপলক্ষেও পোয়ে হইতে দেখা যায়। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে জলদেবতার আরাধনার নিমিত্ত যে পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা শেষ হইলে পোয়ের উদ্যোগ হয়। পোয়ে অপেক্ষা এ পর্ব্ব অধিক কৌতুহলকর।

* * * * *

গ্রীষ্মের প্রাখর্য্যে যখন চারিদিক উত্তপ্ত হইয়া উঠে, আদৌ বারি বর্ষণ হয় না, প্রাণীকুল ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এবং মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তখন বর্ম্মায় এই পর্ব্বের আয়োজন হইয়া থাকে। ইহাতে তিথি, বার, নক্ষত্র বা অন্য কোন প্রকার শাস্ত্রীয় আচার রক্ষা করার আবশ্যক নাই। ফুঙ্গি বা সন্ন্যাসীরা অসহ্য গ্রীষ্মের সময় এই উৎসবের নিমিত্ত একটী দিন স্থির করেন। ঐ দিবস আপিয়ো বা যুবকেরা একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হয়, তারপর আপিয়েরা বা অবিবাহিত যুবতীরা তথায় উপস্থিত হয়। যুবকেরা ঢোলক, বাঁশী প্রভৃতি পোয়ের সময়ে ব্যবহার্য্য বাদ্যযন্ত্রাদি সমস্ত সঙ্গে লইয়া যায়, অধিকন্তু তাহাদিগের নিকট দুই হস্ত পরিমিত মধ্যভাগে দ্বিখণ্ডিত একটী বংশখণ্ড সংগৃহিত থাকে। এই বংশ দ্বারা তাহারা মধ্যে মধ্যে শব্দ করে, তাহাতেই তথায় জন সমাগম হয়। এই স্থানে একগাছা প্রকাণ্ড দড়া প্রস্তুত থাকে। উভয় দলের অধিকাংশ ব্যক্তি উপস্থিত হইলেই এই দড়ার একদিকে আপিয়েরা বা যুবকেরা, এবং অন্য দিকে লুপিয়োরা বা যুবতীরা ধারণ করে, ও তারপর একটী রীতিমত tug of war বা দড়া টানাটানি হইয়া থাকে। কখন কখন বা এক পক্ষ হটাৎ দড়া ছাড়িয়া দেয়, এবং তাহা উপলক্ষ করিয়া অনেক সুরহস্য পরিহাস চলে। এইরূপে তিনবার দড়া টানাটানি করা হইলে জয়—পরাজয় স্থির হইয়া যায়। তখন উভয় পক্ষই যে যাহার বাটী প্রস্থান করে। পথে যাইতে যাইতে তাহারা "লে লেইতে" (বাতাস বহিতেছে) "ইয়ে ফিসে" (জল হইবে ইত্যাদি প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে থাকে। যতদিন বরুণদেবের কৃপা না হয় ততদিন পল্লীতে পল্লীতে এই

উৎসবের অনুষ্ঠাণ হইয়া থাকে কিন্তু নিদাঘের প্রথমেই বৃষ্টিপাত হইলে [illegible] এই উৎসবের আয়োজন হয় না।

চীনের জাগরণ।

বহু শতাব্দীর জড়তার তমসাবরণ ভেদ করিয়া চীনের ভাগ্যসূর্য্য ধীরে ধীরে উঠিতেছে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও হৃদয়ের বল হারাইয়া চীনবাসী যে ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝার নিয়ে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, ভগবানের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে তাহারা সেই বোঝা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। আবার সেই মনুষ্যত্ব, নৈতিকবল, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে ভীরুতা ও কুসংস্কারদুষ্ট সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। ইংলণ্ড ও ইউরোপ চীনের মানসিক অবনতির জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী। অগ্নিবর্ষী কামান ও সুতীক্ষ্ণ তরবারির সাহার্য্যে দুর্ব্বল চীনদেশে তাহারা অহিফেনরূপ যে, কালকূট সঞ্চারিত করিয়াছিল, সেই গরল সংস্পর্শে চীনেরা নৈতিক ও মানসিক বল হারাইয়া নিজেদের সমাজবন্ধন দৃঢ়তর করিয়া কর্ম্মময় জগতে পঙ্গুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিল। কুটীল ইউরোপ বানিজ্য-ব্যপদেশে রণতরী, ধর্ম্মপ্রচারার্থ মিশনরী, ও তাহাদের রক্ষার জন্য সৈনিকপ্রহরীতে ক্রমে ক্রমে চীনের উপকূল ও অভ্যন্তর ছাইয়া ফেলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে চীনবাসীর অপমান-নির্য্যাতন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে।

কিন্তু কালের কি অপূর্ব্ব গতি! যে পতিত, পদদলিত, মর্ম্ম-পীড়িত, সেও ভগবানের অনুগ্রহে অনুপ্রানিত হইয়া সরল আততায়ীর দিকে ফিরিয়া বলে—এইবার সাবধান। তুমি দুর্ব্বল, আত্মরক্ষনে অক্ষম, অর্থ লোলুপ দুরন্ত শত্রু তোমায় পীড়ন করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে, তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া অনাহারে মারিতেছে, অসহায় দেখিয়া তোমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে—কিন্তু, নিশ্চয় জানিও, এমন একদিন আসিবে, যেদিন তোমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল সঞ্চার হইবে

বাহুতে শক্তি, এবং প্রাণে বিশ্বাস আসিবে। সেইদিন, আত্মশক্তিতে সজাগ, ক্ষমতায় অবিচল, প্রতিবিধীৎসায় বদ্ধপরিকর হইয়া জগতের সমক্ষে সেই আততায়ীর শাস্তি বিধান করিবে। সেইদিন কবে আসিবে কেহ জানে না। কে জানিত, যে শাতশত বৎসরের কুসংস্কার, ভীরুতা ও দৌর্ব্বলের তমসাবরণ ভেদ করিয়া, জাপানের সৌভাগ্যসূর্য্য অপূর্ব্বগৌরবে উদিত হইবে। কে জানিত, যে রুষের পদদলিত, অত্যাচারক্লিষ্ট, কাতর প্রজাসংঘ প্রচণ্ড রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়ের শোণিত-ধারায় স্বাধীনতার পথ মুক্ত করিবে। যে অলক্ষ্য শক্তিবলে, যে সঞ্জীবনমন্ত্রে প্রভাবে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল দেশে পরাধীন দুর্ব্বল জাতি অপূর্ব্ব অননুভূত প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতেছে, ভিতরের ব্রহ্ম সজাগ হইয়া তাহাকে মহত্তর কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে, সেই অলক্ষ্য শক্তি, আজ সুষুপ্ত নির্জ্জীব চীনকে ডাকিয়া বলিতেছে— 'উঠ চীন, জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হও—অহিফেন চণ্ডুর নেশা ছাড়, বেণী কাটিয়া ফেল, গীতবাদ্য ছাড়িয়া যুদ্ধবিদ্যা শেখ, মানুষ হও। তন্দ্রালস চীন ঐশী আহ্বান শুনিয়া, নিজের অবস্থা বুঝিল—সবেগে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইল।"

উনান নগরে জনৈক স্বদেশভক্ত কর্ম্মবীর তাঁহার স্বদেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য এক ওজস্বিনী প্রাণময়ী বক্তৃতার প্রচার করিয়াছেন। ইংলণ্ডের নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী এণ্ড আফ্টার্ নামক সংবাদ পত্রের চীনস্থ সংবাদদাতা মিঃ গাইল্স তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। বোধ হয় পৃথিবীর সকল ভাষায় এই জ্বালাময়ী বক্তৃতার অনুবাদ হইবে।

বক্তৃতার ভাবার্থ ঃ—

হায়, আজ আমাদের চীন সাম্রাজ্যের অবস্থা ভয়ানক ও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যতন্ত্র দুর্ব্বল ও নষ্টশ্রী হইয়াছে, বিদেশীরা অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়াছে, আমাদের দেশ ক্রমে ক্রমে অপরের অধিকারভুক্ত হইতেছে, ক্ষমতা ধীরে-ধীরে লুপ্ত হইতেছে, ধনসঞ্চয় উত্তরোত্তর ক্ষয় পাইতেছে। এই জাতীয় ভীষণ দুর্দ্দিনে যদি আমরা সজীব ও সজাগ না হই, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভূমি শত্রুর করগত হইবে এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের উন্নতি ও উচ্চাভিলাষ সকলেই তিরোহিত হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা আপনাদের (আমার স্বদেশবাসীর) সমক্ষে আশা ও আগ্রহ সহকারে উপস্থিত করিতেছি। এই সিদ্ধান্ত কাল্পনিক বা আলস্য-প্রসূত নহে, ইহার প্রত্যেক বাক্য গভীর গবেষণা-প্রসূত, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী। আশা করি আপনারা ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া এতদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। সিদ্ধান্তের বিবরণ আমি একে একে বলিতেছি—অবধান করুন।

১। বর্ত্তমান চীনসাম্রাজ্যের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, এরূপ অবস্থা পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহার ঘটে নাই।—

অনেকদিনের কথা—যখন চীনেরা সাম্রাজ্যের অষ্টাদশপ্রদেশকে সমস্ত পৃথিবী বলিয়া জানিত, দেশান্তরের সংবাদ রাখিত না, বিদেশী বিধর্ম্মিগণ যখন চীন আক্রমণে আসে নাই, যখন আমাদের রাজ্যে আমরাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলাম, তখন রাজশক্তির সহৃদয়তায় রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি আনন্দ ও প্রসন্নতা বিরাজ করিত। আজ আর সেদিন নাই—ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে বলদৃপ্ত জাপান, উত্তরে রাজ্যলোলুপ রুষ, পশ্চিমে গৌরবে স্ফীতবক্ষ ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান ও মার্কিনগণ! উহাদের মধ্যে কাহারও সাম্রাজ্য আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তর কাহারও বা ক্ষুদ্রতর—কিন্তু সকলেই আমাদের অপেক্ষা বলশালী—সকলেই লোলুপনেত্রে আমাদের ধনসাম্রাজ্যের দিকে চাহিয়া আছে। এখন আর ক্ষুদ্র চীনকে সমগ্র পৃথিবী ভাবিলে চলিবে না, পুরাতন রীতি নীতি আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া নূতন উদ্যমে নূতন আয়োজনে বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিয়া ধীরে ধীরে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিতে হইবে।

২। রাজ্যের ভাল মন্দের সহিত প্রজামাত্রেরই ভাল মন্দের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। যদি রাজ্য নষ্ট হয়, প্রজামাত্রেই সপরিবারে বিনষ্ট হইবে।

ভ্রাতৃগণ ভাব দেখি, যে পরিচ্ছদ আমরা পরিধান করি, যে খাদ্য আমরা ভোজন করি, যে ধনে আমরা ধনী, যে গৃহে আমরা বাস করি, সেই অশন-ভূষণ-ধন-রত্ন কোথা হইতে আইসে? পিতামাতার নিকট আমরা এই জীবদেহের জন্য ঋণী; কিন্তু তাঁহারা কি নিজের মাংসদানে ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের জীবন রক্ষা করিতে পারেন? ভাই, ক্ষুধার সময় কে

মুখের কাছে অন্ন ধরে? পরিচ্ছদদানে কে লজ্জা নিবারণ করে? প্রয়োজনের সময় কে অর্থ আনিয়া দেয়? অবস্থানের জন্য কে গৃহ প্রদান করে?—এই আমাদের মাতৃভূমি। তবে বল দেখি, পিতামাতা অপেক্ষা মাতৃভূমি কি গরীয়সী নহে?—যদি মাতৃভূমি আমাদের না থাকিত, আমরা এক মুহূর্ত্ত বাঁচিতাম না। এই আদরের জন্মভূমি অন্যজাতির অধিকারভুক্ত হইলে আমাদের খাদ্য, পরিধেয়, অর্থ, গৃহাদি সর্ব্বস্ব তাহাদের হস্তগত হইবে—এবং আমাদিগকে নিঃস্ব ও অসহায় হইয়া তাহাদিগের কৃপাভিখারী হইয়া থাকিতে হইবে। এই দেখ, আনাম রাজ্য ফরাসীর অধীন হওয়ায়, আনামবাসী পরিচ্ছদের জন্য গৃহপালিত পশুর জন্য, এমন কি স্বীয় বাসগৃহে অবস্থিতির জন্য কর দিতে বাধ্য—না দিলে কিম্বা দিতে অস্বীকার করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে; আহা, অতি অল্পদিনেই দরিদ্র আনামবাসীর জীবনলীলা অবসান হইবে—ধনীর কোষাগার শূন্য হইবে। দশ বৎসর হইল আনাম স্বীয় স্বাধীনতা হারাইয়াছে, কঠোর দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে—এই অল্পকালের মধ্যেই তাহার অর্দ্ধাধিক অধিবাসীর ভবলীলা শেষ হইয়াছে—ওঃ কি ভয়ানক! এই বিদেশী বিধর্ম্মিগুলার কি ভয়ঙ্কর সংস্পর্শ! এইবার ভাব দেখি ভাই, যদি আমরাও আনামবাসীর ন্যায় স্বাধীনতা হারাই, আমাদেরও এই দুর্দ্দশা হইবে—আমাদিগকেও এইরূপ ধীরে ধীরে যন্ত্রণাকাতর হইয়া মরিতে হইবে।

এখনও উপায় আছে—এখনও আশা আছে—বন্ধুগণ, আমার বিনীত নিবেদন—একবার চাহিয়া দেখ, একবার দেশের ভয়ঙ্কর অবস্থার বিষয় চিন্তা কর, বুঝিতে পারিবে যে, নিজের ও পরিজনের রক্ষার জন্য রাজত্ব রক্ষা করিতে হইবে। তাই বলি বন্ধুগণ, রাজ্যরক্ষার চিন্তা ছাড়িয়া শুধু স্বার্থরক্ষার চিন্তা করিলে চলিবে না—রাজ্যের সহিত প্রজাবর্গেরই স্বার্থ বিজড়িত। যেরূপেই হউক, স্বার্থ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া, রাজ্যের স্বার্থ নিজের স্বার্থ ভাবিয়া একমনে এক প্রাণে বিপন্না জন্মভূমির কল্যাণ সাধনায় যত্নবান হও—আসন্ন বিপদ হইতে মাতৃভূমিকে উদ্ধার কর। যদি না পার, যদি সংকল্পচ্যুত হও, নিশ্চয় জানিও যে তোমার পরিজনবর্গ তোমার সহিত বিপন্ন হইবে।

এখন চাই কি?

শিক্ষা! শিক্ষা!! শিক্ষা!!!

বিদেশীদিগের সকলেই বেশ শিক্ষিত—ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, কৃষক, কর্ম্মকার, ব্যবসায়ী, এরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। আমাদের দেশের কুড়ি বছরের ছেলেরা যাহা পড়ে, এদের সকলেই তাহা পড়িতে পারে। দেখ—চাহিয়া দেখ—চীনপ্রবাসিনী ভিন্নজাতীয়া রমণীগণ কিরূপ শিক্ষিতা—ভ্রমণকালেও তাঁহারা পুস্তক ত্যাগ করেন না। যখন স্ত্রীলোকদের মধ্যেই শিক্ষার এত প্রাচুর্য্য, এত প্রভাব, তখন ইহাদের পুরুষের মধ্যে কেহই অশিক্ষিত নহে। ইহাদের শিক্ষাই কার্য্যগত শিক্ষা, ইহারা শিক্ষার প্রভাবে স্বরাজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছে। এই শিক্ষাবলে ইহারা বাষ্পীয় পোত, টেলিগ্রাফ, অস্ত্রশস্ত্র, কামান, গোলাগুলি প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থের আবিষ্কার করিযাছে। কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য কৃষিকলেজ রহিযাছে—কিরূপে যন্ত্র সাহায্যে সহজে ভূমি কর্ষণ করা যায়, কিরূপ রাসায়নিক সারসংযোগে জমি উর্ব্বর হইয়া চতুর্গুণ ফলপ্রদান করে—ইহাদের কৃষকেরা এই সমস্ত যথানিয়মে শিক্ষিত হয়। ব্যবসায়জ্ঞান যুদ্ধবিদ্যা শাসন ও বিচারকার্য্য, দর্শন ইত্যাদি গুরুতর দার্শনিকের বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র কলেজ পাঠাগার আছে। বিদেশীদিগের কাছে শিক্ষাই উন্নতির মূল মন্ত্র। কিন্তু হায়, চীনদেশে শিক্ষার অবস্থা—কি বিভিন্ন! এখানে কবি ও রচনানিপুণ ব্যক্তিই শিক্ষিতপদবাচ্য, জীবনের প্রকৃত উন্নতিবিধায়িনী শিক্ষা কেহই প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করে না। আমাদের মধ্যে সততা ও চেষ্টার সম্পূর্ণ অভাব—কেবল অর্থ—অর্থ—ধনসম্ভ্রমই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হস্তে বিচারকেরা ক্রীড়াপুত্তলী স্বরূপ, রাজকীয় কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত লোভী ও প্রজাপীড়ক। আবার যাহারা মানসম্ভ্রমলাভে বিফলমনোরথ, তাঁহারা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহেও অসমর্থ!

* * * *

অতএব আমাদের এ শিক্ষার ফল কি?—তাই বলি বন্ধুগণ, বিদেশীর ভাষা শিক্ষা কর, তাহাদের দীক্ষায় দীক্ষিত হও—বিদেশে গমন কর, যুদ্ধবিদ্যা মনোযোগের সহিত শিক্ষা কর—অহিফেন সেবন ত্যাগ কর, বেশী

কর্ত্তন কর, গৃহকোণ হইতে বাহির হইয়া জগতের সমক্ষে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা কর।

অনেকে বলে যে আমাদের পূণ্য মাতৃভূমিতে বিদেশী আসিয়া কেন তাদের ধর্ম্ম প্রচার করিবে? কেন দলে দলে বিদেশী বণিক আসিয়া বিদেশী পণ্যে আমাদের জন্মভূমিকে প্লাবিত ও কলুষিত করিবে? কেন আমরা তাহাদের অকারণ উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিব? সত্য বটে—জননী জন্মভূমির কল্যাণ কামনায় জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এইরূপ ভাবই মনোমধ্যে উদিত হয়। কিন্তু এক কথা—বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে হইবে! পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, বাণিজ্যসংক্রান্ত এবং সর্ব্ববিধ বিষয়ে সংযোগ রহিয়াছে। যদি আমরা আমাদের রাজ্যে বিদেশীর প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করি, পৃথিবীর সকল জাতিই আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইবে। মনে করিও না, আমাদের সাম্রাজ্য আয়তনে বৃহৎ বলিয়া, অন্যজাতির সমবেত শক্তির সহিত আমরা যুঝিতে সমর্থ হইব। আর এক কথা বিদেশীরা আমাদিগকে তাহাদের দেশে গিয়া কন্ফুসিয়াদের ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেয়, নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য করিতে দেয় কোন বিষয়ে আপত্তি করে না। শতসহস্র চীনযুবক বিদেশে বিদ্যা আহরণে গিয়াছে, শতসহস্র চীন-সন্তান বাণিজ্য ব্যপদেশে বিদেশে বাস করিতেছে, কিন্তু কোথাও তাহারা প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। আমাদের রাজ্যের রক্ষা আমাদের জাতীয় বল সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি আমরা বলবান হইতে পারি, পৃথিবীর কোন জাতিই চীন আক্রমণে অগ্রসর হইবে না। কিন্তু যদি আমরা এইরূপ মোহঘোরে অচৈতন্য হইয়া থাকি, যদি জন্মভূমির রক্ষার জন্য আমাদের শিরায় শিরায়, শোণিত প্রবাহ না ছুটে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও আমাদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইবে। বন্ধুগণ, উঠ, স্বদেশরক্ষায় ব্রতী হও—এই নির্জীব নিষ্পন্দ জাতির মধ্যে বল সঞ্চার কর—কি ভয় বিদেশীকে? তুমি বলবান হইলে কার সাধ্য তোমায় পীড়ন করে? কিন্তু যদি বলসঞ্চয় না করিয়া, বিদেশী বিধর্ম্মীর প্রতি অত্যাচার কর, তাহা হইলে বিদেশী সৈনিক আসিয়া তোমার দেশ প্লাবিত করিবে, বিপন্না মাতৃভূমির উপর

অমানুষিক অত্যাচার করিবে এবং এই অত্যাচারের শতগুণ প্রতিফল দিবে। তাই বলি বন্ধুগণ, চীনপ্রবাসী বিধর্ম্মীর প্রতি অত্যাচার না করিয়া ধীরে ধীরে অতি সাবধানে বল সঞ্চয় কর—চীনের লুপ্তপ্রায় গৌরব-গরিমা পুনর্ব্বার সমুজ্জ্বল হউক।

সাহচর্য্য-প্রেম। *

(১)

কোথা হ'তে—কে কহিবে কাহার বিধানে
অজ্ঞাত আশ্রয় হ'তে সংসার-নির্ঝর-স্রোতে
নেচে' নেচে' দু'টি শিলা—এ কোন বিচিত্র লীলা!—
একত্র মিলিল আসি' কেন' কেবা জানে!—
কোথা হ'তে কে কহিবে কাহার বিধানে!

(২)

কালক্রমে দেখি চে'য়ে—কিবা মনোহর!—
সেদু'টি পাষাণ ধীরে উচ্ছল প্রবাহ-নীরে
নিত্য পাশাপাশি রহি' শত প্রতিঘাত সহি'
অজানিত হ'য়ে গে'ছে অভিন্ন-অন্তর!—
কালক্রমে দেখি দৃশ্য নেত্র-সুখকর।

(৩)

তখন বহি'ছে প্রেম সংযুক্ত হিয়ায়!
একে আঘাতিলে পর অন্য কাঁপে "থর থর"।
একে ছিন্ন কর যদি অন্য তবে নিরবধি
অলোপ্য ক্ষতের চিহ্ন বক্ষে রাখি,'—হায়,
নীরবে কালের গর্ভে লীন হ'য়ে যায়।

---

* পূর্ব্বরাগহীন হিন্দুর প্রেম।—সম্পাদক।

মগ্নপ্রায়ের প্রতি

কে তুমি অভাগা অকূলের নীচে
যেতেছ ডুবি,
ঝরিছে নয়ন মুখেতে মলিন
বিষাদ ছবি।
কারে ডাক ডাক আকুলিত স্বরে
কে আসিবে হেথা উদ্ধার ত'রে?
এ কূল ও কূল দেখা নাহি যায়
কেবলি জল,
গর্জ্জি তর্জ্জি ছোটে চৌদিকে
উর্ম্মিদল।
এ ঢেউয়ের মুখে রাখা সুকঠিন
বুকের পাটা,
যে তরীর কর ভরসা তার ত
আধেক ফাটা।
এ তুফানে পদ বাড়াবেনা কভু
ভ্রান্তি তোমার ঘোচেনা যে তবু,
কার পথ দেখ? দুরাশা, মুছহ
নয়ন জল
মিছে ভরসায় ভরিয়া রেখনা
হৃদয়তল।
বাঁচিবি বাঁচিবি বাঁচিবি যদি রে
শোনরে বাণী;
দু'বাহু প্রসারি বারেক দেখরে
সাঁতার টানি';
যে ঢেউ তোমারে ডুবাইতে চায়
তারি'পর দেহ দেওরে ভাসা'য়
সহায় কেবল হৃদয় সাহস।

বুকের বল,
আপন পদের আঘাতে হটায়ে
উর্ম্মি চল।
নমিবে নমিবে এখনি দেখরে
উগ্র ফনা,
কার কত বল বুকের অচিরে
যাবেরে জানা;
আগে কেন মর ভয়েতে বৃথায়,
তুচ্ছ ভেবনা কভু আপনায়
ও বাহু বাড়ালে পাবে যে দেখিতে
সিংহের বল,
জানিবে বুঝিবে এখনি লভিবে
তট শ্যামল।

——(o)——

ভিক্ষা।

কত যে দিয়েছ নাথ ভাবিনে তা একবার,
যা তুমি নিয়েছ ফিরে তারি তরে হাহাকার।
এত দয়া পেয়ে তবু বুঝিনে তোমার দান,
কত পেয়েছিনু তাহা ভাবিনেকো ভগবান।
এখনো যা আছে মম তাও কি অধিক নয়,
আমি যা পেয়েছি তাহা পাইয়াছে ক'জনায়।
এত যদি দিলে তবে আরো কিছু কর দান,
যা পেয়েছি তাহে যেন পরিতৃপ্ত রহে প্রাণ।

পত্র।

(গল্প)

প্রিয়তম,

অনেকদিন হ'ল তোমার পত্র পেয়েছি, কিন্তু বিশেষ একটা কারণের জন্য উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল। তুমি রাগ করোনা—লক্ষ্মীটি! তুমিত আমার উপর কখনও রাগ কর না, তবে চিঠি দিতে দেরি হলে একটু রাগ হয় বৈকি! সত্যি, তুমি যদি চিঠি দিতে দেরি কর, তাহ'লে আমারও একটু রাগ হয়; কিন্তু রাগের চেয়ে দুঃখটাই বেশী হয়; আমি কি তোমার উপর রাগ কর্ত্তে পারি? ঐ না একটা গান আছে—

"তার উপরে হয় কিলো রাগ সই!
তার মুখটী দেখে, দুঃখটী টোটে, আপন হারা হই"

তা যা'ক যে জন্য আমার পত্র দিতে দেরি হ'ল, তা' শুনলে আমার উপর তোমার রাগ হবে না—কখনো না!

তুমি বোধ হয় আমার সইকে বেশ জান—সেই আমাদের পাড়ার মনোহর বাঁড়ুজ্যের মেয়ে—আহা! তার ছোট ভাজটী আজ চারদিন হ'ল মারা গিয়াছে। ছেলে মানুষ বড্ড ভালমানুষ ছিল; কেউ তাকে দেখতে পার্ত্তনা, তা ছাড়া স্বামীর আদর পেলেও মেয়েটা কিছুদিন বাঁচতে পার্ত্ত; তা এম্‌নি নিষ্ঠুর স্বামী, কখনও তার দিকে মুখ তুলে চায়নি। মেয়েটীর বয়স চৌদ্দ বৎসর। আহা তার ছল ছল মুখখানি সেই সুন্দর শ্রীখানি এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। বাড়ীর মধ্যে আমার সই তা'কে যা' একটু ভালবাসত তা' সেও আজ একমাস শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। মেয়েটা মারা গেল শুধু মনের দুঃখে। সেই সব দুর্ভাবনায় পত্র দিতে দেরি হয়ে গেল। আমি তাকে বড় ভালবাসিতাম!

মনোহর বাঁড়ুয্যের ছোট ছেলেটীর নামটী তোমার মনে আছে? কেমন একটা নাম, আমিও নামের মানে বুঝিতে পারি না। তার নাম অতীন্দ্র; সেই অতীন্দ্র যে বৎসর বি, এ, পাশ করে, সেই বৎসর তার বিয়ে হয়। শ্যামবাজারের গোকুল মুখুয্যেকে চেন কি? সেই কোন্, এক বড়

হৌসে কর্ম্ম করিত, চাকুরী যাওয়াতে বেচারী ছেলে মেয়েদের জন্যে ভেবে ভেবে মারা যায়। আহা চারুশীলা তার বড় মেয়ে! মনোহর বাঁড়ুয্যের সঙ্গে গোকুল বাবুর আলাপ ছিল। তাদের কষ্ট দেখে ও চারুশীলাকে সুন্দরী দেখে অতীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে। চারুশীলার দূর সম্পর্কীয় এক মামা কিছু সাহায্য করে। সইএর মার এ সম্বন্ধে আপত্তি ছিল, তিনি বলেছিলেন, —"ছেলে আমার তিন্‌টে পাশ,—সাত হাজারের কম নিয়ে ত বৌ আনব না।"

তা কর্ত্তার একান্ত জেদে বিয়েটা হয়ে যায়। তারা কিছু নগদ টাকা দিতে পারে নাই, আর দু একখানা নূতন গহনা ছাড়া, মেয়ের মা'র পুরানো গহনাগুলা দিয়াছিল—এই ত অতীর মা রেগে অস্থির; "ও বৌ আমি চাই না, ছেলের আবার বিয়ে দিব" এই বলে পাড়া মাথায় কল্লে; মনোহর বাঁড় য্যেও তেম্‌নি, বলে,—"আমার খুসী আমি যদি টাকা না লই ভদ্রলোকের মেয়ে আমি পছন্দ করে এনেছি তুমি অমন ধারা করোনা ব'লছি!" এই নিয়ে কর্ত্তা গিন্নীতে চটাচটি হয়ে গেল। গিন্নী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে,—"ওমা কোথায় যাব, বৌ ত নয়—শনি; যেমন এসেছে অমনি আমার সোনার সংসারে ঝগড়া ঢুক্‌লো।" সে দিন কিছু খেলে না তখন অতী এই সব দেখে মা'র পায়ে পড়ে, কত মিনতি করে, তবু মায়ের মন আর নামে না; যখন অতী বল্লে,—"মা এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি আমি কখনও বৌকে লব না" তখন মাগী খায় দায়।

এদিকে, কর্ত্তা ঐ সব শুনে অতীকে ডাকিয়ে বল্লে,—"দেখ বাপু, আগে আমি পরে তোমার মা। তুমি আমার উপর টেক্কা দিয়ে যে ওরূপ করিলে, সেটা আমার খুবই অপমান করা হয়েছে। লেখা পড়া শিখে যদি তোমার এইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান হয়ে থাকে, তবে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত; তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র। আমি ব্রাহ্মণ তোমার পিতা, তোমাকে কহিতেছি, তুমি এ জীবনে চিরদিন মনোকষ্ট পাইবে। তোমার ও তোমার গর্ভধারিণীর মুখ আর দেখিব না!" পরদিন সকালে সকলে দেখে মনোহর বাঁড়ুয্যে আত্মহত্যা করেছে! তখন সকলের লোলুপ-দৃষ্টি হতভাগিনী চারুশীলার উপরে পড়িল! হায় সরলা চারুশীলা! পিশাচিনী [illegible]! আমি সেইদিন সইয়েদের বাড়ী গিয়াছিলাম। সইএরা সব একটা

ঘরে কাঁদ্‌ছিল দেখে আমি সেদিকে গেলাম না। নীচে নাম্‌ব, এমন সময় দেখি সিঁড়ির ঘরের পাশের ঘরটায় একটা জানালায় বসে কে কাঁদ্‌ছে। আমি ঘরের মধ্যে গেলাম। সে চারু! তাহার মুখে ঘোমটা ছিল! আমি গিয়া ঘোমটাটা তুলিলাম,—আহা কি সুন্দর মুখখানি! কেঁদে কেঁদে আরও যেন সুশ্রী দেখাচ্ছিল! আমাকে তুমি সুন্দরী বল কিন্তু চারুশীলাকে যদি একটীবার দেখ্‌তে তা'হলে আমাকে বাঁদী ব'ল্‌তে! সেই একটা গান, তুমি প্রায় গাহিতে, সেই যে—

"বিকাশিয়ে মৃদু হাসিছে নলিনী সরে, বয়ানে তাহার রবির কিরণ ঝরে
তেমতি তুমিও সাজিয়াছ সখি, দু আঁখি বারিতে ভরে!"

* * * * *

তার মুখে তখন প্রভাত-সুর্য্যের আলো পড়িয়াছিল; তার তখনকার শ্রীখানি দেখে আমার বারবার ঐ গানটী মনে প'ড়ছিল! আমি তার ঘোমটাটী তুলে ব'ল্লাম,—"কাঁদছ কেন ভাই?" সে কহিল,—"তুমি কে?" নিজের আঁচল দিয়ে তার মুখখানি মুছিয়ে আমি বল্লাম্—"আমি তোমার দিদি হই। ছিঃ কাঁদ্‌তে আছে কি? চুপ কর।" চারু আমার হাত ধরে বল্লে,—"ওগো আমার মার কাছে পাঠিয়ে দাও। এরা আমাকে বড় বকে; ওরা আমার মাকে গালি দিতেছে। ওগো আমরা ত'এদের কোনও দোষ করি নাই!" হায়, হতভাগিনী চারু!

আমি কহিলাম,—"কেঁদোনা বোন্! আমি তোমার দিদি হই; আমাকে তুমি দিদি বলে ডেকো। তুমি আমাদের বাড়ী যাবে?" কাতরস্বরে চারু কহিল,—"যাব!" "তবে আমি আসছি" এই কথা বলিয়া আমি মার নিকট গেলাম; মাকে সব বলিলাম। মা তখন অতীর পিসিকে বল্লেন,—"তোমাদের নূতন বৌকে আমাদের বাড়ী লয়ে যাই। এখানে এই বিপদ—ও ছেলে মানুষ পরের মেয়ে।" অতীর পিসি বল্লে,—"বেশ ত!" তখন আমরা চারুকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এলাম্। সেইখানে তার সমস্ত পরিচয় পেলাম। আমি কহিলাম্,—"তোমার ত দিদি নাই—আমি তোমার দিদি হলাম্।" পরে তুমি যে ছবির এল্‌বাম দিয়াছিলে, তা থেকে ছবি দেখালাম্ ও রবিঠাকুরের ছোট গল্পগুলা পড়াইয়া শোনালুম। সে বেশ আশস্ত হইল; বলিল,—"আমি ওদের বাড়ী যাব না—তোমার

কাছে থাকব।” আমি ব’ল্লুম, –“পাগলী মেয়ে, তোর বর তা’হলে কি ব’ল্‌বে ?”

এইরূপে কিছুদিন গেল। চারুর মা গরীব লোক, কাজেই চারু শ্বশুরবাড়ী থাকৃত। সে ক্রমে বাড়ীর সব কাজ ক’র্‌ত; তাকে জব্দ কর্‌বার জন্ত গিন্নী তাহাকে দিয়া রান্না বান্না পর্য্যন্তও কোন কোন দিন করাইয়া লইত। তখন তার বয়স তের বছর মাত্র। মা একদিন বলেছিলেন,—“এইটুকু মেয়ে অত কাজ পার্ব্বে কেন ?” অতীর মা বল্লে, ‘যদি না পার্ব্বে, ত ওর মা আমার বাড়ী বে দিলে কেন ?”

মাগী ত এইরূপ উঠিতে বসিতে তাহাকে জ্বালাতন করিত। সই তাকে ভালবাসিত; সে এর জন্য তার মার সঙ্গে ঝগড়া করিত। বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে, চারু একবার দিনকয়েকের জন্য বাপের বাড়ী যায়; এক মাস পরেই আবার শ্বশুরবাড়ী আসে, আসিয়া দেখিল, শাশুড়ী তার সঙ্গে কথা কহে না, ওদিকে স্বামী, সেও বড় কথা কহে না। যা একটু সই আদর যত্ন ক’র্‌ত; আমিও তখন ওখানে, সইও শ্বশুর-বাড়ীতে। তার ত দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, খাবার সময় একটা ঝি শুধু কাছে বসে থাকত। কোনও দিন খাওয়া হ’ত, কোনও দিন বা হ’ত না।

আমি এখানে এসেছি ক’দিন হ’ল ? প্রায় পনর দিন না ? হাঁ, তাই বটে ! আমি এখানে যেদিন আসি, তাহার পরদিন দুপুরবেলা সইয়েদের বাড়ী যাই ; দেখি চারু খাওয়া দাওয়া করে আপনার ঘরে শুয়েছে, গিন্নীটিন্নী সকলে ঘুমুচ্ছে। আমি চারুর ঘরে গেলাম ; আমাকে দেখিয়া চারু অল্প হাসিয়া উঠিয়া বসিল, কহিল,—“দিদি এসেছ ?” আমি বসিলাম ; তখন চারু বল্লে,—“দিদি তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে !” আমি কহিলাম,—“কি ?” চারু মাটির দিকে মুখ করিয়া বলিল,—“দিদি !” আর কিছু বলিল না, তাহার চোখ থেকে দু’ফোঁটা জল প’ড়্‌ল। আমি হাত দিয়া তার মুখখানি ধরে বল্লাম,—“হ্যালা অতী তোকে ভালবাসে ?” সে কিছু বলিল না—ঘাড়টী হেঁট করিয়া রহিল। আমি কহিলাম,—“বল না !” চারু গম্ভীরস্বরে কহিল,—“হুঁ !” আমি চাহিয়া দেখি, তাহার দুটী চোখে আবার দুইটী ফোঁটা জল ! আমি ডাকিলাম,—

"চারু!" চারু আমার বুকে মাথা রাখিয়া কহিল,—"কেন দিদি?" আমি কহিলাম,—"বল্ না চারু, কি ব'লবি ব'লছিলি, বল্ না!" "কি আর ব'লব দিদি?" কিয়ৎক্ষণ পরে চারু কহিল,—"তবে শোন দিদি, তোমার কাছে ব'লব না ত, কার কাছে ব'লব? পরশু ওঁর অসুখ করেছিল—রাত্রি দশটার পরে আমি যখন শুইতে আসিলাম তখন দেখি উনি বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন; আমি নিকটে বসিয়া উঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম, উনি বলিলেন,—"কে? চারু?" দিদি সেইদিন আমি প্রথম উঁহার মুখে আমার নাম ব'লতে শুনিলাম; আমি কিছু বলিলাম না—উনি কহিলেন,—"চারু! আমার বড় মাথা জ্বালা করিতেছে, তুমি হাত বুলাইয়া দাও।" আমি উঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। দিদি, সেদিন আমার যে সুখ হয়েছিল, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? দিদি, বুঝি মনের দারুণ উত্তেজনায় আমার চোখ হইতে এক ফোঁটা জল উঁহার কপালে পড়িয়াছিল! উনি আমাকে বলিলেন,—"চারু কাঁদ্‌ছ?" আর কি বলিব দিদি? তখন, উনি বড় আদরে, বড় সোহাগে আমার মুখ, আপনার মুখের উপর টানিয়া লইলেন,—তাহার পরে বলিলেন,—"চারু তোমাকে কি বলিব? মন কেমন হুহু করিতেছে? বাবা আমাকে বড় কঠোর অভিশাপ দিয়াছেন; চারু আমি বড় পাষাণ—আমি একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছি—তোমাকে এ জীবনে সুখী করিতে পারিব না। চারু, আমাকে তুমি ক্ষমা কর, আমি প্রাণত্যাগ করিব। আর এ জ্বালা সহিতে পারিতেছি না! তোমার মুখের দিকে চাহিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়! মা'র কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—উঃ কি ভীষণ! কি ভীষণ! চারু, আজ একবার, তোমার গলা ধরিয়া কাঁদিতে দাও!" এই কথা বলিয়া তিনি আমার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—"চারু, আজ আমার পার্শ্বে নিদ্রা যাও! আমি নিষ্ঠুর, তুমি ত আমার স্ত্রী! এ জীবনে আমাদের উভয়ের সুখ অসম্ভব!" তিনি শয়ন করিলেন,—আমিও তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া নিদ্রা গেলাম! দিদি সেই পার্শ্বই আমার স্বর্গ। তারপর কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখি, উনি বিছানার উপরে বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া

রহিয়াছেন! আমি লজ্জায় মুখের ঘোমটা টানিয়া দিলাম; তিনি সে ঘোমটা টানিয়া আমার মুখে বারবার স্নেহ-চুম্বন করিলেন--দিদি তখন আমার মনে হইয়াছিল বুঝি স্বর্গ আর কোথাও নাই! আমি কহিলাম,—"ছিঃ ছেড়ে দাও, কেউ দেখতে পাবে!" তখন তিনি বলিলেন,—"চারু, চারু, এই শেষ!" আমি তখন কিছু বুঝিলাম না। তাহার পর, কাল সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি আর তাঁহাকে গৃহে দেখিতেছি না; শুনিলাম তনি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন। দিদি আমার মনে কত ভাবনার মহাবোঝা নামিয়াছে—আমার কেমন মনে হয়! আমি তাহাকে প্রবোধ দিলাম।

তাহার পর, বাবার জ্বর হয়, সেইজন্য তাহাদের বাটী যাইতে পারি নাই। পরশু দুপুরবেলা গিয়াছিলাম,—হায়, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি যাইয়া দেখি অতীর মা বসিয়া রহিয়াছেন, ও পার্শ্বে বড় বৌ বিষন্নমুখে বসিয়া! আমি যাইতে বড় বৌ কাঁদিয়া উঠিল; গিন্নী বলিল,—"কি লা সুরি, কার কাছে এসেছিস্?" আমি কহিলাম,—"ছোট বৌ—" গিন্নী বলিল,—"সে কাল রাত্রে মারা গিয়েছে।" বুঝি আমার মস্তকে বজ্র পড়িলেও আমি অধিক বিস্মিত হইতাম না। আমার মনে হইল, সব মিথ্যা! জগৎ মিথ্যা! চারু মিথ্যা! আমার যেন বিশ্বাস হইল না! আবার কহিলাম—"কে মারা গিয়াছে?" গিন্নী—"চারু,—আমার ঘরের শনি!" আমি সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম। আমার মনে হইল, যেন আমার চতুষ্পার্শ্ব হইতে কে আকুলস্বরে কহিতেছে,—"দিদি, দিদি আমার একটা কথা শুন!" আমার প্রাণখানার ভিতর কে যেন আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে! একি কথা? হায় অভাগিনি চারু! আমি তোমাকে একটীবার দেখিব বোন্! এস, এস বোন্, একবার আমার কাছে ফিরিয়া এস?

জানি না, কেমন করিয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম!

একটা কথা আছে, কাল বৈকালে একখানা চিঠি পাইয়াছি—চিঠিখানি অতী লিখেছে; চিঠিখানি এইঃ—

শ্রীচরণেষু—

দিদি, চারুর কথা আমি সব শুনেছি! জগতে একজন আমার চারুকে ভালবাসিত, সে আপনি! চারু আপনাকে ও আমাকে ভালবাসিত। আপনার নিকট তাঁহার পরিবর্তে পাইয়াছে ঈপ্সিত ভালবাসা, আর পাবও

আমার নিকট হইতে পাইয়াছে অসহ্য দুঃখ! দিদি, চারুকে আমি, কি ভালবাসিতাম না? ভালবাসিতাম বৈকি—এখনও ভালবাসি! নহিলে আমার প্রাণ এত চঞ্চল কেন? পিতার তীব্র অভিশাপ আপনারা শুনিয়াছেন ত! আর আমি মনোকষ্ট সহিতে পারি না। তীর্থ ভ্রমণে যাইব মনে করিতেছি। এক একবার ভাবি আত্মহত্যা করি, ভয় হয় পাছে আত্মহত্যা করিলে চারুর কাছে না যাইতে পারি! অনেক পাপ করিয়াছি আর কত বাড়াইব? দিদি, আপনি বলুন স্বর্গ আছে কি? নিশ্চয়ই আছে নহিলে চারু কোথায়? আমি কি পূণ্য করিলে তথায় যাইতে পাইব? দিদি আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন পরকালে চারুর সহিত মিলিত হইতে পারি। ইতি—

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—
সেবক—শ্রীঅতীন্দ্র নাথ—"

পত্রখানা পাইয়া আমার চিত্তে যেন কি রকম আশ্বাস পাইয়াছি; চিঠিখানা পাইয়া চারুর কাহিনী যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে! কেন তাহা ত বলিতে পারি না। হায়, সংসার এত নির্দ্দয়!

আমার মন বড় খারাপ; তোমাকে সমস্ত ঘটনাটী লিখিয়া প্রাণে একটু শান্তি পাইলাম! তুমি শীঘ্র একবার এখানে আসিও! তোমাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। এখানকার অন্যান্য কুশল। বাবার অসুখ হইয়াছিল, সারিয়া উঠিয়াছেন। তোমরা কেমন? মাকে প্রণাম দিও; তুমি আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানিবে। ঠাকুরপো ও ঠাকুরঝিকে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও। আজ তবে আসি। পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করিও না!

স্বদেশ-হিতব্রতে রমণী।

১। জেনী।

(১)

(ফ্রান্সের দুরবস্থা।)

ইংলণ্ডের চতুর্থ হেনরী এবং ফ্রান্সের অধিপতি ষষ্ঠ চার্লসের রাজত্বে

শেষভাগে. ফ্রান্সের লোরেন নয়ান (Lorraine) নদীর তীরে ডোম্‌রে নামক স্থানে এক কৃষক বংশে জেনী নামে এক কুমারী জন্মগ্রহণ করেন।

জেনী যৎকালে ডোম্‌রেতে ভূমিষ্ঠা হন, তৎকালে ফ্রান্সের অবস্থা এমনি শোচনীয় ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল যে, মনে হইত অচিরেই সমগ্র-জাতিটা উৎসন্ন যাইবে। দেশে শাসনকর্ত্তার অভাব, সর্ব্বত্রই গৃহ-বিবাদ, চুরি ডাকাতি; বারগানডিয়ানগণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন; কিন্তু এ সকলের অপেক্ষা ইংরাজদিগের আধিপত্যই সর্ব্বাধিক।

শতাব্দী কাল হইতে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া আসিতেছিল,—ইংলণ্ডের শানিত কৃপাণ তখনও রুধিরাপ্লুত এবং তখনও তাহার প্রভাব স্পষ্ট দেদীপ্যমান। নেকড়ে দর্শনে মেষকুল যেমন পলায়নপর হয়, ইংরজ সৈন্য দর্শনে ফরাসী সৈন্যও তদ্রূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে ব্যতিব্যস্ত। অবশেষে অনেক রক্তারক্তির পর ১৪২০ খৃষ্টাব্দে—জেনী যখন আট বৎসরের বালিকা এবং ষষ্ঠ চার্লস্ যখন মর-জগৎ হইতে অপহৃত হন, তখন ট্রাইস্ (Troyes) নগরে উভয় পক্ষে স্থির হয় যে, ইংলণ্ডের পঞ্চম হেনরী ও তৎপরে তদীয় উত্তরাধিকারিগণ ফ্রান্সের সিংহাসনে উপবেশন করিবেন এবং এখন হইতে ফ্রান্স আর ফ্রান্স নহে, পরন্তু ইংরাজাধিকার মাত্র।

(২)

(ডোম্‌রের ধার্ম্মিকা কুমারী।)

রাজনীতিজ্ঞ ও সৈনিকপুরুষেরা যখন ফ্রান্সের দফা শেষ করিবার আয়োজনে ব্যস্ত, পরমেশ্বর তখন তাহার উদ্ধার সাধনে ব্যগ্র।

ডোম্‌রের কৃষক-কুটীরে ভগবান দেশোদ্ধার সাধনের যন্ত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি গর্ব্বোদ্ধতদিগকে, হৃদয়ের বিচিত্র কল্পনা বশে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান, তিনি প্রবল-প্রতাপান্বিতকে স্থানচ্যুত করেন এবং তিনিই দীন-হীনকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে উত্তোলন করেন।

(৩)

(আদেশ-বাণী।)

অনেকদিনের পর উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে—যখন ইংরাজেরা

ফ্রান্স ধ্বংশ করিতে তাহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করেন,—সেই সময় সেই বালিকা দৈবাদেশ প্রাপ্ত হন যে, তিনি Vancoubursএর কাপ্তেন রবার্ট ডি বড্রিকোটের নিকট যাইয়া, সম্রাট-সকাশে নীত হইবার জন্ত একদল পথ-প্রদর্শক রক্ষী চাহিবেন।

জেনী এই আদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"আমি এক ক্ষুদ্র উপায়হীনা বালিকা; অশ্বারোহণে কিম্বা যুদ্ধ-ব্যাপারে অপটু;—আমি কেমন ক'রে যাব?"

দৈব হইতে পুনরায় আদেশ হইল,—"সমস্তই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে এবং কালানুযায়ী তোমার শক্তি সামর্থ্যও সঞ্জাত হইবে।

তারপর জেনী যখন পুনরায় শুনিলেন যে ফ্রান্সে যাইবার জন্ত তাঁহার প্রতিই আদেশ হইতেছে, তখন তিনি আর স্থির হইয়া পল্লীপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। জেনী যাত্রা করিলেন।

(৪)

(বাধা বিপত্তি।)

জেনী যখন দৈবাদেশ পালনে নিযুক্তা, তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষও হয় নাই। তিনি অশিক্ষিতা এবং পর্য্যটনে অপটু। তত্রাচ তিনি দৈবাদেশ প্রতিপালন করেন।

পিতার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে, জেনী তাঁহাকে ছলনা করিয়া বলেন যে, Vancoubursএর নিকটবর্ত্তী গ্রামে মাতুলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে তিনি যাইতেছেন, আটদিন পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

জেনী গ্রাম্য বালিকার ন্যায় মোটা লোহিত সার্জ্জ বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ১৪২৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে কাপ্তেন রবার্ট ডি বড্রিকোটের প্রাসাদে উপনীতা হন। ডফিনের (Dauphin) পক্ষে কাপ্তেনই এই প্রাসাদ দখল করিতেন। জেনী সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইতেই, কাপ্তেনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে স্বর শ্রুত হওয়া গেল,—'ইনিই কাপ্তেন।" তৎপরে জেনী তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

"আমি আমার প্রভুর নিকট হ'তে আপনার কাছে এসেছি। তিনি ডফিনকে হাতবদ্ধ করে থাক্‌তে—শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে নিষেধ করেছেন।

একাদশ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১। [দ্বিতীয় সংখ্যা।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও
শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল
এম, আর, এ, এস, শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত দেবকুমার
রায় চৌধুরী, শ্রীঅটলবিহারী দাস, শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র
শেট, ও সম্পাদক

শ্রীঅমৃত লাল কুণ্ডু
ম্যানেজার—আলোচনা সমিতি,
১০৮, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

Printed and published by **Nafar Chandra Dutta** *at* **The Salkia Printing Works**
Kaldanga Lane, Salkia, Howrah and published at 108 Punchanantola Road, Howrah.

অগ্রিম বার্ষিক সাহায্য ১৸০ টাকা, সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীসতীশ চন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণের
আয়ুর্ব্বেদ-জলধি মথিত

সোমেশ্বর রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি, হৃদ্‌রোগ, শ্বাসকাস,
ক্ষয়কাস, পাণ্ডু কামলা, জীর্ণজ্বর, ধাতুক্ষয়
প্রভৃতি
পুরাতন জটিল রোগের একমাত্র মহৌষধ।
(যজ্জরা ব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজম্ তদ্রসায়নম্ ।)

যাহা সেবন করিলে সকল রোগের বিনাশ হয় তাহাকেই রসায়ন বলে
অম্লপিত্ত শূলরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ। এই "সোমেশ্বর রসায়ন" সেবন করুন। সেবনের পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা নাভির চারি পাশে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়াঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গ নিবারণ হইবে। ১৫ দিন সেবন করিলে উৎকট ব্যাধি অম্লরোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। আহারান্তে যাহাদের পেটে ভাত থাকে না তাহারা ২।৩ মাত্রা ঔষধ সেবন করিয়াই আশ্চর্য্য ফল অনুভব করিবেন, দেখিবেন, পরদিন বমনের উদ্রেক পর্য্যন্ত হইবে না। শরীর দুর্ব্বল না থাকিয়া সবল হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ বা দমকা মল নিবারণ হইবে। অম্লজনিত হৃদরোগ যথা—বুক হুড়হুড় করা, বুক ধড়ফড় করা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি আরাম হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে—সেবন করুন, জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে, অগ্নিমান্দ্য দূরে যাইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

সহজ শরীরে সেবন করুন—ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, শরীর আরও মোটা হইবে, গায়ের বল আরও বৃদ্ধি পাইবে, দুশ্চিন্তা দূর হইয়া মনে স্ফূর্ত্তি পাইবেন।

৪ আউন্স এক শিশি ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা। ৩ শিশি [illegible] আনা, মাশুলাদি ॥৵০ আনা। ৮ আউন্স এক শিশি ১৸০ আনা, মাশুলাদি ।০ আনা। ৩ শিশি ৫৲ টাকা, মাশুলাদি ২৲ টাকা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

প্রাণভয়।

কুরুক্ষেত্রে মহাসমরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রাণসখা রথীন্দ্রশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে যে মহাশিক্ষা দিয়াছিলেন জীবের মৃত্যু নাই, প্রাণ নষ্ট হইবার নহে, দেহ নষ্ট হয় মাত্র; যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া যতদিন তাহা ছিন্ন না হয়, ততদিন সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে হয় তার পর ছিন্ন হইয়া গেলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হয় সেইরূপ কতকগুলি কর্ম্মফল ভোগের জন্য, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য জীব একটী দেহ ধারণ করে, সে জীবনের কর্ম্মগুলি শেষ হইলে, সেই দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মগুলি ভোগের জন্য অপর দেহ ধারণ বা আশ্রয় করে মাত্র, অনাদিকাল হইতে জীব এইভাবে সহস্র সহস্র দেহ ধারণ করিয়াছে, মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আরও কত সহস্র দেহ ধারণ করিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ভগবানের সেই মহাশিক্ষা, সে সঞ্জীবনা মন্ত্র আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। হিন্দুগণ ভূলিয়া গিয়াছে, যতই স্বার্থপরতা ভুলিয়া নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে, ততই উৎকৃষ্টতর দেহ, শ্রেষ্ঠতর জন্ম লাভ করিয়া ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে, তবে প্রাণের ভয় কেন? প্রাণ ত নষ্ট হইবে না, প্রাণ ত চিরদিন থাকিবে। কর্ত্তব্যময় জীবন ত্যাগে বরং পুণ্যের শরীর ধারণ উৎকৃষ্টতর জন্ম, অপেক্ষাকৃত সুখের ও শান্তির জীবন লাভ হইবে। তবে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হিন্দু প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত, প্রাণনাশ ভয়ে কাতর, প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সদাই শশব্যস্ত কি জন্য?

এই দেহ ছাড়িবার মায়া করিলেও কাহারও পরিত্রাণ নাই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ জীব কত প্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। [illegible] মৃত্যুর কথা ছাড়িয়া দিই. জগৎ জুড়িয়া খুব ধুমধামে সে কাণ্ড [illegible]। কিন্তু এই ভারতে বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে মৃত্যু শতমুখ [illegible] করিয়া [illegible]। প্লেগে, রেলের দুর্ঘটনায়, দুর্ভিক্ষে এবং স্বার্থ-

পর [illegible] কর্ত্তৃক মুখের গ্রাস অপহৃত হইয়া অনশনে প্রতি বৎসর [illegible] লক্ষ বঙ্গবাসী কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে; দেশ ক্রমে উজাড় হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর জন্য যখন মৃত্যুর এতগুলি দ্বার খোলা, তখন সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য ধর্ম্মের জন্য যদি দেহটা ছাড়িবার প্রয়োজন হয়, তবে তাহা ছাড় না কেন? দুর্ব্বৃত্তদিগের ভীষণ অত্যাচার, দারুণ নির্য্যাতনের প্রতিশোধ নিজে না লইয়া বিফলে পরের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিও না; আর প্রাণের ভয় করিও না। কর্ত্তব্যের ক্রুটি হইলে যে উৎকৃষ্টতর জন্মলাভে অপেক্ষাকৃত সুখের ও শান্তির জীবন ভোগে বঞ্চিত হইবে। আত্মনির্ভরপর হও, পুণ্য সঞ্চয় কর। সর্ব্বদা মনে রাখিও; জীবনটা বলদের বোঝা নহে, কর্ম্মময় মানবজীবন বড়ই মূল্যবান।

সেদিনকার জাতিরা—শিশু ইউরোপবাসীগণ যাহারা

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যং শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

(গীতা ২য় অধ্যায় ২০শ)

আত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না, মরণ মুখেও পতিত হয়েন না, আত্মা বারম্বার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি লাভও করেন না; তিনি অজ (জন্মরহিত) নিত্য শাশ্বত (ক্ষয়বৃদ্ধিশূন্য) ও পুরাণ (রূপান্তর বা পরিণামহীন); শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না।

এবং

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

(গীতা ২য় অধ্যায় ২২শ)

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবীন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিনব দেহ ধারণ করে।

(শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর অনুবাদ)

এই মহাসত্য, এই গূঢ় রহস্য সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত, যাহাদের বিশ্বাস একবার মাত্র জন্ম, মৃত্যুও একবার মাত্র; মৃত্যুর পর ভগবানের বিচার দিনের জন্য সহস্র সহস্র বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে; তারপর ঈশ্বরের বিচারকালে কাহাকেও চিরনরক, কাহারও চিরস্বর্গের ব্যবস্থা, তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত নহে; দেশের জন্য, স্বজাতির স্বার্থের নিমিত্ত, হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। যদি একজনের প্রাণ দিলে (দেহ দিলে) সমস্ত স্বদেশবাসী রক্ষা পায়, একের বিনাশে যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, স্বজাতির স্বার্থ, মান, সম্ভ্রম, গৌরব রক্ষা হয়, তবে তাহারা গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া আত্মবলিদান দিয়া থাকে। সমগ্র ইউরোপবাসীগণ প্রতিনিয়ত চক্ষুর সম্মুখে এ দৃশ্য যতই ধরিতেছেন, ভারতবাসী হিন্দুর প্রাণ বা দেহের মমতা যেন ততই বাড়িতেছে।

যে মহামন্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে ভারতবাসীর প্রাণে প্রাণে তাহার প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। দেশ রক্ষার জন্য, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য দেহকে কিরূপে তুচ্ছ করিতে হয়, ভারতে রাজপুত নরনারী তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী। দেশের জন্য ধর্ম্মের জন্য রাজপুত যাহা করিয়াছেন, যে বীরত্ব, যে স্বার্থত্যাগ, যে আত্মত্যাগ দেখাইয়াছেন, পুরাতন গ্রীস, রোম এবং বর্ত্তমান সমগ্র ইউরোপ তাহার শতাংশও দেখাইতে পারে নাই; ইতিহাস তাহার অকাট্য প্রমাণ। আর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাজপুত মহিলাগণের জ্বলন্ত অনলে দেহ বিসর্জ্জন, ভারতের বাহিরে সমগ্র জগতের নিকট স্বপ্ন কল্পনার অতীত। রাজপুত জাতির দৃষ্টান্ত পরে শিখ ও মহারাষ্ট্র জাতি অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু এখন আর ত তাহা করে না; এখন রাজপুত, শিখ, মহারাষ্ট্রী, বাঙ্গালী সকলেই নির্জ্জীব মাংসপিণ্ডবৎ, শক্তি আছে, সাহস নাই, উৎসাহ নাই, তেজ নাই; প্রায়ই মনুষ্যত্ব বিরহিত। দেহের ভোগবিলাসের জন্য যদি প্রাণে এত মমতা হইয়া থাকে, মৃত্যু হইলে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, এই মর্ম্মভেদী চিন্তা যদি দেহ বিসর্জ্জনে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, তবে ভ্রান্ত মানব, ইহা ভাবিতেছে না কেন, হঠাৎ পরমায়ু শেষ হইলে পরিবারবর্গের কি দশা হইবে। স্বাভাবিক মৃত্যুর যখন নিশ্চয়তা নাই, তখন ধর্ম্মের জন্য, সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য, মরিতে ক্ষণমাত্রও আর

পশ্চাৎ পদ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মুসলমানদেরও স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভাবনা আছে কিন্তু কখনও কেহ তাহাদের রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিতে সাহস করে নাই, কখনও কেহ তাহাদের মস্‌জিদের এককণা বালি খসাইতে পারিয়াছে কি? অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেশের প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজরাজের সে সাহস কখনও হয় নাই; একটী দৃষ্টান্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সমীপবর্ত্তী মস্‌জিদ। মুসলমান চিরদিন ধর্ম্মের জন্য, স্বজাতীয় রমণীর রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে বলিয়াই রাজা পর্য্যন্ত সতর্ক। কিন্তু আজ বাঙ্গালী ধর্ম্মহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক হইয়াছে, নাহ'লে কাহার সাধ্য হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া তদুপরি পৈশাচিক আচরণ করে? হিন্দুর বিন্দুমাত্র ধর্ম্মে বিশ্বাস ও ভয় থাকিলে পবিত্র দেবমন্দিরে দুর্ব্বৃত্তগণের প্রবেশ করিবার সাধ্য হইত কি? কেবল তাহা নহে, হিন্দু সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে, হিন্দু জীবিত থাকিয়া তাহা দেখিতেছে। শুনিতেছি, স্থানে স্থানে রমণীগণ কাটারি হস্তে, ছুরিকা বক্ষে করিয়া আত্মরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, কাপুরুষ বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিতেছে না বলিয়া মহিষমর্দ্দিনীর অংশভূতা সতীগণ নারীজাতির মহারত্ন নিজেরাই রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যে হিন্দু সতী সহমরণে যাইতেন, যে হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য জগতে কোন জাতিতে দৃষ্ট হয় না; ইহা তাঁহাদেরই উপযুক্ত কার্য্য। হিন্দু যতদিন ধর্ম্মের জন্য, সতীর সতীত্বের জন্য প্রাণপণ করিতে পারিয়াছেন, ততদিন তাহার অস্তিত্ব শোভা পাইয়াছে; এখন যদি হিন্দু আত্মরক্ষায়, ধর্ম্ম ও সতীর সতীত্ব রক্ষায় অসমর্থ হয়, তবে হিন্দুজাতির অচিরে লোপ প্রার্থনীয়। হিন্দুকে যদি জগতে থাকিতে হয়, কল্পের পর কল্প যাহারা বিদ্যমান, তাহাদের যদি থাকিতেই হয়, তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই দুই মহামন্ত্র দ্বারা নির্জ্জীব দেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। মরিয়াছিলে আবার বাঁচিয়া উঠ, অনুদিন অনুক্ষণ জপিতে থাক :—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যং শাশ্বতোঁয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

এবং

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

নিশিদিন এই দুই মহামন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে। যে ভাবে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাধনা করিতেন, তপস্যা করিতেন, সেইভাবে তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে, বাহ্যজগৎ ভুলিয়া মন্ত্র জপিতে জপিতে দেহ, মন, প্রাণ মন্ত্রময় হইয়া উঠিবে। মন্ত্রের প্রভাব তখন মাংসে মাংসে অস্থিতে অস্থিতে, প্রতি ধমনীতে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হইবে, তারপর সিদ্ধিলাভ হইবে। সেই সিদ্ধি ফলে তোমার আত্মজ্ঞান জন্মিবে। তখন বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর—হিন্দুর মুখস্থ কথা "ন-জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" দৃঢ়প্রতীতি হইবে; তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবে তোমার মৃত্যু নাই, তুমি অজর, তুমি অমর। সেই জ্ঞানের ফলে দেহে যে অমিত বল, চিত্তে যে অদমনীয় উৎসাহ, প্রাণ, মন যে অনন্ত, অক্ষুণ্ণ তেজে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, সেই আধ্যাত্মিক বল, উৎসাহ ও তেজের নিকট তুচ্ছ মানবশক্তি, কৌশল নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতা, বর্ব্বরতা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে তখন তোমার পারিবারিক মমতা বাসনা, ভোগস্পৃহাপূর্ণ সকাম মমতারূপ ক্ষুদ্র তটিনী সমগ্র সমাজের প্রতি মমতা, বাসনা, ভোগবিলাস পরিশূন্য নিষ্কাম মমতা-রূপ সুবিশাল জলনিধিতে পরিণত হইবে; তখন সকল মোহপাশ ছিন্ন করিয়া তুমি হাসিতে হাসিতে দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারিবে।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

স্বদেশ-হিত ব্রতে রমণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কারণ প্রভু তাঁকে মধ্য লেণ্টের (Lent) পূর্ব্বেই সাহার্য্য করবেন। ফ্রান্স সাম্রাজ্য ডউফিনের নহে,—আমার প্রভু তার অধীশ্বর। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা যে, ডউফিনই তার অধিপতি থাকেন এবং লেফ্‌টেনাণ্টের

ন্যায় রাজ্য রক্ষা করেন। তাঁর সমস্ত শত্রু থাকা স্বত্ত্বেও তিনি রাজা হবেন এবং আমিই তাঁর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন কর্‌বো।"

বাৰ্দ্ধক্য দশায় উপনীত কর্ম্মনিপুণ কাপ্তেন রবার্ট ডি বড্রিকোর্ট জেনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার প্রভু কে?"

জেনী উত্তর করিলেন,—"স্বর্গের অধিপতি।"

এই উত্তর শুনিয়া জেনীকে উন্মাদগ্রস্থ বলিয়া কাপ্তেনের ধারণা হইল। তাই তিনি তৎপ্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তদীয় সশস্ত্র অনুচর বৃন্দ জেনীর প্রতি যে রূঢ় ব্যবহার করিতেছিল, তাহাতে ভ্রুক্ষেপই করিলেন না। অতঃপর কাপ্তেন পাগ্‌লী বলিয়া তাকে তাড়াইয়া দিয়া, তার মাতুলকে বলিলেন,—"তুমি জেনীকে তার বাপের নিকট নিয়ে গিয়ে আচ্ছা ক'রে চাব্‌কিয়ে দিও।"

এতৎস্বত্ত্বেও জেনী নিরুৎসাহ বা ভগ্ন হৃদয়া হইলেন না। কারণ তাঁর প্রতি দৈবাদেশ হইয়াছে যে, এরূপ ঘটনা নিশ্চিতই সংঘটিত হইবে। একবার নয়, দুই দুইবার তিনি প্রহৃতা হইবেন কিন্তু তৃতীয় বারে তাঁর কথায় কর্ণপাত করিতেই হইবে।

* * * * * *

যাহাহউক্ জেনী ডর্‌মিতে প্রত্যাবৃত্তা হইলেন। Vanconburs এ কাপ্তানের সহিত তাঁর সাক্ষাতের সংবাদ অবিলম্বে জেলাময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, অবশেষে সে কথা তাঁর পিতার কর্ণেও পৌঁছিল।

জেনীর পিতা এই ঘটনা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তদীয় পুত্র কন্যাগণকে বলিলেন,—"যদি আমি আগে জান্‌তাম, এমনি ঘটবে, তবে তোমাদিগকে বল্‌তাম।—উহাকে ডুবিয়ে মারো! যদি তোমরা না পার, আমি নিজেই উহাকে ডুবিয়ে মার্‌বো।" এই ঘটনার পর হইতে তিনি জেনীর প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিলেন এবং অচিরেই বিবাহ বন্ধনে শৃঙ্খলিত করিতে মনস্থ করিলেন।

জেনীর পিতা টাউলের (Toul) একজনকে জামাতা স্থির করতঃ তাহাকে বলিলেন,—"আমার অনুরোধ, আমার জ্যেষ্ঠা তনয়াকে বিবাহ করুন;—সে উপযুক্ত যৌতুক প্রাপ্ত হ'বে।" টাউলের লোকটী প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সম্মত হইলেন, কিন্তু জেনী নারাজ।

জেনীর পিতা তাহার উপর যারপর নাই বিরক্ত হইলেন; টাউলের লোকটী তাহাকে আদালতে হাজির করাইয়া,—কেন বিবাহ করিতে সে অনিচ্ছুক, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বিবাহে সম্মতি প্রদানের মিথ্যা, অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত করিলেন।

কিন্তু জেনী বিচারকের নিকট উপনীতা হইয়া প্রমাণ করিলেন যে তদ্রূপ কোনও প্রতিজ্ঞাই তিনি তার সহিত করেন নাই, কাজেই বরের মামলা নাকাচ হইল।

মার্জ্জার যেমন মূষিকের প্রতি একাগ্র লক্ষ্য করিয়া থাকে, জেনীর পিতাও তদ্রূপ দিবারাত্রি জেনীর প্রতি নজর রাখিতে লগিলেন,—কিন্তু তার অনিষ্ট করিবার কোন অবসর ঘটিল না। খৃষ্টমাস উৎসব আসিল এবং চলিয়া গেল, জেনী এখনও সীবন কার্য্যে, চরকায় এবং মেষপালনে নিযুক্তা। তিনি নিজ মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিজ কর্ত্তব্য এবং পীড়িত ও দরিদ্রের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে জেনী সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে জেনী একবারও সেই দৈবরাণীর বিষয় বিস্মৃতা হন নাই। ফ্রান্সে যাইবার জন্য এবং স্বর্গীয় আদেশ প্রতিপালন করিতে তিনি একমুহূর্ত্তও অমনোযোগী নহেন।

(৫)

জেনীর গৃহ-পরিত্যাগ।

পবিত্র কথায় (বাইবেলে) লিখিত আছে,—“যে ব্যক্তি পিতামাতাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে, সে আমার কৃপার উপযুক্ত নহে।” তাহাতে ইহাও লিখিত আছে,—“ব্যক্তি বিশেষের শত্রু, তার পরিবারের সকলেরই বৈরী।”

জেনী সম্বন্ধেও তাহাই হইল। যে বৎসর তাহাকে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, সেই নব বর্ষের প্রথমে জেনী ছল করিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন তাহার মাতুলানী এক শিশুসহ পীড়িতা হওয়ায়, তাহাদের শুশ্রূষার নিমিত্ত

জেনী তথায় যাইতে আদিষ্টা হন। কিন্তু গৃহ হইতে বাহির হইয়া তিনি মাতুলালয়ে না গিয়া ফ্রান্স সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

জেনী বলিয়াছেন,—"ইহাতে আমার পাপ হয় নাই। এ ভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা ব্যতীত, অপর সমস্ত কার্য্যেই আমি তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ছিলাম। যেহেতু ইহা ভগবানের ইচ্ছা এবং তাঁহারই আদেশ তদ্ধেতু ইহা অবশ্য পালনীয়। সত্যই যদি আমি রাজকন্যা হতাম, কিম্বা আমার যদি শত পিতা বা শত মাতা থাকৃতো, তবুও আমি তাহাদিগকে এইভাবে পরিত্যাগ ক'রৃতাম।"

দৈবাদেশের বশীভূত হইয়া এইরূপ করিতে হইলেও, জন্মভূমির নিকট হইতে,—যাহার শান্তিময় ক্রোড়ে তিনি লালিতা পালিতা এবং যে পুণ্য-ভূমিতে তিনি আর ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই,—সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির কাছে বিদায় গ্রহণ করিবার কালে, জেনীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত এবং দুঃখে ও খেদে তাহার স্বর মগ্ন হইয়া যায়। ডর্‌মি ত্যাগকালে তিনি বলেন,—"বিদায়! বিদায়!! আমি Vauconbursএ যাচ্ছি।"

জেনী কাপ্তেন রবার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দ্বিতীয়বার Vanconburs এ গমন করেন, সেবারেও তিনি বিতাড়িতা হন। কিন্তু এবার তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। পরমেশ্বরের কৃপায় কাপ্তেনের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এই আশায় তিনি সেই স্থানে তিন সপ্তাহ অবস্থান করেন।

গৃহে থাকিবার সময় যেরূপ, এখানেও সেইরূপভাবে জেনী উপাসনায় এবং নানা শ্রমসাধ্য কার্য্যে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এবং যে ব্যক্তিই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে, তিনি তাহার নিকটেই স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে,—"ডউফীনের সমীপে তাঁহার যাওয়া প্রয়োজন। যেহেতু তাঁহার প্রভু—সেই স্থানাধিপতির ইহা ইচ্ছা, সেহেতু নিশ্চিতই তিনি ইহা সম্পন্ন করিবেন।"

এমতে অল্প সময়ের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশোসৌরভ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। যাঁহার সহিত পরমেশ্বর কথা বলেন, সেই অলৌকিক কুমারীকে দেখিতে দূর দুরান্তর হইতে অসংখ্য লোক আসিতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস পর মেজ্ (Metz) হইতে জীন নামক এক সাহসী যোদ্ধা

আসিয়া জেনীকে বলিল,—"মহাশয়া! আপনি এখানে কি করেন? আমাদের সম্রাট কি রাজ্য হ'তে বিতাড়িত হবেন? আমরা কি সকলে ইংরেজ হ'য়ে যাবো?"

জেনী উত্তর করিলেন,—"আমি এখানে রাজপ্রাসাদে এসেছি। আমাকে রাজসদনে নির্ব্বিঘ্নে পাঠিয়ে দিবার জন্য বা যাতে আমি নিরাপদে রাজার কাছে পেঁ ৗছিতে পারি, তার উপায় বিধান জন্য রবার্ট ডি বড্রিকোর্টকে অনুরোধ করেছি। কিন্তু তিনি আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন• নাই। যাই হোক্, মধ্য-লেণ্টের (Middle of Lent) পূর্ব্বে আমি রাজার নিকট উপস্থিত হ'ব-ই। কারণ রাজাই হ'ন্, আর ডিউকই হ'ন্, কিম্বা স্কট্‌লণ্ডের রাজদুহিতাই হ'ন্, বা আর কেহ হ'ন্ আমি ভিন্ন এ পৃথিবীতে অন্য কেহই ফ্রান্স উদ্ধার ক'র্‌তে পারবে না। মশায়! আমি ঘরে থেকে আমার দুঃখিনী জননীর সহিত সুতা কাট্‌তে পার্‌তাম্, কিন্তু তা' আমার বিধিলিপি নয়। আমি অবশ্যই যা'ব এবং অবশ্যই ক'র্‌বো, কারণ আমার প্রভুর ইচ্ছা অপূর্ণ থাক্‌তে পারে না।"

* * * * * *

মেট্‌জের জীন বলিলেন,—"কে আপনার প্রভু?"

এই কথা শুনিয়াই জেনীর মুখ যেন স্বর্গীয় দূতের ন্যায় বিভাময় হইয়া উঠিল। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ বলিলেন,—"তিনি জগতের অধিপতি।"

এতচ্ছ্রবনে ও জেনীর আকৃতি দেখিয়া জীন তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি রাজার নিকট তাঁহাকে লইয়া যাইবেন।

জীন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কবে যাবেন?"

জেনী বলিলেন,—"শুভস্য শীঘ্রং; কাল হ'তে আজ ভাল, এবং পরশ্ব হ'তে কাল ভাল।"

মেট্‌জের জীনের আগমনের পর, কাপ্তেন রবার্টের অধীনস্থ বার্টাড ডি পোলেঙ্গি নামে এক যোদ্ধা এবং আরও বহুতর ব্যক্তি জেনীর নিকট আগমন করেন। কারণ সাধারণ লোকে জেনীর কথা অতি আহ্লাদের সহিত শ্রবণ করিত।

দেশশুদ্ধ লোক জেনীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় কাপ্তেন রবার্ট অবশেষে

বিচলিত হইলেন। কারণ তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, জেনী যাদুকরী হইবে এবং কোনও শয়তান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হেথায় উপস্থিত হইয়াছে।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কাপ্তেন এক পুরোহিত সমভিব্যাহারে যে গৃহে জেনী থাকিতেন, সেই চক্রাকারের গৃহে, ঘণ্টা, বাইবেল এবং আলোর সাহায্যে জেনীতে আবিষ্ট দুষ্টগ্রহ বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে আবির্ভূত হইলেন।

জেনী পুরোহিতের সম্মুখে বিনীতভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ অবলোকন করিয়া পুরোহিতপ্রবর তাহার দেহে কোন ভূতপ্রেতের উপদ্রব বুঝিতে পারিলেন না।

এই সময় লোরেনের পাপাচারী ডিউক (Duke of Lorraine) পীড়িত হন। তিনি এই স্বর্গীয় কুমারীর (Angelic Maid) কথা শ্রবণ করতঃ তাহাকে আনয়ন করিতে লোক প্রেরণ করেন।

জেনী উপস্থিত হইলে ডিউক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই রোগ হইতে তিনি মুক্ত হইবেন কি না, এবং হইলে কতদিনে নিরাময় হইবেন, তাহা গণনা করিয়া বল।

জেনী তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন,—"এ বিষয় আমি কিছুই অবগত নহি। তবে এইমাত্র জানি তুমি অতিশয় পাপাচারী। যে পর্য্যন্ত তুমি সমস্ত বদ্‌খেয়াল পরিত্যাগ না করিবে, এবং তোমার যে সতীলক্ষ্মী পত্নীকে তুমি অকারণে ত্যাগ করিয়াছ, তাহাকে পুর্ণগ্রহণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি আরোগ্য হইবে না। এখন আমি রাজার নিকট অরলিন্স উদ্ধারার্থ এবং রিমস্‌ নগরে তাঁহার মস্তকে মুকুট পরাইতে গমন করিতেছি। যদি তুমি, তোমার পুত্র এবং সৈন্যদল ফ্রান্সে প্রেরণ কর, তবে আমি তোমার সুস্থ স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা ক'র্‌বো।"

জেনী প্রস্থান করিলে ডিউক তাঁহার নিকট একটী অশ্ব এবং কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরণ করিয়া Vanconbursএ প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তথায় তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র এবং শরীররক্ষকদল প্রস্তুত হইয়াছিল।

জেনী পর্য্যটনকালে রমণীজনোচিত সহিষ্ণুতাকে নিতান্ত উৎপীড়িত করেন। তিনি যে ভাবে পথ অতিক্রম করেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কিন্তু তিনি দেশোদ্ধার কার্য্যে রত, অর্‌লিন্স অবরুদ্ধ

দশায় এবং ভবিষ্যতে ফরাসী সৈন্যের অদৃষ্টে আরও দুঃখ কষ্ট সঞ্চিত আছে—জেনী তাহাও দেখিতে পাইলেন। এতৎ স্বত্বেও তিনি বিশ্বাস হারাইলেন না, তাঁহার উৎসাহ নিস্তেজ হইল না। কারণ তিনি জানেন যে, তিনি ভগবানের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

(৬)

ফ্রান্সের পথে অশ্বারোহণে।

লেণ্ট উপস্থিত; ফ্রান্সের উপর ভগবানের আদেশ পূর্ণমাত্রায় পতিত হইয়াছে। সমস্ত আশা বিলুপ্ত; কিন্তু সেই সরল গ্রাম্য বালিকার হৃদয় এখনও উৎসাহে পরিপূর্ণ।

ইংরেজ কর্ত্তৃক অর্‌লিন্স অবরুদ্ধ; কিন্তু শীতকাল বলিয়া তাঁহাদের খাদ্যাভাব উপস্থিত। প্যারিস্ হইতে একদল সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া মৎস্যের চালান প্রেরিত হইল। এই রসদ হস্তগত করিতে না পারিলে অর্‌লিন্সের অদৃষ্ট চিরতরে শৃঙ্খলিত হইবে।

যেদিন রসদের গাড়ী আক্রান্ত হইবে, সেইদিন জেনী তৃতীয়বার কাপ্তেন রবার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশের সমূহ বিপদের কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলেন। তিনি বলিলেন,—“আপনি খুব বেশী বিলম্ব ক'রেছেন। আজ অর্‌লিন্সের নিকটবর্ত্তী একস্থানে মহানুভব ডউফিন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন। এখন যদি আমি অবিলম্বে তথায় না যাই, তাহা হইলে তাঁহার আরও বিপদ হইবে।”

কাপ্তেন রবার্ট জেনীর কথায় সম্মত হইয়া প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করিলেন। কেবল বিদায় সময়ে বলিলেন,—“যা' হবার তাই হবে।”

১৪২৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জেনী ছয়জন অশ্বারোহী সহ Vanconburs হইতে ফ্রান্সের শত্রুপুরিত রাজপথ দিয়া রাজান্বেষণে বহির্গত হইলেন। নৃপতি তৎকালে লয়ার নদীতীরে সিনন্ নামক স্থানে আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত ছিলেন।

কিয়দ্দিবস পর কাপ্তেন রবার্ট শুনিতে পাইলেন, যেদিন জেনী তাঁহাকে অর্‌লিন্সের নিকট ভবিষ্যৎ ভয়ঙ্কর শঙ্কট সঙ্ঘটিত হইবে বলিয়া আপন

করেন, ঠিক সেইদিনই ইংরেজ সৈন্য Rondrayতে ফরাসী সৈন্যের সহিত সমর ক্রীড়া আরম্ভ করে, প্রবল বাত্যাতাড়িত হইয়া ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড যেমন শূন্যমার্গে ঘুরিতে ঘুরিতে নিমেষে দূর দূরান্তরে উড়িয়া যায়, ফরাসী সৈন্যও তদ্রূপ বিপক্ষের অপ্রতিহত বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ধুলি ধুসরিত হইয়াছে।

জেনীও এই ঘটনা শুনিলেন, কিন্তু চঞ্চল হইলেন না। কারণ রাজ-সমীপবর্ত্তী হইতে পারিয়া তিনি কতকটা সুস্থির ছিলেন। তিনি নিজের সখিগণকে বলিলেন,—"শত্রুরা আমাদিগকে আক্রমণ করিলে আমি কিছুমাত্র ভীত হব না, কারণ আমার পথ প্রশস্ত হয়েছে। শত্রুপক্ষ আক্রমণ ক'র্‌লে আমার প্রভু—পরমেশ্বর আমাকে ডউফিনের নিকট চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি যে তাঁর কার্য্য সম্পাদনের জন্যই জন্মিয়াছি।"

এখনও বহুদূর যাইতে হইবে, পথও বিপদসঙ্কুল। শীতের বারিধারায় চারিটী নদী ভরিয়া টলমল করিতেছে। সর্ব্বত্রই ইংরেজ প্রহরী; প্রহরী শূন্য ঘাট দেখিয়া তাহাদিগকে হাঁটিয়া নদী পার হইতে হইবে। দেশের প্রায় ৪৫০ মাইল বিপক্ষীয় সৈন্যদলে পরিপূর্ণ। এই শত্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের গুপ্ত পথ দিয়া—স্থান বিশেষে একবারে কুপথ দিয়াই তাহাদিগকে দীর্ঘ পর্য্যটন করিতে হইবে। তাহার উপর দিবাভাগে একলা চলিবার যো নাই, রজনীযোগে অশ্ব চালাইতে হইবে।

জেনী অশ্বচালনায় অনভ্যস্ত হইলেও প্রথম প্রথম দিনে এগার ঘণ্টা করিয়া চলিতেন; কিন্তু তিনি কখনও অশ্বকে তাড়না করেন নাই। তিনি সঙ্গীগণকে বলিতেন,--"পথে যদি আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ শুন্‌তে পেতেম, তবে বড়ই ভাল হ'তো।"

তাঁহারা পর্য্যটন সময় মধ্যে দুইবার গির্জ্জায় যাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। তাঁহারা জিয়েন নামক স্থানে লয়ার নদী উত্তীর্ণ হইয়া সেণ্ট ক্যাথারাইন্ ডি ফায়ারবইতে তিনদল ধর্ম্মমণ্ডলীর উপদেশ শুনিতে যান। তৎপর জেনী নরপতিকে লিখিয়া পাঠান,—"আমি আপনার সহিত কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনারই সাহায্যার্থে ১৫০ লিগ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আপনার মঙ্গলকর শুভজনক অনেক বিষয় আমার জানা আছে, এবং আমার

উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রথম অবস্থাতেই আপনার কার্য্য সম্পাদন করতঃ ভবদীয় অপরাপর অনুচর ও ভৃত্য হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিব।"

১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জেনী Vanconburs পরিত্যাগ করিয়া ৬ই মার্চ্চ তারিখে সিনন্ নামক স্থানে উপনীতা হন। এই ২১ দিন বা রাত্রি তিনি অশ্বপৃষ্ঠেই ছিলেন। এই সুদীর্ঘ পথ তাঁহাকে নিরাপদে অতিক্রান্ত হইতে দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধির পক্ষে ইহাও ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

সমুদ্রের প্রতি।

হে সিন্ধু!

কোথা হ'তে উঠি' চলেছ কোথায়
　কি মধু-স্বপন ভোরে,
রতন সম্ভার বহি' সযতনে
　চলেছ পূজিতে কারে?
অনন্তের তানে ঢালিছ কি মধু
　কি সাধনা মগ্ন রয়েছ,
কাহার উদ্দেশে ফিরি' দেশে দেশে
　লক্ষ্যহীন মত চলেছ?
বক্ষের উপর শোভে মনোহর
　চঞ্চল অচল রাশি—
বিহরিছে রঙ্গে কতই বিভঙ্গে
　নীলিম প্রতিমা নাশি'।
তোমার তরঙ্গে, নাচে কত রঙ্গে
　গ্রহ তারা অগণিত,
চন্দ্র সূর্য্য হায়, কভু ভেঙ্গে যায়,
　কভু হয় শত শত।

তব সম ধনী অহমিকা হীন
    কে আছে বারিধি বল?
ক্ষুদ্র নর হায়, জলবিম্ব প্রায়
    (সদা) অহঙ্কারে বিচঞ্চল।
(যবে) নীরব নিশীথে ঘোর অন্ধকারে
    পর শুভ্র ফেনমালা.
মনে হয় যেন বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে (মানবের)
    শোভে আশা-পুষ্প-ডালা।
কি গভীর শোকে উথলিছ সদা
    কি ঘোর যাতনা ভরে?
শুনিবে না কেহ (তব) মরম কাহিনী
    সম দুঃখী নাই সংসারে।
(হেথা) কেহ কা'রো তরে ভাবেনা ভাবেনা
    (সবে) স্বার্থ চিন্তা রত রহে।
সুত পরিবার পিতা মাতা আর
    কেহ স্বার্থ ছাড়া নহে।
এ পাপ সংসারে অর্থ শুধু সার
    অর্থ প্রেম ভালবাসা,
অর্থ স্নেহ ভক্তি আদর সন্মান
    অর্থই জীবের আশা।
ফুরাইলে মধু চলে' যায় বঁধু
    ফিরেও দেখেনা চাহি'
স্নেহ ভালবাসা চকিতে ফুরায়
    একা চলি মরু বাহি'।
আত্মীয় স্বজন না রহে তখন
    মুছাতে নয়ন কেহ,
আপনার শোক আপনি সম্বরি
    দূরে যাই ছাড়ি' গেহ।
(এই) স্বার্থ চিন্তা রত বধির সংসার

তাঁর রাজ্য কভু নহে
যাঁহার দুয়ার ব্যথিতের তরে
সদাই উন্মুক্ত রহে।
বহুদূর হ'তে সঙ্গমের আশে
আসে নদ নদী যবে,
পঙ্কিল হলেও, (তাদের) আকাঙ্খা পুরাও
হৃদয়ে ধরিয়া সবে।
তেমতি হে বিভু, তপ্ত হ'য়ে যবে
বহিয়া আসিবে ধীরে—
(মম) এ ক্ষুদ্র তটিনী, মিশে যেন যায়
তব করুণা-পাথারে।

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষীর প্রশস্তী।

সিরাজগঞ্জের ১ম মুনসেফ শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, মহাশয়ের কুলকুশলা গৃহিণী লেখককে একদিন স্বহস্তে প্রস্তত নানা খাদ্যসহ একখানি ক্ষীর সাঁচ উপহার দিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অঙ্কিত ছিল,

"রসনা সুখমুৎপাদি ক্ষীরমেতৎ কৃতাঞ্জলিঃ
শ্রদ্ধয়া বেদ বিদায় ব্রাহ্মণায় দদাম্যহম।"

লেখক তদুত্তরে নিম্নলিখিত কবিতা "ক্ষীর প্রশস্তী" নাম দিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন।

মঙ্গলা চরণম্

ক্ষীর সার রস গোলকং গজা
চন্দ্র পুলি সর পুরিয়া প্রিয়া
লাল মোহন রসাল পানতুয়া
সম্ভবন্ত মম জন্ম জন্মনি। ১

ক্ষীর সার, রসগোল্লা, গজা, চন্দ্রপুলি,
সুপ্রিয় সর পুরিয়া, রসে ভরা পান্তুয়া
লাল মোহনাদি যত। রসাল মিঠাইয়া
জন্মজন্ম মোর ভাগে ঘটুক সেগুলি।
অন্নপূর্ণা সমা যাঃ হি দক্ষাঃ পাক ক্রিয়া বিধৌ
ভোজয়িতুঞ্চ আনন্দং মাদৃশং ভোজন ব্রতম। ২
মহাশক্ত্যং সম্ভূতানাং তাসাং পদাম্বুজেষ্টহম্,
প্রাণতোঽস্মি গুণৈ বদ্ধো ভক্ত্যাবনত মস্তকঃ। ৩। যুগ্মকম
অন্নপূর্ণাসম দক্ষা পাক কার্য্যে যেসব রমণী,
মাদৃশ ভোজন ব্রতে ভোজ্য দেন আনন্দ অন্তরে;
মহাশক্তি অংশভূতা তাঁহাদের পদাম্বুজে আমি,
প্রণমি সতত, গুণে বদ্ধ হয়ে ভক্তি নত শিরে।

—— (০) ——

আর্য্যে ভবৎ কমকরাঙ্কিত চারু-পত্রম্
ক্ষীরং সুধামধুরসং করুণাভিষিক্তম্,
স্নেহপ্রসাদমতুলং কৃতকৃত্য ভক্ত্যা
স্বস্তীতিবাচনপরঃ শিরসা নয়ামি ॥ ১ ॥

আর্য্যে

আপনার কম করাঙ্কিত,   চারুপত্রলেখন ভূষিত
সুধামধু রসে ভরা   করুণাভিষিক্ত করা
স্নেহময় প্রসাদ অতুল,
লভি ক্ষীর কৃতকৃত্য   ভক্তিরসে আর্দ্র চিত্ত
স্বস্তিবলি কুতূহলে   লইলাম শিরে তুলে
স্বর্গীয় আশীষ সমতুল।

যাচ্ঞা মাতস্তবচরণয়োঃ প্রেষিতা যা ময়া, সা
প্রত্যাবৃত্তালনিত হসিতা যম্মুদা লব্ধকামা
কিং তৎ ত্বয্যাহৃত গুণগণায়াং পরং সাধুবৃত্ত্যাম্?
সন্তানানাং প্রণয়রচনা মাতরি স্যাদ যোধা ॥ ২ ॥

মাগো তব শ্রীচরণে প্রেরিনু যে নিবেদনে
হাসিমুখে এল সে যে লব্ধকাম হয়ে আনন্দিত ;
সাধুশীলা গুণবতী তব পক্ষে সেকি স্তুতি ?
মাতৃপদে সন্তানের নিবেদন সফল সতত।
কি মিদ মধিক মেবং ক্ষীরদানং ভবত্যাঃ
অনুদিনমপি মহ্যং দীনহীনদ্বিজায় ?
বিতরসি সততং যৎ ক্ষীরধারচ্ছলেন
নিখিলজনহিতায় স্বোরসঃ স্নেহধারাম্ ॥ ৩ ॥
দীন হীন দ্বিজে মোরে করুণায় অকাতরে
ক্ষীর দান বেশী . কথা নয় আপনার ;
মাতৃরূপে জীবহিতে সতত স্ববক্ষ হ'তে
দিতেছেন ক্ষীর ধার ছলে স্নেহধার।
মাতস্তে কুশালাং কলানিপুণতাং সংবীক্ষ্য শোভাময়িন্
নানামোদকখণ্ডমণ্ডনবিধৌ চাতুর্য্যমুল্লাসনম্
দেহো মে পুলকান্বিতো হৃদয়তঃ প্রস্যন্দিনী নির্ম্মলা
ধারা ভক্তিকৃতজ্ঞতোদ্যাতরসা চোৎসর্পতি হ্লাদিনী ॥ ৪
মাগো তব সুনিপুণ শোভাময় শিল্পগুণ
নানাখাদ্যপেয় পাক রচনা চাতুরী,
হেরে পুলকিত চিত্ত আনন্দেতে উল্লসিত
ভক্তি কৃতজ্ঞতা জাত রসের মাধুরী
উল্লাসে হৃদয় হ'তে ছুটে ঝরঝরী।
হৃদ্যং রসালান্তরগোলকং কিম্,
ব্যাখ্যামি কামং রসনাভিরামম্,
মাতস্তব স্নেহরসাম্বুবিদ্ধম্
চেতোঽথবা দিব্য মুদার সত্ত্বম্ ॥ ৫
কি বেশী সুন্দর, এ মোর সংশয়,
—সাধু রসগোল্লা, প্রাণ মন হরা,
অথবা গো মাতঃ স্নেহরসে ভরা
দিব্য আপনার উদার হৃদয় ?*

অম্ব নাস্তি কিমপি প্রসাধনম্,
যেন যুষ্মদতুলামুদারতাম্
মণ্ডয়ামি তন্ন বাক্য বৈভবঃ
কাব্য শিল্প রচনাদিকৈ রহম্ ॥ ৬
মাগো আমি অতিদীন বাক্য ও বৈভব হীন
নাহি মোর হেন অলঙ্কার,
কাব্য শিল্প রচি যাহে মণ্ডিব মা নবোৎসাহে
অতুল ঔদার্য্য আপনার।
কিংবানেন প্রকটন বিধৌ ব্যর্থ যত্নেন ভূয়ঃ
স্নেহাদেবং ব্রজতু চ মনঃ পূর্ণকামং স্বকামম্,
বৃদ্ধিং গচ্ছত্বনিশ মিহতে সৌখ্যমৈশ্বর্য্যমেবম্,
সংবৃদ্ধিং যাত্বনুদিনমিয়ং তে প্রসন্না সদিচ্ছা ॥ ৭ ॥
অথবা সে প্রকটনে বৃথা চেষ্টা, কেন মিছে আর ?
হেন স্নেহে সদা মন কামনার লভুক সুফল ;
বৃদ্ধি হোক দিন দিন সৌভাগ্য সম্পদ আপনার ;
প্রসন্ন সদিচ্ছা হেন আজীবন থাকুক অটল।
গুণজ্ঞানবিহীনেন শ্রীযদুনাথশর্ম্মণা
ভবৎগুণকথাসূত্রমবলম্ব্য প্রচেষ্টিতা ॥ ৮
সপ্তভিঃ কুসুমৈর্মালা ক্ষীরপ্রশস্তিসংজ্ঞিতা
এষা ভবৎপদাব্জেষু কৃতজ্ঞেন সমর্পিতা ॥ ৯ যুগ্মকম্
জ্ঞান হীন গুণহীন যদুনাথ শর্ম্মা নাম যার
ভবদীয় গুণরূপ সূত্রে করি গাঁথিয়া অর্পিলা
সাতটী কুসুমে "ক্ষীর প্রশস্তি" নামিকা এই মালা
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মাতঃ চরণ-পঙ্কজে আপনার ॥

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত।

(বরিশালের ধর্ম্মবীর)

শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত।

জনমিলে প্রাণখানি প্রেমে পূর্ণ করি'
সাধিতে সকল কর্ম্ম সে চরণ স্মরি'।
শিখাইছ সরলতা সকলেরে ডাকি'
সত্যের অভয়া মূর্ত্তি হৃদয়েতে রাখি'।
আপনারে অন্তরালে রাখি, দীনবেশে—
নিষ্কাম পরার্থে করি' আত্ম-নিবেদন,
পাপের কলিমা মাখা এ পঙ্কিল দেশে
পুণ্যালোকে উদ্ভাসিছ সকলের মন।
যাহারা তোমায় হায়- চিনিল না আজো
তাহাদের প্রতি তুমি নহ তো বিমুখ; –
সবারে বাসিয়া ভালো আনন্দে বিরাজ',
তুচ্ছ করি হীন হিংসা, ঘৃণ্য স্বার্থ-সুখ।
সংসারে রহিয়া তুমি নহ আত্ম-হারা
পবিত্র, উজ্জ্বল ওগো গগণের তারা!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

বিরহ।

পবিত্র প্রণয় তীর্থে লভিয়া বিশ্রাম,
স্বর্গীয় মদিরাময় আনন্দ হিল্লোলে,
ভাসিয়াছি ক'টি দিন, সুখে অবিরাম,
স্বপ্নময়ী-প্রাণতার নীরব কল্লোলে।

---

* কবি কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিতরূপে "প্রভাতী" কাব্য হইতে উদ্ধৃত।

—সম্পাদক।

বাসন্তি-মিলন-বায়ু মলয় মেদুর,
অতীত-বিদগ্ধ-প্রাণে ঢালি' শান্তি রাশি,
দি'ছিল অতৃপ্ত প্রাণে তৃপ্তি সুমধুর,
বাজা'য়ে উচ্ছ্বাসময়ী কল্পনার বাঁশী!

কি আনন্দ—কি অমৃত কি সুধা সংযোগ,—
মর্ম্মে মর্ম্মে মিলনের কি নব উচ্ছ্বাস;
—বিনিময়ে অপার্থিব সুধা-উপভোগ,
অঙ্গে অঙ্গে কি তরঙ্গ যৌবন-বিলাস।
আজি এ প্রবাস ক্ষেত্রে—বিরহ বাসরে,
বিরহ, সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিলি কেনরে?

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

স্রোত-মুখে।

জনম লভিয়া নদী পর্ব্বত কন্দরে,—
"অনন্তের সহবাসে পরম বিকাশ"
ভাবি মনে,—ধায় সদা নিজ-শক্তি বশে
অনন্ত সাগর কোলে মিশিবে বলিয়া।
বৃক্ষচ্যুত, শক্তিহীন, বিশুষ্ক কুসুম
পবন-বিপাকে হায় পড়ি নদী-জলে—
(পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত বুঝি বহু ভাগ্য গুণে,)
অনন্ত সাগরে ক'রে আত্ম-বিসর্জ্জন!
হ'বে নাকি একদিন হায়রে যে দিনে,—
(বিফল বাসনা মোর-আশার ছলনা!)
প্রীতি-হীন, ভক্তি-হীন হৃদয় আমার
মিশি কোন মহাত্মার মধু-ময় প্রাণে—
প্রভাতে সায়াহ্নে কিংবা নিশীথে জাগিয়া

বিহঙ্গম গায় যার আরতির গান,
যে অনন্তের পুণ্যময় পূত-পদ্মতলে
প্রীতি-ভরে পুষ্প-রাজি ঝ'রে পড়ে হায়,—
সে অনন্ত পথপানে যাইবে ভাসিয়া
লভিবারে জীবনের শ্রেষ্ঠপরি মতি ।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র শেঠ ।

রাজার কর্ত্তব্য ।

দেশে সকল সময়েই রাজা ছিল, এখনও আছে—ভবিষ্যতেও থাকিবে । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এইরূপেই চলিয়া আসিয়াছে, কলিযুগেও চলিতেছে, চলিবেও চিরকাল। সিংহাসন কখন শূন্য পড়িয়া থাকে না। রুসিয়া বল, জাপান বল, চীন বল, আর এই এসিয়াই বল, রাজ্য কখন রাজা শুন্য হয় নাই, একজন না একজন সকল সময়েই সিংহাসনে অধিষ্টিত আছেন। ইহার ব্যতিক্রম হয় না। তবে সিংহাসনে বসিলেই যে রাজা হওয়া হইল, প্রজারঞ্জন করা হইল—তাহা নহে, প্রজারঞ্জক রাজা যে সে হইতে পারে না। রাজকীয় যাবতীয় গুণে বিভুষিত না হইলে, রাজার যাবতীয় অমানুষিকগুণ সমূহে সমলঙ্কৃত না হইলে তাঁহাকে "রাজা" পদ বাচ্য করিতে পারা যায় না। একজন দস্যুও নিজ বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিতে পারে কিন্তু তাহা হইলেই সে যথার্থ প্রকৃতিরঞ্জক রাজা হইল না ? মহাকবি কালীদসে রঘুবংশে বলিয়াছেন—"রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ ।" মনুসংহিতা প্রভৃতি হিন্দুর আইন পুস্তকে রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আভিধানিক রঞ্জ্ ধাতু অন্ প্রত্যয় করিয়া রাজন্ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে রাজা প্রজাকে রঞ্জন করিতে পারে না, প্রজার অভাব অভিযোগ বুঝিতে পারে না, পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে জানে না, সে এই পরম পবিত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজোপাধি লাভ করিবার উপযুক্ত

---

[*] * প্রজারঞ্জক রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ।

নহে। সিংহাসনাসীন হইলেও হয় তিনি নগণ্য, না হয় প্রজাপীড়ক। "রাজা" আখ্যা লাভ করা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। সমগ্র প্রজাবর্গের ভাগ্য বিধাতা যিনি হইবেন তিনি ত নরাকারে দেবতা। বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে এ সৌভাগ্য কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে ?

পূর্ব্বে হিন্দুদিগেরও রাজত্ব ছিল। প্রজারঞ্জন, প্রজাপালন বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, জগতে বোধ হয় আর কোনও জাতির মধ্যে রাজাগণ সেরূপ প্রজাপালন করিতে পারিবেন না। আদিতে পৃথুরই রাজা আখ্যা ছিল; যে সে রাজা এ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারিত না "পৃথোরেবাদৌ রাজা ইতি সংজ্ঞা আসীৎ।" তাহার পর মহারাজা যুধিষ্ঠির, মহারাজা বলী, নল রাজা, মহারাজা হরিশ্চন্দ্র কত নাম করিব, ইহাদের ন্যায় প্রজাবৎসল রাজা জগতের কোনও দেশে কুত্রাপি জন্ম গ্রহণ করে নাই। প্রজাবর্গের সুখের জন্য ভগবান রামচন্দ্র সীতার ন্যায় পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। [মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রজার সুখের জন্য কি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন—এ সকল বহু পূর্ব্বের কথা। হিন্দু না করুন—অনেকে ইহা কবির কল্পনা বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বেও আমাদের হিন্দুরাজগণ প্রজাপালন বিষয়ে যে সকল কীর্ত্তি কলাপ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কয়জন রাজার আছে। বর্দ্ধমানের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা, নদীয়ার ধর্ম্মপ্রাণ আদর্শ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রজারঞ্জন বিষয়ে যে সকল মহানুভবতা ও উদারতা দেখাইয়া গিয়াছেন; অধুনা কোনও দেশের সম্রাটগণ কি সে প্রজাবাৎসল্য দেখাইতে পারিয়াছেন ? প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক, প্রজা ধর্ম্মপথগামী হইয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করুন—ইহাই তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। তাঁহারা ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া গুপ্তভাবে প্রজাবর্গের মনোভাব অবগত হইতেন; প্রজাগণ অধর্ম্ম করিতেছে কি ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে, সে বিষয়ে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। রাজায় প্রজায় সদ্ভাব থাকিলে যে রাজ্য চিরস্থায়ী হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিতেন। প্রজার সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগের বিষয় রাজার কর্ণগোচর করিতে হইলে, এখনকার মত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার পদ্ধতি প্রচলিত

ছিল না, প্রজাগণ সশরীরে রাজসমীপে উপনীত হইয়া আত্মদুঃখ বিবৃত করিতেন, রাজা স্বয়ং বা বিশ্বস্ত মন্ত্রী দ্বারা তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। আমাদের রাজাগণের প্রজাশাসন প্রণালী এইরূপই প্রচলিত ছিল। তার পর মুসলমান রাজত্বের কথা—এ রাজত্বেও আমরা কম সুখে ছিলাম না; ইংরাজি ইতিহাস বেত্তারা যাহাই বলুন—আমরা মুসলমানরাজত্বে যে বেশ সুখে ছিলাম তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় মুসলমানরাজত্বে আমাদিগকে অন্নের জন্য হাহাকার করিতে হইত না। দেশের মাটিতে চাষ করিয়া দেশোৎপন্ন বস্ত্রাদিতে লজ্জা নিবারণ করিয়া পরম সুখে কাল কাটাইতাম। দেশের টাকা দেশেই থাকিত, মুসলমান রাজাগণ আমাদের দেশেরই রাজা ছিলেন বলিয়া কোনও দ্রব্যই স্থানান্তরে যাইতে পাইত না, কাজেই আমাদিগকে অন্নাভাবে এরূপ হাহাকার, অর্থাভাবে এরূপ মর্ম্মপীড়ায় প্রপীড়িত হইতে হইত না। পরন্তু এখনকার অপেক্ষা তখন খরচও কম ছিল। দুই একজন সুবেদারের কথা ছাড়িয়া দিন। দিল্লীর সিংহাসনে হুমায়ুন, বাবর, আকবর সাহ প্রভৃতি সম্রাটগণের অধিষ্ঠান সময়ে প্রজানুরঞ্জন তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। এই জন্য এখনও আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" মসলেমগণের রাজত্ব সময়ে এমন অনেক নরপতিগণকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রজানুরঞ্জনে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আর যাহারা ভোগ বিলাসী, স্বার্থপর ছিলেন তাঁহারা প্রজারঞ্জনে অনাস্থাবান হইলেও দেশের রাজা, ভারতবর্ষ তাঁহাদের মাতৃভুমি ইহার প্রতি তাঁহাদের মায়ামমতা সমধিক ছিল, তাই তখন আমাদের সুখ ছিল, সচ্ছন্দ ছিল, শান্তি ছিল। আমরা দেশে থাকিয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিয়াছিলাম। হিন্দু রাজার প্রজাবাৎসল্য সকল রাজার আদর্শ। মুসলমানগণের প্রজাবাৎসল্য যে নিন্দনীয় ছিল—তাহা নহে, অনেকাংশেই প্রজাবর্গের অনুকূল ছিল। তাঁহাদের মধ্যে মন্দ রাজা যে ছিল না—এমন নহে। কয়েকজন ব্যতীত মুসলমান রাজত্বের অনেক নৃপতিই অমানুষিক রাজকীয় গুণে বিভুষিত ছিলেন। তবে আমরা তাঁহাদের চরিত্র চিত্রে যে অতি-রঞ্জিত-বহু-কলঙ্ক-কালিমা দেখিতে পাই, তাহা বোধ হয় ঐতিহাসিকগণের অতি রঞ্জনের দোষ। সে মুসলমান রাজত্বও এখন শেষ হইয়াছে। আমরা এখন ইংরাজ রাজত্বের অধীনে বাস করিতেছি,

বিদেশীয় ইংরাজ এখন আমাদের সম্রাট, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ইংরাজ ভারতের অধিবাসী নহেন, বাণিজ্য বপ্যদেশে আসিয়া সৌভাগ্যক্রমে রাজা হইয়াছেন, রাজাধিরাজ সম্রাট হইয়া ভারত রাজ্য শাসন করিতেছেন। বণিকবেশী ইংরাজগণের এ দেশের প্রতি তাদৃশ মায়া মমতা নাই, কারণ ইহা তাঁহাদের স্বদেশ নহে. আমরা তাঁহাদের স্বজাতি নহি, তাই আমাদের প্রতি, এই দেশের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। পরিবর্ত্তনশীল জগতে চিরদিন কখন সমান যায় না,কখন রাজা কখন ভিখারী—ইহাই নিয়ন্তার নিয়ম। এই জন্য ইংরাজ বণিকগণ যত পারেন এ দেশের উপাদেয় দ্রব্যসম্ভার স্বদেশে নীত করিতেছেন, বিনিময়ে অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছেন, ইহাতে রাজার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই। ইংরাজ আমাদের যে ভাবের রাজা; তাহাতে ধাত্মার্থ মূলক কোনও ভাবই নাই—অর্থাৎ প্রজারঞ্জন, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। ইংরাজ আমাদের প্রজাবৎসল রাজা নহেন, তাঁহারা ব্যবসায়ী-রাজা অর্থাৎ ব্যবসা করাই তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ; সকল প্রকার ব্যবসার ফাঁদ পাতিয়া ভারতবাসীর সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিব। ভারতবাসীর তাহাতে ইষ্ট কি অনিষ্ট হইল, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। তাহারা সুখে থাকিল, কি দুঃখে থাকিল, খাদ্যাভাবে মরিল কি বাঁচিল, তাহা দেখিব না, প্রজারঞ্জন করিব না, ব্যবসাদারী-ভাব পূর্ণ মাত্রায় রাখিব, অথচ ফাঁকি দিয়া পরম পবিত্র রাজোপাধীও উপভোগ করিব। ইহাঁদের উদ্দেশ্য "ডুডও খাব টামাকও খাব" কিন্তু তাহা কি হইতে পারে? পরম পবিত্র ধর্ম্মার্থমূলক দেবোপম রাজা উপাধীর সহিত ব্যবসায়ী ভাবরূপ তাম্রকুট সেবন নিতান্তই গডাচড়ের আবদারের মত বলিয়া বোধ হয়, শ্যাম ও রাখিব কূলও রাখিব—এইরূপ দুই দিক রাখিতে গেলে, কোনও দিকই রাখা হইবে না—পরন্তু উভয় দিকই নষ্ট হইবে। রাজ্য শাসন করিতে হইলে রাজবুদ্ধি ও মহত্ত্ব থাকা চাই। ব্যবসায়ী বুদ্ধি থাকিলে কি রাজ্য শাসন, প্রজাপালন, প্রজার সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে পিতার ন্যায় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারা যায়, দয়া-দাক্ষিণ্যাদিগুণসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ রাজাই রাজ্যের অলঙ্কার। যে রাজা প্রজাবর্গের সহিত সতত সদ্ভাবে থাকিতে পারেন, তাঁহার রাজত্ব ততই চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। সকল দেশের সকল রাজনীতির মূলে এই অমোঘ সত্যই বদ্ধমূল রহিয়াছে। কিন্তু

হে ইংরাজ! তোমার রাজনীতি ভিন্ন প্রকারের—যাহা সকলের সত্য, তোমার নিকট তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। রাজা তুমি রাজবুদ্ধি অনুসারে অগ্রে প্রজাবর্গের শান্তি বিধান কর, তাহারা সুখী হইলেই ত তোমার সুখ, নতুবা তোমার সুখ কোথায়? পুত্র অশান্ত হইলে পিতার যেমন কোন সুখই থাকে না, প্রকৃতিপুঞ্জ উচ্ছৃঙ্খল হইলে তদ্রূপ রাজারও মনের শান্তি থাকে না। ইংরাজ! তুমি সমগ্র ভারতের রাজা, ত্যোত্রিশ কোটী প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তোমার নিরীহ রাজভক্ত, রাজানুগত এরূপ অসংখ্য প্রজা পৃথিবীর আর কোনও রাজার নাই। পুর্ব্ব জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ পূণ্য বলে তুমি এই দেব-বাঞ্ছিত সিংহাসনের রাজা হইয়া, অসীম প্রজাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও এই শক্তিকে হেলায় অবহেলা করিতেছ। নতুবা তোমার রাজ্যে গোলযোগ হইবার কি কোনও কারণ আছে, যাহার এত কোটী শিক্ষিত অনুগত প্রজা সে রাজা ত' বিশ্বজয়ী! যদি তুমি যথার্থ প্রজাবৎসল রাজা হইতে, আমাদের সুখের জন্য যদি তোমার হৃদয় কাঁদিত, তাহা হইলে আমারাও তোমাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতাম, কিন্তু রাজা! তোমার সে বাৎসল্য কই? তুমি তোমার রাজশক্তির দোহাই ছাড়িয়া দিয়া, তোমার ম্যাকসীম্ গান, তোমার হাইলেণ্ডার সৈন্য, তোমার গোলাভরা বারুদ, তোমার লৌহকারাগারের কথা ছাড়িয়া দিয়া, একবার প্রজাবৎসল রাজার মত তোমার ভারত রাজত্বের আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে তাহাদের প্রাণের কথা জিজ্ঞাসা কর দেখি—তোমার কয়েকটী পোষ্য পুত্র ব্যতীত সকলেই বলিবে—"ইংরাজ রাজত্বে আর সুখ নাই"।

তোমর দেশীয় বণিকগণ কত দিকে কত প্রকারে আমাদের সর্ব্বস্ব লইয়া যাইতেছ; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে প্রজাবর্গের সুখের জন্য কি দিতেছ—যাহা দিতেছ তাহা আমাদের দ্রব্যের সহিত তুলনায় অতি তুচ্ছ; ইহাতেও যদি তোমরা প্রজারঞ্জক-রাজা বলিয়া স্পর্দ্ধা কর; প্রজার ভক্তি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা কর, তাহা কি ধৃষ্টতা নহে? রাজা নরাকারে দেবতা, রাজ্যের ঈশ্বর; রাজসিংহাসনে বসিয়া সেই ঈশত্ব সেই রাজশক্তির বিকাশভাব দেখাইতে না পারিলে সে রাজা রাজাই নহে। রাজা হইয়া কেবল অহঙ্কারমত্ত থাকিলে চলিবে না; প্রজারপ্রতি পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করা প্রত্যেক প্রজাবৎসল রাজার কর্ত্তব্য, তবে সে রাজা প্রজার নিকট রাজভক্তির দাবী করিতে

পারে, নতুবা প্রজা নানাপ্রকারে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা দেখিবে না—অথচ রাজভক্তির দাবী করিবে ইহা কি ন্যায় সঙ্গত? প্রজাবর্গ রাজারই নিকট সুখ দুঃখ নিবেদন করিবে রাজা তাহার প্রতিকার করিবেন ইহাই রাজার কর্ত্তব্য। আমাদের দুঃখের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে তথাপি রাজার নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া কোন ফল হইয়াছে কি? এই জন্য বলিতে হয়—রাজা! তোমার কার্য্যগুণেই ভারতবাসী প্রজাবৃন্দ তোমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের কথা ছাড়িয়া দাও। আমরা এই যে স্বদেশী আন্দোলন করিতেছি। আমাদের নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি। তুমি রাজা হইয়া, প্রজার সুখ-সৌভাগ্য-বিধান-কর্ত্তা হইয়া কেন তাহাতে হস্তারক হইতেছ? এত দিন আমরা বুঝিতে পারি নাই—এখন আমরা বুঝিয়াছি যে দেশীয় দ্রব্যের আদর না করিলে, বিলাসিতার মাত্রা একটু ঘা কমাইলে, আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় নাই। আমরা এই লক্ষীর ভাণ্ডার ভারতে থাকিয়া প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষে, নিদারুণ অন্নকষ্টে মারা যাইতেছি। আজ আমাদের দেশে প্রতিমণ চাউলের মূল্য ৭।৮৲ টাকা। যাহার ২৫৲ টাকা আয়, ৪।৫টী পোষ্য লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে—একবার ভাব দেখি। তুমি ত দেশের রাজা, প্রজা যদি অন্নাভাবে মারা যায়, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? তোমাকে রাজা বলিয়া, পিতা বলিয়া মানিতে পারিতাম, যদি তুমি এই দারুণ বিপদের সময়ে প্রজার সুখের জন্য, তাহাদের প্রাণ ধারণের জন্য, কোনও ব্যবস্থা করিতে, তাহা হইলে বুঝিতাম তুমি যথার্থ প্রজাপালন করিতেছ; কিন্তু কই তাহার কি কোনও বন্দোবস্ত করিয়াছ? বরং অনেকানেক স্থানে এই ভীষণ সময়ে প্রজার উপর এত অতিরিক্ত কর ভার চাপাইয়াছ যে তাহারা জর জর মর মর। মনুসংহিতায় রাজার কর ধারণ সম্বন্ধে কিরূপ লিখিত হইয়াছে, দেখুন—

"যথা ফলেন যুজ্যেতে রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম।
তথা বেক্ষ্যান্নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান।" মনু।

আর তুমি যেরূপ করিতেছ তাহাতে কি ইংরাজ! তুমি প্রজার নিকট হইতে বিশুদ্ধ রাজভক্তির আশা করিতে পার? স্বদেশী আন্দোলনে হয়ত

তোমার ব্যবসায় সামান্য মাত্র ক্ষতি হইয়াছে, অমনি তুমি অগ্নি শর্ম্মা হইয়া যাহাতে স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায় প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতেছ, ইহাতে কি ভারতবাসী প্রজাবর্গ ভক্তি-গদগদ-চিত্তে তোমার চরণ প্রান্তে পতিত হইবে; না তোমাকে প্রজারঞ্জক রাজা বলিয়া, প্রভু বলিয়া পূজা করিবে?

"রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট" আমাদের হিন্দুর রাজনীতি ইহাই স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে, আমাদের পুরাণাদিতেও ইহার জাজ্জ্বল্যমান বহু প্রমাণ রহিয়াছে। আজ তোমার রাজত্বে চারিদিকেই যে অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত, ইহার মূলীভূত কারণ ধরিতে গেলে কি তোমারই রাজশক্তি নহে? অতিরিক্ত ব্যবসাদারী বুদ্ধিই যে এই সকল অমঙ্গলের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্লেগ, বসন্ত, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়ায় দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে। তাহার উপর নানা প্রকার করভারে প্রজাবর্গ হাহাকার করিতেছে ইহার প্রতি কি তোমরা কিছুমাত্র কর্ণপাত করিয়াছ? তোমার রাজত্বে নিরন্ন ভিখারীরও নিস্তার নাই, তাহাকেও তোমায় কর প্রদান করিতে হয়, এরূপ কিন্তু আর কোনও রাজত্বেই ছিল না, তোমার রাজনীতির ইহাই নূতনত্ব।

হিন্দুর রাজত্ব সময়ে রাজনীতি কুশল, পরম ধার্ম্মিক, দয়াবতার রাজাগণ দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজাবর্গের রাজস্ব গ্রহণ করিতেন না; প্রজাবর্গের মধ্যে সর্ব্ববাদী সম্মত অশান্তি হইলে রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে ডাকাইয়া, তাহাদের আবেদন নিবেদন শ্রবণ করিয়া, তাহার যথার্থ প্রতিবিধান করিতেন; যাহাতে প্রজাবর্গ আর কোনরূপ অভাব অনুভব না করে, তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতেন। কই রাজা! আমরা ত প্রতি পদে তোমার নিকট আবেদন—নিবেদন করিয়াছি, কিন্তু তাহার কি কোনও প্রকার প্রতিবিধান করিয়াছ। তোমার আইন, তোমার আদালত সমস্তই আছে; বিনা অর্থে তথায় প্রবেশের অধিকার নাই; অথবা কোনও প্রকারে প্রবেশ করিলে ঠিক বিচারও হয় না, যাহার অর্থ আছে, তাহারই জয়-জয়কার দরিদ্রের সমস্ত পণ্ড। হিন্দু রাজনীতি কিন্তু তাহা নহে তাহারা বলে—"দুর্ব্বলস্য বলং রাজা"।

এখন দেখা যাইতেছে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়া অবধি তোমার

এবং তোমার প্রজাবর্গের মধ্যে যেন কেমন একটা বিসদৃশ ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে। তুমি মনে করিতেছ স্বদেশী আন্দোলনটাকে আর বিস্তৃতি লাভ করিতে দিবে না, তাহা হইলে তোমার ব্যবসার সমূহ ক্ষতি হইবে, প্রজাবর্গও মনে করিতেছে—আর আমরা প্রলোভনে ভূলিয়া আত্মহারা হইব না। এই জন্যই রাজায় প্রজায় মনোমালিন্য—এবং ইহাই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রূপে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাদের রাজা. যদি রাজবুদ্ধি দ্বারা ইহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে ইহা একেবারে দমন না হইলেও একটা সামঞ্জস্য ভাবে দাঁড়াইতে পারে। তোমাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইবে. নিজে রাজা হইবে—ইহা ভারতবাসীর ইচ্ছা নহে, কিন্তু তোমরা যেরূপ ভাব দেখাইতেছ যেন তোমাদের রাজ্য যায় যায় হইয়াছে। রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তি কখন সমকক্ষ হইতে পারে না—তাহা আমরা জানি, কিন্তু তাই বলিয়া বৃথা পদদলিত হইতেও কেহ ইচ্ছা করে না. বিষহীন সর্প সদাই নতশির কিন্তু বার বার তাহার উপর প্রহার করিলে সে প্রহারককে কি দংশাইতে চেষ্টা করে না! রাজা! আমাদের আর কি আছে. সবই ত তোমরা লইয়াছ আমারা ত এক প্রকার বিষহীন হইয়াছি; তাহার উপর আরও কত সহ্য করিব? তুমি রাজা আমাদের সর্ব্বপ্রকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা যাহা মনে কর তাহাই করিতে পার. কিন্তু রাজা! ইহাও মনে করিও যে তোমার উপরও একজন রাজা আছেন—যাহার কটাক্ষে শত শত রাজার রাজত্ব একেবারে ধ্বংশ হইয়া যাইতে পারে। সেই রাজার প্রতি চাহিয়া তোমার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলে কখনই তোমাদের পতন হইবে না; কিন্তু হে রাজন্! তাহা কি তুমি করিবে? এই যে সেদিন লালা লাজপৎরায় ও অজিৎসিংহ নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইল, তাহার কোন কারণ দর্শাইলে না. কোন বিচার আচার করিলে না, মনের কথা মনে রাখিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিলে, ইহাই কি প্রজাবৎসল রাজার কর্ত্তব্য? তোমরা হয় ত বলিবে তাহারা রাজবিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের প্রতি এই গুরুতম দণ্ড বিধান করিয়াছি। কিন্তু হে ইংরাজ রাজ! বিবেচনা কর দেখি প্রজাগণ রাজবিদ্রোহের সূচনা করে কেন” যে রাজত্বে রাজায় প্রজায় সদ্ভাব থাকে, রাজা প্রজার সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন সে রাজত্বে প্রজা রাজার বিপক্ষাচরণ করিবে কেন? হিন্দু রাজাকে

ভগবানের অবতার বলিয়া জানে—নিতান্তই মর্ম্মাহত না হইলে, তাহারা কখনই রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পাপ সঞ্চয় করিবে না। কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের জয় ঘোষণা করিয়া প্রাতঃরুত্থান সময়ে বলিত "জয়োস্তু পাণ্ডু পুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন যতো ধর্ম্মে. স্ততোহজয়''। রাজন! বল দেখি, কেন স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় দলের সৈন্যগণই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয় ঘোষণা করিত! যুধিষ্ঠির আত্মনির্য্যাতন সহ্য করিয়াও প্রজানুরঞ্জন করিতেন বলিয়াই ত তাহার মহত্ত্ব, তাহার গুণ গান, তাঁহার মঙ্গলকামনা সকলেই করিত। আর যদি যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের মত অধার্ম্মিক প্রজাপীড়ক হইতেন—তাহা হইলে স্বপক্ষ প্রজারাও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত. যাহাতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হয় প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিত। এই জন্য বলিতে হয় রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজার তাহার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ থাকিলে প্রজা কখন উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না; রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না, প্রজা হইতে রাজার কোনও প্রকার ভীতিসঞ্চারও হইতে পারে না। প্রজা সুখে থাকিলে সে যে চিরকালই রাজানুগত থাকিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? ইংরাজ! তোমরা এই বিশাল ভারত রাজ্যের সম্রাট, আজ প্রায় দুইশত বৎসর এই রাজত্ব শাসন করিয়া আসিতেছে। তোমরা ধন্য, বরেণ্য, কৃতার্থমন্য। শিক্ষিত এবং সুসভ্য ভারতের একছত্রধারী রাজা কিন্তু তোমাদের মধ্যে কি এমন সামান্য বিবেচক কোনও মন্ত্রীই নাই, যাহার মন্ত্রণা বলে ভারতের এই অশান্তি নিবারিত হয়! সামান্য বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত বুঝিতে পারে যে যখন সমগ্র প্রজামণ্ডলী আর্ত্তস্বরে চিৎকার করিতেছে, তখন তাহাদিগকে স্নেহ-কোমল-স্বরে আহ্বান করিয়া তাহাদের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করা উচিত, পিতার ন্যায় তাহাদের সকল দুঃখ দূর করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা রাজ্য ত ছারখারে যাইবে। অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া দোর্দ্দণ্ড রাজশক্তি প্রভাবে হীনবল প্রজাশক্তিকে নিষ্পেষিত করিবে ইহাই যদি তোমাদের মন্ত্রীর মন্ত্রণা হয় এবং ইহাই যদি তোমার মনোগত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের রাজত্বের আর শ্রেয় নাই ইহা নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাইবে।

এক্ষণে হে ইংরাজ! তোমার রাজশক্তি ধর্ম্ম-পরীক্ষার কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান, এ সময় তুমি কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হইলে যথার্থ প্রজারঞ্জক রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিতে না পারিলে তোমার রাজত্বে প্রজাগণের আর মঙ্গলের আশা নাই। হে রাজন্! যদি এই সময় প্রজাগণকে স্নেহের চক্ষে দেখ, রাজ পুরুষ গণের অত্যাচার প্রশমিত কর, নির্ব্বাসিত দুইটী ব্যক্তিকে স্বদেশে আনিয়া তাহাদের আত্মীয় স্বজনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পার, তাহা হইলেই বুঝিব তোমরা যথার্থ প্রজাবৎসল রাজা নামের যোগ্য, ত্রিলোকের একমাত্র অধীশ্বর পরম পিতা ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোমাদের উপর চির অক্ষুণ্ন থাকিবে; তোমাদের রাজত্ব পুনরায় শান্তিময় হইবে।

সম্পাদক।

বড় দিনের ছুটি।

বড়দিনের ছুটিতে অনেকেই দেশ ভ্রমণে বাহির হয়েন, ভ্রমনে সুবিধা ও আছে। প্রথমতঃ এ সময়ে রেলওয়ে কোম্পানী Concession টিকিট বিলি করিয়া থাকেন সুতরাং ভাড়ার কিছু সুবিধা হয়, দ্বিতীয়তঃ শীতকাল ভ্রমণে সহজে ক্লান্তি বোধ হয় না, শীতের সরঞ্জম প্রচুর সঙ্গে থাকিলেই হইল।

আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ লক্ষ্ণৌ চলিলেন, কেহ কলিকাতায় কংগ্রেস দেখিতে চলিলেন, কেহ বা "অসার খলু সংসারে সার শ্বশুর মন্দিরম্" চলিলেন। মোটের উপর সকলেই নিজ নিজ সুবিধা মত পথ দেখিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম—যাই কোথা, বাস্তবিক যাইবার কি আর জায়গা নাই। একবার ভাবিলাম কংগ্রেস দেখিয়া আসি, কলিকাতায় কংগ্রেস সুবর্ণ সুযোগ, তার উপর সরকার বাহাদুর পৃষ্ঠপোষক, প্রদর্শনী যতদুর বিরাট হইতে হয় হইবে। ইহা ছাড়া এলপাইন রেস আছে, থারসটনের ম্যাজিক আছে, হারমষ্টোনের সারকাস আছে আরও কত কি আছে। কিন্তু থাকিলে কি হয় আদত জিনিসেরই অভাব। রূপচাঁদ কই রূপচাঁদ ব্যতীত কিছুই হইবার যো নাই, সুতরাং কংগ্রেস দেখিবার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। সহর ভ্রমণে যাইব? রেলওয়ে কোম্পানীর দক্ষিণা দিয়া, প্যাসেঞ্জারের লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করিয়া এক কামরায় কুমড়া

বোম্বাই হইয়া Concession টিকিটে যাওয়া যে কি সুখের—তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। তবে যাই কোথা—জঙ্গলে? সহৃদয় পাঠক ও সহৃদয়া পাঠিকে মনে করিবেন না আমি বাণপ্রস্থের কথা বলিতেছি, সে সময় আমার আজও হয় নাই, অন্ততঃ আমার ইহাই ধারণা।

চিড়িয়াখানায় পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র জন্তু দেখিয়াছি, জঙ্গলে তাহারা কিরূপে নির্ভয়ে বিচরণ করে- সে দৃশ্য দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইল. আমরা তিন চারিটি বন্ধুতে মিলিয়া জঙ্গল ভ্রমণই স্থির করিলাম। একটা সুবিধাও জুটিয়া গেল, আমাদের সাহেব শিকারে যাইবেন—মির্জাপুর হইতে ২৫ মাইল দূরে তাঁহার তাঁবু পড়িতেছে, থাকিবার একটা আড্ডা হইল।

২২শে ডিসেম্বর বেলা একটার সময় ২খানি এক্কা করিয়া আমরা জঙ্গল ভ্রমণে বাহির হইলাম। আমাদের এক্কা মির্জাপুর মরিহান রাস্তা ধরিয়া বরাবর পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিল। ক্রমে সহরের সীমানা অতিক্রম করিয়া মাঠের মধ্যে পড়িলাম। দুই ধারে হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রাবলী, দূরে বিন্ধ্য গিরির শৈলমালা শোভা পাইতেছে। কিছু কম পাঁচ মাইল পথ রারকাচ্ছা গ্রামে এক্কা হইতে নামিলাম। এইখানে কিছু জলযোগ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরে পুনরায় এক্কা ছাড়া হইল। একায় ২৪।২৫ মাইল পথ যাওয়া যে কি সুখের তাহা. যিনি কখনও একায় চড়িয়াছেন তিনি জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।- এই অদ্ভুত যান প্রথমে একজন লোকের জন্য ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহাকে এক্কা বলা হইত, অধুনা ইহার উন্নতি হইয়াছে তিন জন লোকের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু নামের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ছয় মাইল পথ আসিয়া বারকাচ্ছা-পাশের নিকট আমাদের এক্কা হইতে নামিতে হইল। এইখানে পাহাড়ে উঠিতে হইবে। পাকা রাস্তা আছে—কোনরূপে ঠেলাঠেলি করিয়া, এক্কা পাহাড়ের উপর তোলা হইল উঠিয়া দেখি—পথ সমতলক্ষেত্র। দুই তিন মাইল দূরের উচ্চ পাহাড় বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই পাহাড়ের উপর দিয়া পাকা রাস্তা ধরিয়া আমাদের এক্কা চলিতে লাগিল। পাহাড়ের তলদেশে প্রস্তরফলকে বারকাচ্ছা-পাশ খোদিত দেখিয়া "খাইবার-পাশ বা বোলন-পাশের মত না হইলেও" একটা ছোট খাট পাহাড়ের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া

যাইতে হইবে—এইরূপ ভাবিয়াছিলাম। ইহার নাম যে বারকাচ্চা-পাশ কে রাখা হইয়াছিল, তাহা যিনি এই প্রস্তরফলক প্রোথিত করিয়াছিলেন, তিনিই বলিতে পারেন।

সাত মাইলের নিকট পথিপার্শ্বে একটি প্রস্তর বাঁধান কূপ দেখিয়া এই পাহাড়ের উপর মার্ত্তণ্ড-তাপ-তাপিত পথিকের পিপাসা নিবারণার্থ কোন মহাত্মা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—জানিতে কৌতূহল হইয়াছিল। আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তরুরাজি শোভিত সুন্দর রাস্তা ও শস্য শ্যামল ক্ষেত্রাবলী বড়ই চিত্তাকর্ষক। নয় মাইলের নিকট কোটয়া নামক ক্ষুদ্র পল্লী, ইহার পরই বারকাচ্চা ক্যাম্প। দানাপুর, বেনারস প্রভৃতি সৈন্য নিবাস হইতে প্রতিবৎসর শীতকালে সৈন্য সকল চাঁদমারির জন্য এই-খানে সমবেত হইয়া থাকে। দশ মাইল হইতে জঙ্গল আরম্ভ। রাস্তার দুই ধারে কেবল বন্য কুল ও বাঁশের বন। চৌদ্দ মাইলের নিকট ‘কুন্‌বিইনার’ নামক প্রস্তর বাঁধান কূপ। কুন্‌বি বংশীয় কোন মহাত্মা এই কূপও তদ্‌পার্শ্বে পথিকের আশ্রয়স্থল দুই তিনটি দালান নির্ম্মাণ করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এমন দিন ছিল—যখন ভারত-বাসী জলহীন দেশে জলাশয়, পথিপার্শ্বে অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া ধন্য হইত, আর আজকাল পূর্ব্বপুরুষের অক্ষয়কীর্ত্তিগুলি সংস্কারাভাবে ধ্বংশ হইতেছে আর বাবু তাড়িতালোকে অট্টালিকা শোভিত করিতে ব্যস্ত। আজ আমরা সভ্য।

এই কূপের নিকট কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় একা ছাড়া হইল। প্রায় এক মাইল আসিয়াছি, এমন সময় রাস্তার উপর একটি হরিণ দেখিয়া মনে যে কি হর্ষের উদয় হইয়াছিল -তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। ইহার পূর্ব্বে এক সঙ্গে ৩০।৪০টি হরিণ দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ আনন্দলাভ করি নাই। দূর হইতে আমাদের একার শব্দ শুনিয়া যখন উৎকর্ণ হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের প্রতি চাহিয়াছিল সে দৃশ্য বড়ই মনোরম।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চট্টপাধ্যায়।

BENGAL LIBRARY JUL. 1 07 WRITERS' BUILDINGS

একাদশ বর্ষ] আষাঢ় ১৩১৪। [তৃতীয় সংখ্যা

15.8.07

আলোচনা

Hawrah

95—

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিষয়	লেখকগণ	পৃষ্ঠা
পিশ নারীর মন্দির	শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	৫৭
বিদায়	” যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	৬২
কাবুলবিজয়ী মহারাজা যশোবন্ত সিংহ	” জোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ	৬৪
নিবেদন	” জীবেন্দ্র কুমার দত্ত	৭২
মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য	সম্পাদক	৭৩
বিস্মৃতি	প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি রচয়িত্রী	
স্বদেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ	” প্রবোধ চন্দ্র শেঠ	৭৩
গিরীজাপ্রসন্ন ও কয়েকখানি পত্র ও উত্তর	” সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	৭৫
পুনর্জ্জন্ম	” সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়	৮০

শ্রীঅমৃত লাল কুণ্ডু
ম্যানেজার—আলোচনা সমিতি,
১০৮, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

Printed and published by Nafar Chandra Dutta *at* The Salkia Printing Works, *Kaldanga Lane, Salkia, Howrah and published at* 108 *Punchanantola Road, Howrah.*

কবিরাজ শ্রীসতীশ চন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণের

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি মথিত

সোমেশ্বর রসায়ন

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি, হৃদরোগ, শ্বাসকাস,
ক্ষয়কাস, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণজ্বর, ধাতুক্ষয়

প্রভৃতি

পুরাতন জটিল রোগের একমাত্র মহৌষধ।

(যজ্জরা ব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজম্ তদ্রসায়নম্।)

যাহা সেবন করিলে সকল রোগের বিনাশ হয়, তাহাকেই রসায়ন বলে।

অম্লপিত্ত শূলরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ! এই "সোমেশ্বর রসায়ন" সেবন করুন। সেবনের পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়াঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গ নিবারণ হইবে। ১৫ দিন সেবন করিলে উৎকট ব্যাধি অম্লরোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। আহারান্তে যাহাদের পেটে ভাত থাকে না, তাহারা ২।৩ মাত্রা ঔষধ সেবন করিয়াই আশ্চর্য্য ফল অনুভব করিবেন; দেখিবেন, পরদিন বমনের উদ্রেক পর্য্যন্ত হইবে না। শরীর দুর্ব্বল না থাকিয়া সবল হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ বা দমকা মল নিবারণ হইবে। অম্লজনিত হৃদরোগ যথা—বুক দুড়দুড় করা, বুক ধড়ফড় করা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি আরাম হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে—সেবন করুন, জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে; অগ্নিমান্দ্য দূরে যাইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

সহজ শরীরে সেবন করুন—ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, শরীর আরও মোটা হইবে, গায়ের বল আরও বৃদ্ধি পাইবে, দুশ্চিন্তা দূর হইয়া মনে স্ফূর্ত্তি পাইবেন।

৪ আউন্স এক শিশি ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা। ৩ শিশি ২৸০ আনা, মাশুলাদি ॥৵০ আনা। ৮ আউন্স এক শিশি ১৸০ আনা, মাশুলাদি ।০ আনা। ৩ শিশি ৫৲ টাকা, মাশুলাদি ১৲ টাকা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য।

আলোচনা ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১৪

পিশ্‌নারীর মন্দির।

—(০)—

জব্বলপুর সহর হইতে দুই তিন ক্রোশ দুরে, সাতপুরা পর্ব্বতমালার পার্শ্ব দিয়া যে পথ বরাবর ভৃগুক্ষেত্র বা ভেড়াঘাটে গিয়া পৌঁছিয়াছে, এই পথের ধারেই "পেশ্‌নারীর" মন্দির বা দেউল। যাঁহারা মীরগঞ্জ ষ্টেসন হইতে নামিয়া নর্ম্মদা প্রপাত দেখিতে গিয়াছেন, তাঁহারাও বোধ হয়—পর্ব্বতের সমুচ্চশিখরমালার উপর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটী মন্দির দেখিয়াছেন। ইহাই পিশ্‌নারীর মন্দির বা দেউল।

এই পিশ্‌নারীর মন্দির বা দেউলের সহিত একটী অপূর্ব্ব কিম্বদন্তীর সংস্রব আছে। সেটুকু আমি জব্বলপুর অধিবাসকালে স্থানীয় ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম। কথাটা কতদুর সত্যের উপর স্থাপিত, তাহার বিচারের আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। অনেক কিম্বদন্তীর প্রহেলিকাময় আবরণের মধ্য হইতে সত্যের আবরণ খসাইতে গেলে—তাহার আর সে শ্রী-সৌন্দর্য্য মধুরত্ব থাকে না।

পিশ্‌নারীর মন্দির আজকাল একটী অতি ক্ষুদ্র মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। তাহার কোন অংশ খসিয়া পড়িতেছে, কোন অংশের উপর গাছ পালা গজাইতেছে, কোথাও বা প্লবঙ্গকুলের সুখময় বিরাম ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থিত বলিয়া—এ দুরূহ দুরাবগম্য স্থানে কষ্ট করিয়া কেহ উঠিতে চায় না। পাহাড়ের উপর পাহাড়, তার উপর বড় বড় গাছ পালা-লতাগুল্ম। নীচে হইতে দেখিলে বোধ হয় শাখা প্রশাখা যেন আর একটু হইলেই নীলিম-গগণের শুভ্রকান্তি মেঘগুলিকে ছুঁইয়া ফেলিবে।

ভেড়াঘাটের যাত্রীদের সুবিধার্থে গভর্ণমেণ্ট সরকারী ব্যয়ে পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটী অপ্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ একটী সমতল ভূমির উপর দিয়া এই রাস্তাটী চলিয়া গিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে

ফিরিয়াছে। এই বাঁকের মুখ হইতেই চড়াই ওৎরাই আরম্ভ। এইখান হইতেই বুঝিতে পারা যায়—যে পথটী ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন অবস্থার উপত্যকা মধ্যগামী।

যেথানে পিশ্‌মারীর মন্দির—এক দরিদ্রা রমনীর স্মৃতিচিহ্ন বুকে ধরিয়া জল ঝড় ঝঞ্চা প্রভৃতির আক্রমণ সহ্য করিয়া আজও অটলভাবে তাহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে—সেই স্থান হইতে পাহাড়ের উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রায় এক মাইলের উপর পথ অতিবাহিত করিলে প্রাতঃস্মরণীয় রাজ্ঞী কুলেশ্বরী রাণী দুর্গাবতীর গড়মণ্ডলের বিস্তৃত রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! কালধর্ম্মে তাহার কিছুই নাই—ক্রমশঃ সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িতেছে—মেরামতের অভাবে সেই মহামহিময়ী রাজ্ঞী একান্ত রক্ষিতা স্মৃতিচিহ্ন ক্রমশঃ বিস্মৃতির গর্ত্তে মগ্নমান হইতেছে।

• • • • • •

রাণী দুর্গাবতীর গড়মণ্ডল রাজধানী বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার উপর প্রতিস্থাপিত ছিল। এখন সেই অসংখ্য জনপুর্ণ-সৌধমণ্ডিত-কোলাহল সংক্ষুব্ধ গড়মণ্ডলের অস্তিত্ব "গড়া" নামক এক ক্ষুদ্র গণ্ড গ্রামেই পর্য্যবসিত। এই গড়া গ্রামে কয়েক ঘর জমিদার (জিম্‌দার) ও তন্তুবায় কুলের বাস আমরা—জিম্‌দার - বা জমিদারকুলের কিছু পরিচয় প্রদান করিব। জমিদার বলিলে—কেহ যেন বাঙ্গলার ধনশালী ঘৃত-দুগ্ধ-বিলাস-ব্যসন-পরিপুষ্ট জমীদার-স্মৃতি কল্পনার চক্ষে না আনিয়া ফেলেন। এই সকল জমিদারের অবস্থা অতি সামান্য। কয়েকখানি মৃৎকুটীর—বা যাহার অবস্থা খুব ভাল—তাহার পক্ষে দুই একটী বড় বড় মাঠ কোঠাই যথেষ্ট।

একাওয়ালা ধীরে ধীরে চলিতেছে। আমরা দেখিলাম পথের ধারে কয়েকখানি কুটীর। বোধ হয় ২৫।৩০ ঘর লোকের বাস সেই গ্রামে। একখানি বাটীর সম্মুখের একটু উন্মুক্ত ক্ষেত্রে এক খাটিয়ার উপর উপবিষ্ট একজন হিন্দুস্থানী। তাহার মুখে গড়গড়ার লম্বা নল। আর তার চারি পাশে—কতকগুলি লোক—স্থিরভাবে উপবিষ্ট। দুইজন লোক ইহাদের একজন যুবক ও অপর জন যুবতী—সম্মুখে জোড় হাতে দণ্ডায়মান। অনুভবে বুঝিলাম—কোন একটা কিছুর বিচার হইতেছে।

আমরা যে অনুমান করিয়াছিলাম—তাহা সম্পূর্ণ অমূলক নহে। সত্য সত্যই একটা মামলার বিচার হইতেছে। একটা লোক সেই সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিল—তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—যিনি খাটিয়ার উপর বসিয়া নল লাগাইয়া তামাক্ খাইতেছেন—তিনিই "জিম্‌দার"। আর সেই পুরুষটী একটী কুলকামিনীকে কুলের বাহির করিয়াছিল—তজ্জন্য তাহার স্বামীর আরজ অনুসারে আজ সে জমিদারের নিকট অপরাধী বেশে দণ্ডায়মান। এই অপরাধ প্রমাণ হইলে লোকটী দৈহিক ও সামাজিক শাস্তি পাইবে।

দৈহিক শাস্তি—নাক মোলা, কান মোলা, সময়ে সময়ে বেত্রাঘাত—যোড় করে সকলের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা আর জমিদারের ইচ্ছামত দশ বিশ টাকা জরিমানা। আর সামাজিক শাস্তি, হুকা নাপিত বন্ধ, সমাজে চলাফেরা বন্ধ, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মস্তক মুণ্ডন ও ভোজ প্রদান। জমিদারের বিচার প্রায়ই চুড়ান্ত বিচার বলিয়া গণ্য হয়। কেহ এই বিচারের অবমাননা করিয়া আদালতে গেলে—তাহার ঘর জ্বালাইয়া বা অন্যবিধ অত্যাচারে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করা হয়।

• • • • • •

যে পাহাড়ের উপর পিশ্‌নারী মন্দির, আমরা তাহার তলদেশে উপস্থিত হইলাম। একাওয়ালা একার ঘোড়াকে স্বাধীনতা প্রদান করিল। ঘোড়াটা লাফাইতে লাফাইতে উপত্যকার বক্ষজাত—দীর্ঘাকার নধর তৃণক্ষেত্রে প্রবেশ করিল।

পর্ব্বতের উপরে উঠিবার কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই। তবে কষ্ট করিয়া উঠিতে হইবে। যদি উঠিতে উঠিতে কোনরূপে পদস্খলন হয়—তাহাহইলেই সর্ব্বনাশ। একবারে নীচের গভীর খাদে জীবলীলার অবসান। একাওয়ালা বলিল—আরও এক ক্রোশ গেলে এই মন্দিরে উঠিবার পথ পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না।

একটু চেষ্টায় একজন লোকের যাতায়াতের উপযুক্ত ক্ষুদ্র পথ বাহির হইল। কিন্তু পথটী মধ্যে লতাগুল্মাদির দ্বারা আবদ্ধ। আমরা এই পথই ধরিলাম। এক একজন করিয়া সেই ক্ষুদ্র পথ ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রায় এক কোয়াটার কাল পথ চলিবার পর গাত্র বহিয়া

দর দর করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। আমরা মনে মনে ভাবিলাম—প্রকৃতির নিষেধ অমান্য করিয়া অতি অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছি।

যাহা হউক্—কখন বিশ্রাম, কখন উর্দ্ধাবরোহন, কখন উপত্যকা মধ্যবাহী নির্ঝরিণীর জলধারা পান—কখন ছায়াময় বৃক্ষতলে শয়ন—এইরূপ করিয়া একঘণ্টার উপর পরিশ্রমের পর আমরা সেই পিশ্‌নারী মন্দিরের প্রথম সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলাম।

সেই স্থানের চিত্ত-বিমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই। উপরে অনন্তব্যাপী-দিকদিগন্তে-প্রসারিত-মেঘশূন্য নীলাকাশ। উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্ব পশ্চিমে চারিদিকেই সমুন্নত শৈলমালা। সেই শৈলশ্রেণীর উপর ক্ষুদ্র বৃহৎ শাখাপ্রশাখাসমন্বিত অসংখ্য পাদপরাজি। সেই পাদপরাজির আশে পাশে বনজ গুল্মলতা ফুলের স্তবকে শোভিত। উপত্যকা মধ্যবাহিনী, ক্ষীণকায়া ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী বিনাশব্দে উপলগর্ভ প্লাবিত করিয়া নর্ম্মদায় মিশিতে গিয়াছে। আর আমরা সেই পর্ব্বত-প্রাচীরবদ্ধ ক্ষুদ্র উপত্যকায় দাঁড়াইয়া বিশ্ববিধাতার মহাশ্চর্য্যে বিমুগ্ধ ও আত্মহারা।

• • • • • •

আমরা সকলে সেইখানে বিশ্রাম করিলাম। বাড়ী হইতে স্নানাদি সারিয়া গিয়াছিলাম। এই উপত্যকার শান্তি সৌন্দর্য্যময় শব্দশূন্য বিরাম ভূমিতে একটু ছোট খাট "পিক্ নিকের" আয়োজন করিতে সকলেই ব্যগ্র হইলাম। সঙ্গে খাবার ছিল। সকলে তাহা ভাল করিয়া খাইলাম, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ নির্ঝরিণীর মধুর ধারা পান করিলাম। ক্লান্ত শরীরে পুনরায় নব জীবন ফিরিয়া আসিল। কলিকাতার শকট-ঘর্ঘর-নিনাদিত-সৌধমালা-সমন্বিত জনকোলাহলপূর্ণ কৃত্রিম সৌন্দর্য্য যেন এই ক্ষুদ্র উপত্যকার বিরাট সৌন্দর্য্যের তুলনায় আমাদের চক্ষে অতি মলিন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পিশ্‌নারীর মন্দিরে উঠিবার পথও বড় সহজ নয়। প্রায় দুইশতের উপর প্রস্তরমণ্ডিত সোপান সমূহ অতিক্রম না করিলে উপরে উঠা অতি অসম্ভব। আমরা অগত্যা তাই করিতে আরম্ভ করিলাম। সোপানগুলি এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত, যে তাহা অতিক্রম করিতে কষ্ট বোধ হইল না।

প্রত্যেক কুড়িটী সিঁড়ির পর একটী বড় চাতাল। এই চাতালে বসিয়া বিশ্রাম কর—ক্লান্তি দূর কর।

এই সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিল। ক্লান্তিও যথেষ্ট হইয়াছে। উপরে উঠিয়া এমন কিছু স্থাপত্য সৌন্দর্য্য দেখিলাম না, যাহাতে চিত্ত বিমোহিত হইতে পারে। তবে যে মহৎ উদ্দেশ্যে পতিব্রতা কামিনী তাহার দরিদ্র স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে পর্ব্বতমালাবেষ্টিত উপত্যকা মধ্যে বহু পরিশ্রমে—বহু ব্যয়ে এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে—তাহা অতি গৌরবময়। বোধ হয়—কলিকাতার অক্টারলোনী মনুমেণ্ট আর বিলাতের ট্রাফালগার স্কোয়ারের "নেলসন্ স্তম্ভ" অপেক্ষা ইহার গৌরব অল্প নহে।

"পিশ্‌নারী" শব্দের অর্থ যে হস্ত দ্বারা গম পিশিয়া আটা তৈয়ার করে। এই পিশ্‌নারীর নাম আমরা জানিতে চাহি নাই। তবে সে অতি দরিদ্র ছিল। নিত্য গম স্বহস্তে পিশিয়া সে গড়ার অধিবাসীদের নিকট বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। পিশ্‌নারী পতিব্রতা—স্বামী তাহার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। অকালবৈধব্যে পিশ্‌নারীর জীবনের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। পিশ্‌নারী স্বামীহারা হইয়া বড় কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল। রাণী দুর্গাবতী তাহার স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। আর সে দরিদ্রা বলিয়া কি সে কাজ পারিবেনা! এইরূপে দুরাশাপরিচালিত হইয়া পিশ্‌নারী এই পর্ব্বতের উপত্যকায় তাহার স্বামীর স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের চেষ্টা করিল।

কিন্তু তাহার সহায় নাই, সম্পত্তি নাই—আছে কেবল প্রতিজ্ঞা, আর প্রাণের পবিত্র ইচ্ছা। পিশ্‌নারীর এক সহোদর ছিল। পুণ্যবতী রমণী সেই সহোদরের সহায়তায় এই দুষ্কর কার্য্য সংকল্পে পরিণত করিবার চেষ্টা করিল।

ভাই বোনে সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর উপত্যকা মধ্যে অগ্নি জ্বালাইয়া—গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত,পাহাড়ের বুক হইতে পাথর কাটিতে লাগিল। আগুন জ্বালাইতে হইল—কারণ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয়। তাহারা খুঁজিয়া পাতিয়া একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের গা হইতে ক্রমশঃ প্রস্তর সঞ্চয় করিতে লাগিল। দিনের পর দিন গেল, ঋতুর পর ঋতু পরিবর্ত্তন হইল,

বৎসর কাটিল, এক বৎসরের পরিশ্রমে স্তূপাকার প্রস্তর সঞ্চিত হইল।

কিন্তু এই প্রস্তর গাথিয়া মন্দিরে পরিণত করা ত চাই। শিল্পীগণের ও রাজ মজুরের মূল্যই বা দেয় কে? পিশ্‌নারী রমনী আটা বিক্রয়ে কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল। সেই সঞ্চিত অর্থের সহিত তাহার অলঙ্কার ও তৈজস্‌-বিক্রয়-লব্ধ অর্থগুলি মিশাইল। বেশী মজুরী স্বীকার করিয়া রাজ মজুর লইয়া গেল। রাজ মজুরেরা যেরূপ উপায়ে পাথর কাটে, সিঁড়ি গড়ে তাহা দেখিয়া লইয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দিল। নিজেরা দুই ভাই বোনে স্বহস্তে সেই কীর্ত্তিস্তম্ভের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিল।

সে আজ অনেক দিনের কথা। সে পতিব্রতা পিশ্‌নারীর দেহ শ্মশানে ছাই হইয়াছে—তাহার সহোদরের দেহও পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে কিন্তু এখন আছে—তাহার পাতিব্রত্যের, উদ্যমের, পবিত্র সংকল্পের অক্ষয় স্মৃতি-চিহ্ন—কালের কঠোর হস্ত অনেক চেষ্টায় আজও তাহার বিলোপসাধন করিতে পারে নাই। আর পিশ্‌নারি! সে অনন্ত লোকে স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া দেখিতেছে—দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া—তাহার কীর্ত্তি কলাপ আজও সোৎসুক নেত্রে দেখিয়া যাইতেছে ও তাহাকে ধন্য ধন্য করিতেছে।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বিদায়।

এস সতি, সুখে-রও বিদায় আশীষ লও
প্রণামের প্রতিদান হৃদয়ের সনে;
এস লও আলিঙ্গন, প্রেমে মাখা এ চুম্বন
গেঁথে রাখ এ স্মিরিতি সদা তব মনে।
কেন সখি ম্লানমুখ, কেন বা কাঁপিছে বুক,
ছল ছল চক্ষু দুটী নীরব ভাষায়
কেনগো চাহিয়া রয়, অস্ফুরন্ত কথা কয়
কিবা হৃদয়ের ব্যথা কাতরে জানায়।

ছিঃ! ছিঃ! মুছে ফেল মুখ,   শান্ত কর ক্লান্ত বুক,
কেন হেন দুর্ব্বলতা? নূতন তো নয়!
ও বুকে সয়েছে ঢের,   আরো স'তে হবে ফের,
যতদিন পৃথিবীতে এ জীবন রয়।
বাঁধ সখি বুকে বল   হোয়োনা এত বিকল
প্রসন্ন অন্তরে দাও আমারে বিদায়।
তোরি বলে বলবান্,   করিয়ে এ হৃদিখান
বিদেশে কাটিবে কাল স্মিরিতি সহায়!
কি জানি দৈবের বশে   জীবতারা যদি খসে
বিদেশে, আবার যদি দেখা নাহি হয়,
না, না, অমঙ্গল কথা   কয়ে নাহি দিব ব্যথা
তবু গো, দৈবের মনে কি জানি কি রয়!
যাই হোক্ নাহি ভয়   সম্বন্ধ যাবার নয়,
ইহলোক পরলোকে বাঁধা দু-হৃদয়,
তবে কেন হা হতাশ,   কেন বা এ দীর্ঘশ্বাস,
বিষাদ কালিমা কেন মুখে মাখা রয়?
একবার হাসি মুখে   দাও গো বিদায় সুখে
অশ্রুর মুকুতামালা পরায়ে গলায়;
তাই নিয়ে যাব চলে   রব তথা তারি বলে
ক্লান্ত প্রাণ শান্ত হবে শত অদেখায়।
স্মৃতি তো যাবার নয়,   তাতেই গো সুখোদয়,
মনে মনে সদা প্রাণ কত কথা কয়;
কুসুম কোমল হৃদি   আশা বক্ষে নিরবধি
বিচ্ছেদ তরঙ্গোচ্ছ্বাস চাপা দিয়া রয়।
অতএব কেন আর   বিষাদে হৃদয় ভার,
এস সখি, দাও তবে পূর্ণ আলিঙ্গন,
প্রসন্ন বদনে চাও   আর সব ভুলে যাও
ঢেকে ফেল যত আছে হৃদয় বেদন।

অশ্রুজল সম্বরিয়া   প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া
ছেড়ে দাও ওই দেখ বেলা বয়ে যায় ;
যেতেই যখন হবে,   বল সখি, 'এস তবে'
যাই তবে, যাই সখি, বিদায়, বিদায়।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

কাবুলবিজয়ী মহারাজ যশোবন্ত সিংহ।

একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী—সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী—চূড়ার পর চূড়া যেন মেঘের কোলে মেঘ বলিয়া দূর হইতে ভ্রম হইতেছে। সেই পর্ব্বতমালার পাদদেশে প্রশস্ত মাঠের উপর সারি সারি সজ্জিত পটবাস। শ্বেতরক্তনীলপীতবর্ণ অসংখ্য পতাকা শিবিরচূড়ায় উড়িতেছে। অসংখ্য বস্ত্রমণ্ডপ সারির পর সারি—গীতবাদ্যে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই বিজন পর্ব্বতভূমির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মোগলের অসংযত জয়ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিতেছে। বহু আয়াসে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পরিচালনায় মোগল সেনা দুর্দ্ধর্ষ আফ্‌গান্‌ বিদ্রোহীগণকে পরাজিত করিয়া আজ পর্ব্বতরাজ হিন্দুকুশের পাদমূলে বিশ্রাম লভিতেছ। চারিদিকে আনন্দ, চারিদিকে কলরব—মদ্যপের অসম্বদ্ধ চিৎকারের সহিত বাদ্যের সংমিশ্রন হইয়া এক বিকৃত ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ বিকট চিৎকার করিতেছে, জয়শ্রীমণ্ডিত যবনবাহিনীর আনন্দরোলে পর্ব্বতপ্রদেশ কম্পিত হইতেছে।

কিন্তু তিনি কোথায়? যিনি এই উৎসবের প্রধান পুরোহিত, যিনি স্বহস্তে মোগলের বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়াছেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ যশোবন্ত কোথায়! তিনি কি এই উৎসবে মত্ত হইয়াছেন?—না। তিনি কি কোন গোপনীয় রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন?—না। তিনি কি তবে

যুদ্ধক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন?—তাহাও নহে। তিনি ঐ ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী-পার্শ্বে নিভৃতে শিলাখণ্ডোপরি একাকী উপবিষ্ট। হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া অনন্যচিত্তে তিনি কি চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার চিন্তা-রেখাঙ্কিত ললাট, অবনত চক্ষু, মুহুর্মুহুঃ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস, অন্তর্নিহিত গভীরতর শোকের পরিচয় দিতেছে!

কেন? তাঁহার শোক কিসের? সুবিখ্যাত যবন সেনাপতিগণ যে কার্য্য সাধিতে পারেন নাই তিনি একা সেই দুরূহ কার্য্য সগৌরবে সমাধা করিয়াছেন। তাঁহার মত মানী ও সুখী কে?

না—আজ তাঁহার জীবনের এক মহাশোকের দিন। আজ তিনি তাঁহার নয়নের পুত্তলী, হৃদয়ের আনন্দ, জীবনের সুখ, বার্দ্ধক্যের যষ্ঠি, ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী কুমার পৃথিসিংহের শোচনীয় হত্যাকাহিনী গুপ্তচর মুখে শুনিয়াছেন; আজ শুনিয়াছেন, যে আরংজেবের আদেশে সুদূর কাবুলে আসিয়া তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন, যাহার মঙ্গলের জন্য রাজপুত হইয়া রাজপুতের বক্ষশোণিত পান করিয়াছেন, যাহার রাজ্য রক্ষার্থে মহারাষ্ট্রবীর হিন্দুগৌরব শিবজীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন—সেই আরংজেব তাঁহার প্রাণসম বীর পুত্রের হত্যায় তৃপ্ত না হইয়া তাঁহার হত্যার জন্য গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিয়াছেন তাঁহার জীবনসঙ্গিনী পুত্রশোকে পাগলিনী হইয়াছেন—আর শুনিয়াছেন, তাঁহার গর্ভবতী পত্নীকে হত্যা করিতে দুরাত্মা মারবারে চর পাঠাইয়াছে।

অপরের দুঃখ দেখিলে যশোবন্তের চক্ষে জল আসিত, তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিতেন; আর আজ তাঁহার নিজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, জীবনের সুখদিন চিরতরে নিভিয়া গিয়াছে, পৃথিবী শূন্যময় বোধ হইতেছে—কিন্তু নয়নকোণে এক বিন্দু অশ্রু নাই—শোকানলে অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে।

আজ তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের গৌরবস্মৃতি একে একে মনে জাগিতেছে—তাঁহার শৈশবের সাহস, বাল্যের তেজস্বিতা, যৌবনের বীরত্ব, জীবনের প্রতিজ্ঞা একে একে মনে পড়িতেছে। তাঁহার মহিমামণ্ডিত বীর-জীবনের ছবিখানি আজ চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতেছে। মোগলের দারুণ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া যে হৃদয় এতদিন অটলরূপে সংরক্ষিত ছিল, আজ তাহা শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে।

যশোবন্ত কি ভাবিতেছেন? ভাবিতেছেন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতে যে পণ করিয়াছিলেন, সে পণ কোথায় রহিল? যে প্রতিশোধ কামনায় ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া সারাজীবন যবনের দাসত্ব করিয়াছেন—সে পিপাসার শান্তি হইল কৈ? স্বর্ণসুযোগ ত্যাগ করিয়াছেন—শিবজী ও জয়সিংহের সহিত মিলিত হইয়া যদি তিনি মোগল সিংহাসনের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিতেন, যদি রাজপুতের বিক্ষিপ্ত বীর্য্যবহ্নি একত্র করিয়া পাপ যবন সাম্রাজ্যে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন, তাহা হইলে এতদিন সে সাম্রাজ্য ভস্মস্তূপে পরিণত হইত। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম, অসাধারণ বীরত্ব, সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি নিজহস্তে মোগলের জয়স্তম্ভ গড়িয়া তুলিয়াছেন।

* * * * * *

যশোবন্ত ভাবিতেছেন, আর দেশে ফিরিয়া কি করিবেন? কৃতঘ্নতার প্রতিশোধ লইবেন? পাপাত্মা আরংজেবের রক্তে কুমারের তর্পণ করিবেন? এখনও রাজপুতানায় বীর আছে, এখনও প্রতাপসিংহের বংশধর, উদয়পুরের মহারাণা, রাঠোর শিশোদীয়বংশ জীবিত আছেন—এখনও রাজপুতানার ভস্মস্তূপের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত আছে। কিন্তু আরংজেবের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেও কি তাঁহার ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া লাগিবে? যে আগ্নেয়গিরি তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, তাহা নির্ব্বাপিত হইবে? যুদ্ধে অনেক যবন মরিবে—অনেক রাজপুতও মরিবে—কিন্তু তাঁহার যন্ত্রণার শান্তি হইবে না। না—যশোবন্ত দেশে ফিরিবেন না।

আজ পূর্ণিমা তিথি। কিন্তু আকাশ দেখিয়া কে বলিবে আজি পূর্ণিমা? পরিষ্কার উজ্জ্বল দিবসের পর তমোময়ী সন্ধ্যার আগমনের সহিত নিবিড় কৃষ্ণমেঘে গগন ছাইয়া ফেলিল। অন্ধকারে জগৎ সমাচ্ছন্ন হইল—মেঘাভ পর্ব্বতমালা ঘনীভূত অন্ধকারবৎ ভীষণতর দেখাইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় এক প্রহর গত হইল—মহারাজ তখনও সেই শিলাতলে। এদিকে শিবিরে তাঁহার অন্বেষণ আরম্ভ হইয়াছে, সৈন্যগণ বড় বড় মশালহস্তে এদিক ওদিক ছুটিয়া খুঁজিয়া দেখিতেছে।

বহুক্ষণ চিন্তার পর ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া যশোবন্ত ধীরে ধীরে শিবিরাভিমুখে চলিলেন। সেই ভীম অন্ধকার ভেদ করিয়া, দুর্গম পার্ব্বত্য

পথ বহিয়া নীরবে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। সৈন্যকটকে জয়ধ্বনি উঠিল।

শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, যে সে রাত্রে তিনি পূর্ণিমার উপবাস করিবেন এবং কেহ যেন তাঁহার নিকটে না আসে।

যবনের বিষাক্ত অন্ন সেদিন গ্রহণ করিলেন না।

চিত্তসংযমে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা থাকিলেও, তাঁহার কণ্ঠস্বরের সহিত যে অস্ফুট কাতরতাটুকু মিশিয়াছিল, তাহা তিনি চাপিতে পারেন নাই। সকলেই বুঝিয়াছিল যে তাঁহার হৃদয়ে কিছু গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। সারাদিন উৎসবের পর যবনশিবির নিদ্রিত হইয়াছে। কেবল জাগিয়া আছেন—স্বয়ং মহারাণা। স্বর্ণদীপে সুগন্ধী তৈল পুড়িতেছে—মুক্তাখচিত পুষ্পদামে নানাজাতীয় বনকুসুম শোভা পাইতেছে। দীপের সম্মুখে বসিয়া যশোবন্ত একখানি চিত্র দেখিতেছিল, বারম্বার দেখিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না—কপোল বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। রাণা—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, বাহ্যজ্ঞানহীন। এ চিত্রখানি কুমার পৃথ্বিসিংহের।

কিয়ৎক্ষণ পরে যশোবন্ত উঠিলেন—রাশীকৃত পুস্তকের মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করিয়া তাহার একস্থানে খুলিয়া পড়িলেন। পাঠান্তে উন্মাদের ন্যায় হাসিয়া উঠিলেন। নিভিবার আগে দীপ জ্বলিল।

যশোবন্তের শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ঐ পুস্তিকায় তাঁহার সান্ত্বনার বীজ নিহিত ছিল—উহাতে তাঁহার মৃত্যুসময় লিখিত ছিল—সেই পূর্ণিমা রজনীর দ্বিপ্রহরে তাঁহার কর্ম্মরঙ্গভূমে শেষ যবনিকা পতিত হইবে। তাই তাঁহার এত আনন্দ।

দ্বিপ্রহরের আর অধিক বিলম্ব নাই। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে—মধ্যে মধ্যে সেই সূচীভেদ্য নীরব অন্ধকার ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। পূর্ণিমা-রাণীর দ্বিপ্রহর মেঘসঙ্কুল বর্ষার অমানিশার অপেক্ষা ভীষণতর দেখাইতেছে। যশোবন্ত কটিবদ্ধ হইতে তাঁহার বড় আদরের তরবারি মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত করিলেন—ইতিপূর্ব্বে এই তরবারি

তাঁহার জীবন অপেক্ষা প্রিয় ছিল। তারপর একে একে সমস্ত পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলেন; কৌপিন পরিলেন। হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া আচমনান্তে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

যোগী যশোবন্তের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, অন্তর বাহির সমান হইয়াছে। দিব্যচক্ষুতে দেখিতে পাইলেন—এক পরম রমনীয় প্রদেশ; যে সকল বীরপুরুষ সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের শোণিতে রাজপুতানার প্রত্যেক বালুকাকণা রঞ্জিত হইয়াছে, যাঁহারা জন্মভূমির রক্ষার জন্য হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন—যাঁহারা স্বামী প্রভূ ভ্রাতার উদ্দেশে জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছেন—সেই বীর বীরাঙ্গনা সম্পূর্ণা মহা পুণ্যভূমি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—সেই জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বল প্রদেশে সংগ্রাম, প্রতাপ, বাদল, পত্ত, মীরাবাই, পদ্মাবতী, লক্ষীরাণী প্রভৃতি সকলে অপূর্ব্বগৌরবে বিরাজিত আছেন। যশোবন্তের অন্তরাত্মা কম্পিত হইল। তিনি ত রাজপুতের ন্যায় হৃদয়ের শোণিত দিয়া মাতৃভূমির উদ্ধার করেন নাই পাপাঙ্গ যবনের শাস্তিবিধান করেন নাই—তিনি যে শেষে তাহাদের সহায় হইয়াছেন। তবে কি ঐ পুণ্যলোকে তাঁহার স্থান হইবে না? তবে কি তিনি ঐ সৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইবেন?

অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া মহারাণা মুচ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। কাল পূর্ণ হইল—রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল—রাঠোরবীর মহারাজ যশোবন্ত পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পাপাত্মা আরংজেবের অন্তরের বাসনা পূর্ণ হইল—কিন্তু তাঁহার প্রেরিত বিষাক্ত অন্ন যশোবন্ত স্পর্শ করেন নাই। রাঠোর দুর্গে এই শোচনীয় হত্যা সংবাদ পৌঁহুছিল—সমস্ত মারবার প্রতিশোধ পিপাসায় মত্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু অগ্নি জ্বলিবে কিসে? ইন্ধন কোথা? মারবারে কি আর সৈন্য আছে? সেনাপতি আছে? রাজকোষে কি অর্থ আছে? যশোবন্ত মহিষী প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণকে আহ্বান করিলেন। নিভৃত মন্ত্রণাগারে রাজসভা বসিল।

মহারাণী নিমন্ত্রিত সভ্যগণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

সর্দ্দারগণ, যিনি সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তোমাদের প্রভু ছিলেন,

তোমাদের মঙ্গল এবং মারবারের শ্রীবৃদ্ধিকামনা যাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত ছিল, যাঁহার মহত্ত্ব ও অসাধারণ বীরত্বকাহিনী আজ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে সেই বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা আর এজগতে নাই। মহাপাপিষ্ঠ আরংজেবের গুপ্তছুরিকায় তিনি হত হইয়াছেন—প্রভুভক্তির সমুচিত পুরস্কার পাইয়াছেন। বীরবর কুমার পৃথ্বিও আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে—দুরাত্মার বিষাক্ত ছুরিকা বাছারও হৃদয়-রক্ত পান করিয়াছে। তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া দুগ্ধপোষ্য শিশু অজিতের প্রাণনাশের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছে।

এই সভামধ্যে যদি কেহ সম্রাটের চররূপে সিংহশাবকের রক্তপানের জন্য উপস্থিত থাক, তাহাহইলে অগ্রে প্রভুপত্নীকে বধ কর। আমি নিরস্ত্রা সহায়হীনা রমণী, অগ্রে আমাকে হত্যা করিয়া সিংহশিশুর প্রাণনাশ কর।"

সভামধ্যে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। রাজপুতকোষে তরবারির ঝন্‌ঝনা শ্রুত হইল। প্রধান সর্দ্দার বলিতে লাগিলেন ঃ—

* * * * * *

"মহারাণি! যাহা হইবার হইয়াছে—রাঠোরের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে না? এ অত্যাচারের কি প্রতিবিধান হইবে না? রাঠোরের দেহে কি রক্ত নাই? মারবার কি বীরশূন্য হইয়াছে? এই অসি স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, যতদিন মারবারে একজনমাত্র রাঠোর জীবিত থাকিবে, যতদিন রাঠোর-হস্তে তরবারি তুলিবার শক্তি থাকিবে—ততদিন পর্য্যন্ত রাজকুমার অজিতের কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। মা, রাঠোর সর্দ্দারগণ কি এতই ঘৃণিত, যে অর্থলোভে প্রভু-পুত্রকে যবনের হস্তে তুলিয়া দিবে?"

মহারাণী বলিলেন—"বৎস, তোমার কথায় তুষ্ট হইলাম—বুঝিলাম মহারাজ অপাত্রে স্নেহসিঞ্চন করেন নাই। কিন্তু অজিতের প্রাণরক্ষার বিষয় কি ভাবিতেছ? মুষ্টিমের সৈন্য লইয়া বিপুল যবনবাহিনীর গতিরোধে কিরূপে সমর্থ হইবে?"

বৃদ্ধ সর্দ্দার বলিতে লাগিলেন—"মহারাণি! সে উপায় করিয়াছি; এই সভায় সকলেই প্রভুভক্ত এখানে মন্তব্য ব্যক্ত করিতে পারি—কুমার অজিতকে গোপনে মাতুলালয়ে পাঠান হউক।"

মহারাণী রুষ্ট হইয়া কহিলেন—“কি আমার পিত্রালয়ে? যাহারা রাজপুতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানে না, যাহারা অম্লানবদনে যবনের দাসত্ব পাসরা মাথায় তুলিয়া লইয়াছে—আমি তাহাদের সাহায্যপ্রার্থিনী হইব না। রাঠোর সর্দ্দার কি আজ জীবনের জন্য ভীত হইতেছেন? রাজপুত হৃদয় কি আজ মৃত্যুভয়ে কম্পিত হইতেছে?—অজিতকে আমি কোথাও পাঠাইব না এই দুর্গমধ্যে রাখিয়া স্বহস্তে দ্বার রক্ষা করিব। সর্দ্দার, স্মরণ হয় কি, কৈলবারার রাজতনয়া কিরূপে দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন?”

সর্দ্দার বিমর্ষভাবে বলিলেন—"মহারাণি, সব বুঝিয়াছি; দ্বিতীয়বার চিতোর রক্ষার আয়োজন হইবে—হউক মহারাজ যশোবন্তের সর্দ্দারগণ মরিতে ভীত নহে। কিন্তু কুমারের জীবন রক্ষা হইবে কি?”

যশোবন্তমহিষী উৎসহিত হইয়া কহিলেন—"অজিতের জীবনরক্ষা? তুমি আমিত দেখিতে আসিব না—মহারাজের ও কুমারের হত্যার প্রতিশোধ লইয়া যবন বিনাশ করিয়া দেহত্যাগ করিব—মরিলে আর মায়া কি? কিন্তু নিশ্চয় জানিও এই পবিত্র নিষ্কলঙ্ক রক্তের একবিন্দু যেখানে যে প্রদেশে পাত হইবে, সে প্রদেশ জ্বলিয়া যাইবে।” মন্ত্রণা শেষ হইল—মোগলের আক্রমনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করাই স্থির হইল। দামামাধ্বনি সংযোগে এই সংবাদ সমস্ত মারবারে বিঘোষিত হইল—দলে দলে রাঠোর আসিয়া দুর্গমধ্যে সমবেত হইতে লাগিল।

আগুন জ্বলিয়াছে। সম্রাট রাঠোর সর্দ্দারগণের নিকট যে কুৎসিৎ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখান করিয়াছেন। সম্রাট বলিয়াছিলেন,—"যদি তোমরা আমার আদেশ পালন কর, রাজপুতকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, তাহা হইলে আখিমরু প্রদেশ তোমাদিগকে পুরস্কার দিব"। এই ঘৃণিত প্রস্তাবের উত্তরে সর্দ্দারগন একখণ্ড পাদুকা পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমাদের মহারাজা আজীবন সম্রাটের কার্য্য করিয়া যে পুরস্কার পাইয়াছেন, সেই পুরস্কারের প্রতিদান স্বরূপ এই ছিন্ন পাদুকাখণ্ড পাঠাইলাম।”

অচিরেই হিন্দুমুসলমানে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুষ্টিমেয় রাজপুত সেনা বিপুল মোগলবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিরিতেছে; প্রতিহিংসামত্ত বীর রাজপুতের সহিত মোগল পারিয়া উঠিল না। রাঠোর-হস্তে এত বল

মোগল কখনও জানে নাই—তাহাদের জ্বলন্ত উদ্দীপনা, চমৎকার শিক্ষা, নিপুণ অস্ত্রচালনা দেখিয়া যবনসেনা স্তম্ভিত হইয়া গেল। দলে দলে যবন মরিতে লাগিল, রাজপুতও মরিল। মুষ্টিমেয় সৈন্য কতক্ষণ বিরাট বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবে? একে একে সর্দ্দারগণ ভূপতিত হইলেন—রুধিরাক্তকলেবরে তখনও রাঠোর যুঝিতেছে। রাজকুমারের রক্ষার উপায় আর নাই—রাঠোর রমণীর সতীত্বরক্ষার আর ভরসা নাই—রাজপুতশিবিরে মহাশোকচ্ছায়া পতিত হইল।

এমন সময় রাজপুতবেশী জনৈক মুসলমান আসিয়া প্রধান সর্দ্দারকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"সেনাপতি, মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার এই বিপদে আমার দ্বারা কোন উপকার হইতে পারে কি?"

সর্দ্দারের লোক চিনিবার ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি দেখিলেন এ যবন গুপ্তচর নহে। কৃতজ্ঞতার ঋণশোধ করিতে আসিয়াছে। দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে সম্রাটের চর নহ, তাহা কিরূপে জানিব?"

যবন উত্তর করিল,—"সেনাপতি, আমি জানিতাম এ যুদ্ধে আপনারা পরাজিত হইবেন, সেই জন্য সৈনিকবেশে মোগলবাহিনীতে প্রবেশ করিয়া পরে আপনাদের যদি কিছু উপকার করিতে পারি, এই আশায় এখানে আসিলাম। তৎপরে যখন দেখিলাম, কুমারের রক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন রাজপুতের বেশ ধারণ করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। এই দীন কর্ত্তৃক আপনাদের যদি কিছু উপকার হয়, তাহা হইলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।"

সর্দ্দার দেখিলেন, এ লোক প্রবঞ্চক নহে। অতঃপর মহারাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া একটী করণ্ডিকার মধ্যে রাজশিশু অজিতকে লুক্কাইত করিয়া সেই আগন্তুক মুসলমানের হস্তে দিলেন। সে তখন যবন সৈনিকের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিরাপদে বাহির হইয়া গেল। এক নির্দ্দিষ্ট নিভৃত স্থানে সেই সত্যপরায়ণ, কৃতজ্ঞ মুসলমান কর্ত্তৃক রাজকুমার নীত হইলেন—তথায় পূর্ব্ব হইতে রাঠোরবীর প্রাতঃস্মরণীয় দুর্গাদাস তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এদিকে দুর্গমধ্যে এক লোমহর্ষণ কাণ্ডের আয়োজন হইল। অন্তঃপুরস্থ